Year 11 | Issue 09
15 - 21 MARCH 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ০৯
৩০ ফাল্গুন ১৪৩০
০৩ রমজান ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

যুক্তরাজ্যে মুসলিম কমিউনিটির সুরক্ষায় পদক্ষেপ

১১৭ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ

■ মসজিদ, ইসলামিস্কুল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরা, অ্যালার্ম স্থাপন এবং সিকিউরিটি ওয়াল নির্মাণ করা হবে

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ: যুক্তরাজ্যের মুসলিম কমিউনিটির সুরক্ষায় ১১৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করবে বৃটেন। ১১ মার্চ সোমবার পবিত্র মাস রমজান শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। এই অর্থ ব্যয় করে মসজিদ, ইসলামি স্কুল এবং মুসলিমদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হবে। যুক্ত করা হবে সিসি ক্যামেরা, অ্যালার্ম এবং সিকিউরিটি ওয়াল। খবর-আল-জাজিরা।

খবরে জানানো হয়, গাজায় ইসরাইলের বর্বর হামলার প্রেক্ষাপটে বৃটেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই অতিরিক্ত

এই বিনিয়োগের ঘোষণা দিলো সরকার। এ নিয়ে বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লিভারলি এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের সমাজে মুসলিম বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। আমরা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাগুলির কারণে বৃটিশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে হেনস্থার ঘটনা মেনে নেবো না।

বৃটেনে আনুমানিক ৪০ লাখ মুসলিম বসবাস করে। মুসলিম বিদ্বেষ

আমাদের সমাজে মুসলিম বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই: হোম সেক্রেটারি

পর্যবেক্ষণকারী গোষ্ঠী টেল মামা জানিয়েছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনলাইন আক্রমণ, শারীরিক আক্রমণ এবং অন্যান্য ধরনের হামলার ঘটনা সম্প্রতি ৩৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্লিভারলি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বৃটেন মুসলমানদের পাশে আছে। ঠিক এই কারণেই আমরা এই অর্থায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বৃটিশ মুসলিমদের আমরা এমন একটি সময়ে আশ্বাস ও আস্থা প্রদান করেছি যখন তাদের এটি অত্যন্ত প্রয়োজন। ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে কেয়ারকর্মীদের মানবেতর দিনযাপন

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ: যুক্তরাজ্যে সেবাকর্মীর ভিসায় যাওয়া অভিবাসীরা ধর্ষণ ও শোষণের শিকার হয়েও চাকরি টিকিয়ে রাখতে চুপ থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম দ্য ব্যুরো ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম (টিবিআইজি) ও আইনি সহায়তা দানকারী সংগঠন সিটিজেনস অ্যাডভাইস দেড় শতাধিক অভিবাসীর কাছ থেকে এমন তথ্য সংগ্রহ করেছে। ভুক্তভোগীর প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে ধারণা তাদের।

ব্রিটেনে স্বাস্থ্য ও সেবাকর্মীর ভিসায় আসা ৮০টি প্রতিষ্ঠানের ১৭৫ জনের স্বাক্ষ্য নিয়েছে টিবিআইজি এবং সিটিজেনস অ্যাডভাইস। নিপীড়নের নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তারা। ক্যারিবিয়ান দ্বীপ থেকে যাওয়া বার্নিস নামের একজন অভিবাসী বলেন, তিনি যে বাড়িতে কাজ করেন তার মালিকের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

অপর একজন বলেছেন, তাকে ২০ ঘণ্টা কাজ করানো হয়। নিয়োগদাতার কাছে অভিযোগ করার পর তার ভিসা ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

বিটকয়েনের দরজা খুলল যুক্তরাজ্য

একলাফে দাম উঠলো ৭১ হাজার ডলার

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ: যুক্তরাজ্যের আর্থিক নজরদারি কর্তৃপক্ষ মুদ্রাবাজারে প্রথমবারের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সিকে যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। এই ঘোষণার ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা

Ramadan Mubarak
We wish you a blessed and peaceful holy month
ria Money Transfer
Download the Ria App

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

লন্ডনগামী ফ্লাইটে জন্ম নিল ৭৫তম শিশু

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ: জর্ডানের আম্মান থেকে লন্ডনগামী একটি ফ্লাইটে যাত্রী ছিলেন যুক্তরাজ্যের চিকিৎসক হাসান খান। কিন্তু মাঝ আকাশেও রোগীর সেবায় তাঁকে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। গত শনিবার সকালের সেই ফ্লাইটে মাঝ আকাশে এক মায়ের প্রসবব্যথা

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

গর্ভাবস্থায়ও নিপীড়নের শিকার হন মেগান

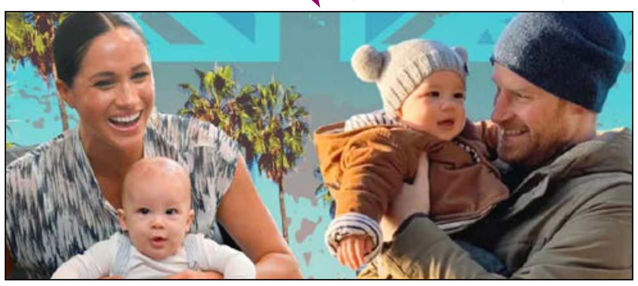

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ: ব্রিটিশ রাজপুত্র প্রিন্স হ্যারির স্ত্রী মেগান মার্কেল দুই সন্তানের ক্ষেত্রেই অন্তঃসত্ত্বা থাকা অবস্থায় 'ঘৃণ্য' অনলাইন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

রক্ত দিয়ে রমজানকে স্বাগত

গাজায় ক্ষুধার্ত শিশুদের হাহাকার

- ৯ হাজার নারী হত্যা
- অনাহার যেন যুদ্ধের অস্ত্র
- তারাবিতেও বাধা
- সৌদি বাদশাহর আহ্বান

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ ২০২৪ : ইসরাইলি অবরোধে বিচ্ছিন্ন গাজা উপত্যকায় চারদিকে ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনি শিশু ও নারী পুরুষের হাহাকার; পাশাপাশি দখলদার বাহিনীর অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যেই পবিত্র রমজান মাসকে স্বাগত জানিয়েছেন ফিলিস্তিনিরা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ড. ইউনূসকে হয়রানিতে আইনের অপব্যবহার হতে পারে

ঢাকা, ১৩ মার্চ : নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি ও ভয় দেখানোর জন্য বাংলাদেশের আইনের সম্ভাব্য বড় রকমের অপব্যবহার করা হতে পারে। রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্‌কে নিয়ে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র সচেতন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সর্বোচ্চ

প্রতিনিধি হিসেবে তার সক্ষমতার অধীনে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক সম্পর্কেও তারা জানে। সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারীর প্রশ্নের জবাবে এসব মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। মুশফিক তার কাছে জানতে চান- নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে যায় এমন মন্তব্যের জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্‌?কে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন। আপনি যেমনটা জানেন, প্রফেসর ইউনূসকে রাজনৈতিক উপায়ে হয়রানি করছে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী। তাদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে সমালোচনা তীব্র হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে আপনার ভাবনা যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। মুশফিকের এ প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, প্রশ্নের মন্তব্য সম্পর্কে আমরা অবহিত। এর আগে মুহাম্মদ ইউনূসের মামলাকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্বেগের বিষয়ে আমাকে কথা বলতে শুনেছেন। ড. ইউনূসকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য তারা বাংলাদেশের আইনের বড় রকমের অপব্যবহার করতে পারে। এসব বিষয়েই সাধারণভাবে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্‌?। বাংলাদেশে মার্কিন সরকারের সর্বোচ্চ র‍্যাংকিং প্রতিনিধি হিসেবে তার সক্ষমতার অধীনে তিনি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। মুশফিক তার কাছে নতুন প্রশ্নে জানতে চান- মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অঞ্চলে 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারণা বৃহত্তর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে একতরফা ভুয়া নির্বাচনের পর প্রতিবেশী ভারতে তৈরি পণ্য বর্জনকে উৎসাহিত করছে জনগণ। তাদের সন্দেহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, এই প্রচারণা সম্পর্কেও আমরা অবহিত। আমি অবশ্যই ভোক্তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না- সেটা বাংলাদেশ হোক বা বিশ্বের অন্য কোথাও। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ককে মূল্যায়ন করি। অবাধ, মুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিশ্চিত করা সহ অভিন্ন স্বার্থে দুই দেশের সরকারের সঙ্গেই আমরা অব্যাহতভাবে কাজ করবো।

হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত রোজায় স্কুল খোলা

ঢাকা, ১৩ মার্চ : রোজায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০ দিন এবং সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫ দিন খোলা রাখতে সরকারের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ গত মঙ্গলবার এই আদেশ দেন।

আপিল বিভাগের আদেশের পরপরই গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আগামী

২৫ মার্চ (১৪ রমজান) পর্যন্ত মোট ১৫ দিন সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণি কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে এই স্তরের ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জিতে আংশিক সংশোধন করা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২১ মার্চ (১০ রমজান) পর্যন্ত এই স্তরে শ্রেণি কার্যক্রম চলমান রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এর আগে রোজার প্রথম ১০ দিন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রথম ১৫ দিন মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গত ১০ মার্চ স্থগিত করেছিলেন হাইকোর্ট। এ আদেশ স্থগিত চেয়ে ১১ মার্চ আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। কিন্তু চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশে হস্তক্ষেপ না করে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠিয়ে শুনানির জন্য রাখেন।

সেই ধারাবাহিকতায় শুনানির পর আদেশ দিলেন সর্বোচ্চ আদালত।

আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন। সঙ্গে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সাইফুল আলম। আর রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এ কে এম ফায়েজ।

পরে অ্যাটর্নি জেনারেল সাংবাদিকদের বলেন, 'হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করায় সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রাথমিক স্কুল ১০ দিন এবং মাধ্যমিক-নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ১৫ দিন খোলা থাকবে।'

শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশে রোজার মাসে এত দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে না। তিনি এর পক্ষে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, ইরানসহ বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্যালেন্ডার আদালতে তুলে ধরেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, রোজায় ইরানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো ছুটি নেই; ঈদের জন্য দুই দিন ছুটি দেওয়া হয়। পাকিস্তানে তিন দিন, তুরস্কে পাঁচ দিন, মিসরে ৯ দিন, আফগানিস্তানে সাত দিন বন্ধ থাকে।

রোজার মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ১৮ দিন বন্ধ থাকে সৌদি আরবে।

এর বিপরীতে রিটকারী পক্ষের আইনজীবী বলেন, 'রোজার সময় আমাদের দেশে যেসব অসুবিধা সৃষ্টি হয় তা কি অন্যান্য মুসলিম দেশে হয়? শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্কুল এক মাস বন্ধ করেছিল। পরে আবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খোলা রাখার কথা বলা হয়।'

এরপর আদালত হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ স্থগিত করে রাষ্ট্রপক্ষকে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করতে বলা হয়।

BRICK LANE JAMME MASJID

রামাদ্বানে ব্রিকলেন জামে মসজিদের নানা আয়োজন

দুই জামাতে তারাবীহ

প্রথম জামাত: ৮.১৫ মিনিট

দ্বিতীয় জামাত : রাত ১২টা

আসন্ন রামাদ্বানে ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে দুইটি তারাবীহ জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ হাফেজদের সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতে প্রথম জামাত হবে ৮টা ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয় জামাত হবে মধ্যরাত ১২টায়। এছাড়াও প্রতিবারের মতো এবারও থাকবে ফ্রি ইফতার। সেই সাথে ১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভিতে অনুষ্ঠিত হবে লাইভ ফান্ড রেইজিং অ্যাপিল। মসজিদের এসব আয়োজনে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ফ্রি ইফতার

মাগরিবের নামাজে আগত মুসল্লিদের জন্য থাকছে ফ্রি ইফতারের আয়োজন। এতে সর্বস্তরের মুসল্লিকে ইফতারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।

ই'তেক্বাফ

প্রতি বছরের মতো এবারও ইতেক্বাফের সুব্যবস্থা থাকবে। ই'তেক্বাফে অংশগ্রহণে আগ্রহীদেরকে মসজিদের অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করে তা পুরন করে জমা দিতে হবে।

লাইভ ফান্ডরেইজিং

১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভি ইউরোপে চলবে ফান্ডরেইজিং। এতে আল্লাহর ঘরের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহবান।

ntv

ইহসানুল করিম আর নেই

কে হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর নতুন প্রেস সচিব

ঢাকা, ১৩ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিবের শূন্যপদে যোগ দিতে আগ্রহীদের তালিকা বাড়ছে। কেউ কেউ অনেক আগে থেকেই এ পদে আসার চেষ্টা করছেন। যদিও এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পছন্দ ও আস্থার ওপর নির্ভর করছে। দীর্ঘ ৮ বছরের বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করা ইহসানুল করিম গত রোববার ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী প্রেস সচিব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তবে প্রেস সচিব পদে বসার তৎপরতা শুরু হয় বেশ আগে থেকেই। বিশেষ করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকেই আগ্রহীরা সংশ্লিষ্ট মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রেস সচিব পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই পদে যোগ দিতে অনেকেই নানাভাবে চেষ্টা করছেন। তবে সবকিছু নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর। তিনি কাকে ওই পদে দায়িত্ব দেন তা নিয়ে অনেকের কৌতুহল রয়েছে।

কেউ কেউ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে প্রেস সচিব পদে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। আবার কেউ অন্যদের দিয়ে নিজের নামটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করেছেন। প্রেস সচিব পদে আগ্রহ দেখিয়েছেন বা আগ্রহ আছে এমন বেশ কয়েকজনের নাম জানা গেছে। এক্ষেত্রে আলোচনায় রয়েছেন ইউএনবি'র সম্পাদক ও এপি'র সাবেক ব্যুরো প্রধান ফরিদ হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, সাংবাদিক কল্যাণ

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র বাদল, টেলিভিশন চ্যানেল ডিবিসি'র সিইও মঞ্জুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর স্পিস রাইটার নজরুল ইসলাম।

এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সাবেক এক উপ-প্রেস সচিবও কিছুদিন ওই পদের জন্য আগ্রহ দেখিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাকে সরাসরি না বলে দেয়া হয়েছে। এরপর তাকে এনিয়ে আর দৌড়ঝাঁপ করতে শোনা যায়নি। এর বাইরেও অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্য থেকে কাউকে প্রেস সচিব করা হতে পারে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে সূত্রগুলো বলছে, প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয় একটি ভাবনা রয়েছে প্রেস সচিব পদ নিয়ে। গত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন নিয়োগে তিনি চমক দেখান। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রেও একটি চমক হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ইহসানুল করিম হেলাল আর নেই

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম হেলাল সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসাধীন মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ছাড়া জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্তসহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা, সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং শোক জানিয়েছেন। বুধবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে নামাজে জানাজা শেষে জোহরের নামাজের পর বনানী কবরস্থানে মরহুমকে দাফন করা হয়।

ইহসানুল করিমের জন্ম ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ইহসানুল করিম। পরে তিনি বাসসের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের নয়াদিল্লিতে সংস্থাটির ব্যুরো প্রধান ছিলেন। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা বিবিসি, ভারতের পিটিআই, দ্য স্টেটমেন্ট ও ইন্ডিয়া টুডেসহ বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাদেশি প্রতিবেদক হিসেবে সাংবাদিকতা করেছেন।

বেইলি রোড ট্র্যাজেডি

১২দিন পর নাজমুলের লাশ বুঝে নিলেন স্বজনরা

ঢাকা, ১৩ মার্চ : রাজধানীর বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় ১২ দিন পর নাজমুল ইসলামের (২৫) মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে সিআইডি। গত মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে নাজমুলের বাবা নজরুল ইসলাম সন্তানের মরদেহ বুঝে নেন।

সিআইডি'র ঢাকা মেট্রো দক্ষিণের

পরিদর্শক মোঃ মাসুদ পারভেজ বলেন, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় ৪৬ জন মারা যান। এর মধ্যে সোমবার আমরা বৃষ্টি খাতুনের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করি। মঙ্গলবার নাজমুল ইসলামের মরদেহ আমরা তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছি। গত ১লা মার্চ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে তার ময়নাতদন্ত এবং ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরে তার পরিবারের সঙ্গে তার ডিএনএর নমুনা মিলে যাওয়ায় আজ তার বাবা নজরুল ইসলামের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করি।

নিহত নাজমুল ইসলামের বাবা নজরুল ইসলাম বলেন, বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় নাজমুলকে তখন আমরা খুঁজে পাইনি। আমার ছেলের শরীর এমনভাবে পুড়েছে যে তাকে চেনা যাচ্ছিলো না। পরে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে ময়নাতদন্ত এবং ডিএনএ করা হয় এবং আমাদের থেকে তার পরিচয় শনাক্তে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ১১ দিন পর আমাদের সঙ্গে নাজমুলের ডিএনএ মিলে যাওয়ায় মরদেহ হস্তান্তর করেছে। তিনি বলেন, বেইলি রোডের আগুনে ৪৬ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটলো, এই দায় কে নেবে? নাজমুল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল।

আমার চার ছেলের মধ্যে নাজমুল ছিল দ্বিতীয়। আমাদের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর থানার নলবুনিয়া কান্দি। সেখানে জানাজা শেষে তার মরদেহ দাফন করা হবে।

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC
FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

সরকার-নির্ধারিত দামের চেয়ে ১০০ টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে খেজুর

ঢাকা, ১৩ মার্চ : ইফতারের অন্যতম উপকরণ খেজুরের যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার। প্রতি কেজি অতি সাধারণ বা নিম্নমানের খেজুরের দাম ঠিক করা হয়েছে ১৫০ থেকে ১৬৫ টাকা এবং বহুল ব্যবহৃত জাইদি খেজুরের দাম ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা। গতকাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশনকে চিঠি দিয়ে খেজুরের দাম নির্ধারণের বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে শুল্ক ছাড় দেয়া ছাড়া সরকার নির্ধারিত দামে খেজুর বিক্রি করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন আমদানিকারকরা। তারা জানান, ১৪০ টাকা ভ্যাট-ট্যাক্স দিয়ে খেজুর আমদানি করতে হচ্ছে। তাহলে ১৭০ টাকায় কীভাবে বিক্রি করবো। সরকার যদি ট্যাক্স ফ্রি করে দেয়, তাহলেই এই দামে বিক্রি করা যাবে।

এবার রোজা শুরুর বেশ আগে থেকেই বাজারে খেজুরের দাম বাড়তি। কয়েক বছর ধরে খেজুর আমদানির ক্ষেত্রে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। গত বছর রোজার আগে আজোয়া ও মেডজুলের মতো দামি খেজুর প্রতি কেজি ৯৫ সেন্ট থেকে ১ মার্কিন ডলারে আমদানির ঘোষণা দিয়েছিলেন অনেক ব্যবসায়ী। এই কারণ দেখিয়ে শুল্ক-কর বাড়ানো হয়েছিল।

শুল্ক-কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম আমদানি মূল্যও বেঁধে

দেয়া হয়। সবমিলিয়ে প্রতি কেজি খেজুর আমদানিতে এখন করভার ৬৬ থেকে ২৬৫ টাকা। এরপর এ বছর খেজুরের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

গতকাল রাজধানী ঢাকার বাজারে উন্নতমানের প্রতি কেজি খেজুর অন্তত এক হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। যে জাইদি খেজুরের দাম সরকার ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা কেজি বেঁধে দিয়েছে, গতকাল সেই জাইদি খেজুরের দাম ছিলো ২৭০ টাকার আশপাশে। অতি সাধারণ ও নিম্নমানের খেজুরের দাম সরকার ১৫০ থেকে ১৬৫ টাকা বেঁধে দিলেও গতকাল তা ২০০ টাকার আশপাশে ছিল।

খেজুরের দাম বেঁধে দেয়া প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর ফল আমদানি-রপ্তানিকারক ও আড়তদার ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, খেজুর আমদানি করতে হলে ১৪০ টাকা ডিউটি ফি দিতে হয়। সঙ্গে আরও খরচ আছে। তাহলে ১৭০ থেকে ১৮০ টাকায় এই খেজুর কীভাবে বিক্রি করবো। যদি ডিউটি ফ্রি করে দেয়া হয়, তাহলেই আমরা এই দরে খেজুর বিক্রি করতে পারবো। খেজুরের দাম বেঁধে দেয়ার আগে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসা উচিত ছিল বলেও জানান এই আমদানিকারক। তিনি বলেন, হয়তো ভুল করে ২ (২৭০) এর জায়গায় ১ (১৭০) লিখে ফেলেছে। বর্তমান বাজারে জাইদি খেজুরের বাজার দর নিয়ে তিনি বলেন, এখন পাইকারিতে ১০ কেজি জাইদি খেজুর বিক্রি হচ্ছে ২৫০০ থেকে ২৬০০ টাকায়। ফলে প্রতি কেজি খেজুরের দাম পড়ছে ২৫০ থেকে ২৬০ টাকা। খুচরা বাজারে এই খেজুর বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩১০ টাকা পর্যন্ত।

এদিকে খেজুরের দাম নির্ধারণের বিষয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, সাধারণ মানুষেরা যে খেজুরটা খায় সেটার যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে ব্যবসায়ীদের চিঠিও দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেউ বিক্রি করতে পারবে না।

সরকার ভয়ে, দেশ বিপদে

ঢাকা, ১২ মার্চ : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ডামি নির্বাচন করে এখন ভয়ে আছে। এ সরকারের কাছে দেশটা একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। আসলে দেশটা এখন একটা বিপদের মধ্যে আছে। গতকাল রাজধানীর শাজাহানপুরে নিজ বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ৯ মার্চ নয়ালটনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে লিফলেট বিতরণ পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে দেওয়া তার বক্তব্য কয়েকটি পত্রিকা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে- সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন মির্জা আব্বাস। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি ১৭ বছর ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে। বিষয়টা এমন না যে, কালকেই বিএনপিকে ক্ষমতায় যেতে হবে। এই আন্দোলন চলবে, থেমে থাকবে না।

আব্বাস বলেন, একজন মন্ত্রী বললেন 'বড়ই দিয়ে ইফতার করেন'। কিন্তু সে মন্ত্রীর হয়তো অভিজ্ঞতাই নেই, খালি পেটে বড়ই খেলে একজন মানুষ মারা যেতে পারেন। খালি পেটে বড়ই খেলে কত বড় মারাত্মক সমস্যা হতে পারে!

বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাবেন জানিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, ইতোমধ্যে চিকিৎসার জন্য আমাদের অনেকে বাইরে (বিদেশ) গেছেন। আমার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। আমি ও আমার পরিবার যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারি প্রতিবন্ধকতার কারণে এই মুহূর্তে যেতে পারছি না।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
quickbooks FreeAgent ClearBooks xero
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

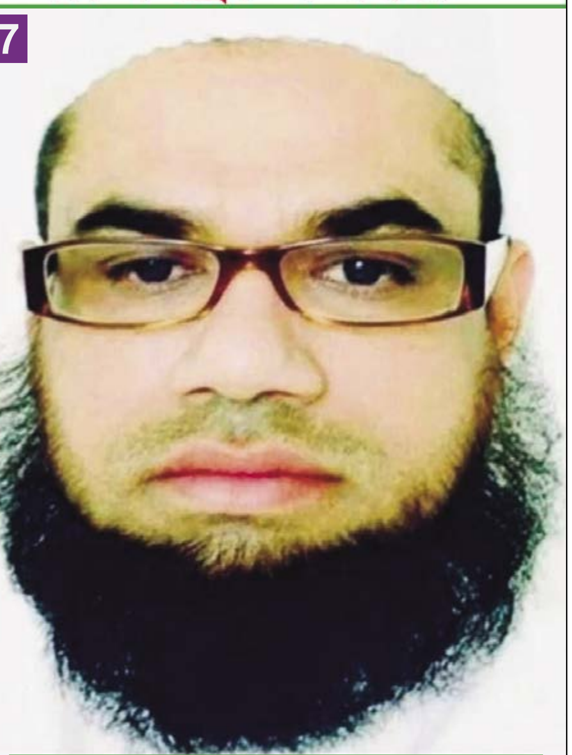

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

রেড জোনে ৯ ব্যাংক, আতঙ্কে গ্রাহক

ঢাকা, ১৩ মার্চ : পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের ৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক অতি ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। 'ব্যাংকস হেলথ ইনডেক্স (বিএইচআই) অ্যান্ড হিট ম্যাপ' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে এই ৯টি ব্যাংককে রেড জোনে রাখা হয়। এ ছাড়া ইয়েলো জোনে রাখা হয়েছে ২৯টি ব্যাংক এবং গ্রিন জোনে আছে ১৬টি ব্যাংক। রেড জোনে থাকা ৯টি ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক রয়েছে ৪টি। অর্ধবার্ষিক পারফরমেন্সের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বিভাগ। রেড জোনে থাকা ব্যাংকগুলো মূলত আর্থিকভাবে ভঙ্গুর অবস্থা পার করছে। ইয়েলো জোনে থাকা ব্যাংকগুলো মধ্যবর্তী অবস্থায় রয়েছে। আর গ্রিন জোনে থাকা ব্যাংকগুলো সূচকের দিক থেকে কিছুটা ভালো অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এমন এক সময় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে যখন দুর্বল ব্যাংকগুলোকে ভালো অবস্থায় থাকা ব্যাংকগুলোর সঙ্গে একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা চলছে। এদিকে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের রেড জোন থেকে বের হতে এসব ব্যাংক আমানত সংগ্রহে বেপরোয়া সুদ অফার করছে গ্রাহকদের।

সেক্ষেত্রে ১৩-১৪ শতাংশ পর্যন্ত সুদ অফার করছে কোনো কোনো ব্যাংক। এ হিসাবে আমানত সংগ্রহ করলে এসব ব্যাংককে ঋণ দিতে হবে ১৬-১৭ শতাংশ সুদে। এ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে কিছু নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও আমানত পেতে ১৭-১৮ শতাংশ সুদ অফার করছে। ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, ঋণ আদায়ে মন্দা ও ভাবমূর্তি সংকটের কারণে কিছু ব্যাংক আগে থেকেই তারল্য সংকটে ছিল। তারা বাড়তি সুদ দিয়ে আমানত সংগ্রহ করছিল। কোনো কোনো ব্যাংকে সাড়ে পাঁচ বছরে টাকা দ্বিগুণের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের চেয়েও বেশি সুদের অফার করছে এসব ব্যাংক। বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশে এমন কোনো ব্যবসা নেই, যা দিয়ে আমানতের এ টাকা পরিশোধ করা যাবে। আমানত সংগ্রহে এমন বেপরোয়া নীতির কারণে ঋণের সুদও বেড়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিপাকে পড়ছেন ঋণগ্রহীতারা। বিশেষ করে ভুগতে হবে ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোক্তাসহ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের। এ ছাড়া এমন অসম সুদে আমানত সংগ্রহের যে নীতিতে নেমেছে দুর্বল ব্যাংকগুলো সেটিও ভালো লক্ষণ নয়। কারণ চটকদার অফারে অনেকে না বুঝে ব্যাংকে আমানত রাখবেন। সেক্ষেত্রে শঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কে আছেন ব্যাংকে আমানত রাখা গ্রাহকরাও। অনেকে মূলধন হারানোর শঙ্কা করছেন। কারণ যে বেপরোয়া নীতিতে আমানত সংগ্রহ করা হচ্ছে ব্যাংকগুলোর সেই টাকা ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত সুদ অর্জন করা অনেকটা কঠিন। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, দুর্বল ব্যাংকগুলো ভালো ব্যাংকগুলোর সঙ্গে একীভূত হলেও তার আমানতকারীদের স্বার্থের কোনো হানি হবে না। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো চাইলে স্বেচ্ছায় একীভূত হতে পারবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, উচ্চ সুদের অফার পেলেই যেকোনো ব্যাংকে আমানত রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কেমন।

জানা গেছে, অন্য ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ভয়ে কয়েকটি দুর্বল ব্যাংক আমানত সংগ্রহে এ বেপরোয়া নীতি গ্রহণ করছে। সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে সুদের অফার ছাড়াও কেউ কেউ ক্ষুদে বার্তায়ও আমানত সংগ্রহে অফার দিচ্ছে। গোপনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান। টাকার অঙ্ক ও মেয়াদ বাড়লে বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সুদের হার। সেক্ষেত্রে ১৪-১৮ শতাংশ পর্যন্ত সুদ অফার করা হচ্ছে। এদিকে ব্যাংক ঋণের আনুষ্ঠানিক সুদের হারও বেড়েছে। গত জুলাইয়ে বেঁধে দেয়া ৯ শতাংশ সুদের হার তুলে নেয়ার পর যেটি ইতিমধ্যে ১৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে গেলেই ঋণের সুদ বাড়ছে। ঋণের সুদ বেশি বেড়ে যাওয়ায় সুদহার নির্ধারণ পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমানে 'সিক্স মান্থস মুভিং অ্যাভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল' বা স্মার্ট পদ্ধতিতে ঋণের সুদের ভিত্তি হার নির্ধারিত হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বাড়তি ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ সুদ। এ দুইয়ে মিলে ঋণের চূড়ান্ত সুদহার নির্ধারণ করে ব্যাংকগুলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রেড জোনে থাকা ব্যাংকগুলো হলো- বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, ন্যাশনাল ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক ও এবি ব্যাংক। ইয়েলো জোনে থাকা ব্যাংকগুলো হলো- রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকসহ ১৯টি বেসরকারি ব্যাংক এবং ৮টি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আগামী বছরের মার্চে নীতিমালা অনুযায়ী যারা দুর্বল তালিকায় পড়বে, তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ করে কোন পদ্ধতিতে ও কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ব্যাংক একীভূত হবে, তা নিয়ে প্রণয়ন করা হবে নীতিমালা। ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, ব্যাংক একীভূত হওয়া নিয়ে নানা ধরনের অনুমানভিত্তিক কথা হচ্ছে। যে প্রক্রিয়ায় ব্যাংক একীভূত হোক না কেন, এতে আমানতকারীদের স্বার্থের কোনো হানি হবে না। একইসঙ্গে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থও দেখা হবে।

তিনি বলেন, যেসব ব্যাংক একীভূত হবে, ওই ব্যাংকগুলোর স্বাস্থ্য ভালো নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। এরপরই একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ব্যাংক একীভূত হলে তা হবে যথাযথ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়। একীভূত হলে ভালো ব্যাংক যাতে দুর্বল না হয় ও দুর্বল ব্যাংক যাতে ভালো হয়- এ দুটিই দেখা হবে।

এদিকে ব্যাংক একীভূত করার খবরে গত ৪ঠা মার্চ ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে। এ সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়ে দেয়, চলতি বছরের মধ্যে ৭ থেকে ১০টি দুর্বল ব্যাংক সবল বা ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে দুর্বল ব্যাংকগুলো নিজেদের ইচ্ছায় একীভূত না হলে আগামী বছর থেকে তাদের চাপ দিয়ে একীভূত করা হবে। ওই বৈঠকে আরও জানানো হয়, দুর্বল ব্যাংকের খারাপ সম্পদ (ঋণ) কিনে নেবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (এএমসি)। ফলে একীভূত হওয়ার কারণে ভালো ব্যাংকগুলোর খারাপ হয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই। তবে দুর্বল ব্যাংকগুলোর পরিচালকরা ভালো ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।

জিম্মি হওয়া জাহাজে খাবার আছে ২৫ দিনের

ঢাকা, ১৩ মার্চ : ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি এমভি আবদুল্লাহ জাহাজে ২৫ দিনের মতো খাবার রয়েছে। এ ছাড়া জাহাজটিতে বিশুদ্ধ পানি রয়েছে ২০০ টন।

জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা মোঃ আতিকউল্লাহ খান এক অডিও বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন জাহাজটির মালিকপক্ষ কবির গ্রুপের কর্মকর্তাদের কাছে। জাহাজটি জলদস্যু নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর গত মঙ্গলবার এই বার্তা পাঠানো হয়।

আতিকউল্লাহ খান অডিও বার্তায় বলেন, 'আমাদের জাহাজে ২০-২৫ দিনের রসদ (খাবার) আছে। ২০০ টন বিশুদ্ধ পানি আছে। আর জাহাজে রয়েছে ৫৫ হাজার টন কয়লা।' রসদ যাতে দ্রুত ফুরিয়ে না যায়, সে জন্য অপ্রয়োজনে ব্যবহার না করার জন্য সবাইকে জানানো হয়েছে।

মোজাম্বিকের মাপুতু বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাওয়ার পথে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় জাহাজটিতে উঠে নিয়ন্ত্রণ নেয় সোমালিয়ার জলদস্যুরা। জাহাজটিতে ৫৫ হাজার টন কয়লা রয়েছে। জাহাজটিতে থাকা ২৩ জন নাবিকের সবাই বাংলাদেশি। জাহাজটি চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এস আর শিপিং লিমিটেডের মালিকানাধীন।

জাহাজটির মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাহাজটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া কবির গ্রুপের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এখনো জলদস্যুরা যোগাযোগ করেনি।

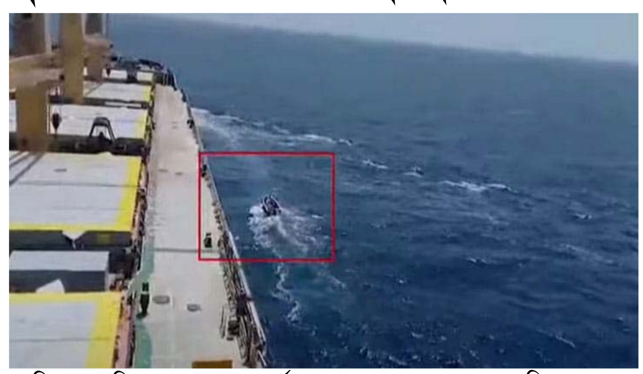

এ হিসেবে মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই খাবার দিয়ে চলতে হবে জাহাজের নাবিক ও দস্যুদের।

যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন (ইউকে এমটিও) তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসু থেকে ৬০০ নটিক্যাল মাইল পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছে। দুটি নৌযানে (একটি বড় এবং আরেকটি ছোট) চড়ে জাহাজটির কাছাকাছি এসে জলদস্যুরা জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। ইউকে এমটিও সমুদ্র চলাচলকারী অন্য জাহাজগুলোতে সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করতে বলেছে।

জাহাজের কর্মকর্তারা কবির গ্রুপে পাঠানো নানা বার্তায় জানিয়েছেন, জাহাজটি এখন সোমালিয়ার উপকূলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দস্যুরা।

কবির গ্রুপের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম বলেন, 'ঘটনার পর থেকে প্রথমে নাবিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। জলদস্যুরা নাবিকদের কোনো ক্ষতি করেনি। তাঁরা সুস্থ আছে। জাহাজে নাবিকদের যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সে জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

জাহাজে নাবিকদের খাবার ফুরিয়ে গেলে কীভাবে সামাল দেওয়া হয়, জানতে চাইলে বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, জাহাজটি জলদস্যুদের কবলে পড়ার পর এখন রেশনিং করে চলতে হবে। ২০০ টন পানি দিয়ে সাধারণত এক মাস চলা যায়। রেশনিং করলে আরও বেশি দিন যাবে। একইভাবে ২৫ দিনের খাবার রেশনিং করে আরও কিছুদিন চালিয়ে নেওয়া যাবে। তবে জ্বালানি নিয়ে খুব সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

সাখাওয়াত হোসেন আরও বলেন, যত দ্রুত জাহাজ ও নাবিকদের ছাড়িয়ে আনা যাবে, তাহলে খাবার-জ্বালানি নিয়ে সমস্যা হবে না। আবার জলদস্যুরা উপকূলের কাছাকাছি নেওয়ার পর প্রয়োজনে খাবার-পানির ব্যবস্থা করে।

রওশনের জাতীয় পার্টির এক কো-চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

ঢাকা, ১২ মার্চ : রওশন এরশাদের জাতীয় পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন দলের অন্যতম কো-চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল ইসলাম (সেন্টু। গত সোমবার বিকেলে পার্টির চেয়ারম্যান রওশন এরশাদের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র দেন।

গত শনিবার রাজধানীর

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পার্টির রওশনপন্থীদের কাউন্সিলে শফিকুল ইসলামকে কো-চেয়ারম্যান করা হয়। রওশন এরশাদের নেতৃত্বে পৃথক কাউন্সিল করার এক দিন পরই পদত্যাগ করেন শফিকুল ইসলাম।

কাউন্সিলে তাঁকে কো-চেয়ারম্যান করার কথা উল্লেখ করে পদত্যাগপত্রে শফিকুল ইসলাম বলেছেন, 'আমার দ্বারা এত বড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কারণ, আমার পারিবারিক কাজ এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা, উপরন্তু এলাকার মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হয়। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত বিষয়গুলোর আলোকে কো-চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করছি।'

দল থেকে পদত্যাগ, নাকি কো-চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ—জানতে চাইলে শফিকুল ইসলাম বলেন, 'জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে আমি আর নেই। এখন আমি এলাকার মানুষকে সময় দেব।'

শফিকুল ইসলাম ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদপুর এলাকার কাউন্সিলর। জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। গত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-১৩ আসন থেকে জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে সরকারের সঙ্গে 'সমঝোতার' প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় পার্টিকে দেওয়া ২৬ আসনে তাঁর নাম ছিল না।

জিম্মি জাহাজের প্রধান কর্মকর্তার বার্তা

'ফাইনাল কথা, টাকা না দিলে আমাদের একে একে মেরে ফেলতে বলেছে'

ঢাকা, ১৩ মার্চ : ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহর প্রধান কর্মকর্তা (চিফ অফিসার) মোঃ আতিক উল্লাহ খান গত মঙ্গলবার মাগরিবের পর মুঠোফোনে তাঁর স্ত্রীর কাছে একটি অডিও বার্তা পাঠিয়েছেন। অডিও বার্তাটি প্রথম আলোর হাতে এসেছে।

অডিও বার্তায় আতিক বলেছেন, 'এই বার্তাটা সবাইকে পৌঁছে দিয়ো। আমাদের কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে নিচ্ছে। ফাইনাল কথা হচ্ছে, এখানে যদি টাকা না দেয়, আমাদের একজন একজন করে মেরে ফেলতে বলেছে। তাঁদের যত তাড়াতাড়ি টাকা দেবে, তত তাড়াতাড়ি ছাড়বে বলেছে। এই বার্তাটা সবদিকে পৌঁছে দিয়ো।'

গতকাল রাতে আতিক উল্লাহ খানের নন্দনকাননের বাসায় গেলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো তাঁর বার্তাটি স্বজনেরা এই প্রতিবেদককে দেন।

গতকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টার দিকে জলদস্যুরা জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। জাহাজটি মোজাম্বিক থেকে দুবাই যাচ্ছিল। জলদস্যুদের কবলে পড়া চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের এই জাহাজটি পরিচালনা করছে গ্রুপটির সহযোগী সংস্থা এস আর শিপিং লিমিটেড। জাহাজে আতিক উল্লাহসহ ২৩ বাংলাদেশি নাবিক রয়েছেন। তাঁরা জিম্মি হওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে নাবিকদের স্বজনদের।

আতিকের বাড়ি চন্দনাইশের বরকল এলাকায়। মা, স্ত্রী ও তিন মেয়েকে নিয়ে তিনি থাকেন শহরের নন্দনকানন এলাকায়। মা শাহানুর আকতার ছেলের চিন্তায় অস্থির। তিনি কখনো কাঁদছেন, কখনো-বা নামাজে দাঁড়িয়ে ছেলের জন্য দোয়াদরুদ পড়ছেন।

শাহানুর বলেন, মাগরিবের সময় ছেলের সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়। তখন আতিক তাঁকে বলেছেন, তাঁদের ৫০ জন জলদস্যু ঘিরে রেখেছে। একটা কেবিনে বন্দী সবাই। তাঁদের সোমালিয়া নিয়ে যাচ্ছে। আড়াই দিনের মতো লাগবে ওখানে পৌঁছাতে। সবার জন্য দোয়া চেয়েছেন আতিক।

গতকাল বেলা একটার দিকে আতিক জলদস্যুদের কবলে পড়তে যাওয়ার বিষয়টি আঁচ করেছিলেন বলে ধারণা করছেন স্বজনেরা। সে সময় ফোনে আতিক তাঁর স্ত্রী মিনা আজমিনকে বলছিলেন, 'কয়েক দিন আমাকে ফোনে পাবে না। আমি নেটওয়ার্কের বাইরে থাকব।' নন্দনকাননের বাসায় বসে আতিকের ভগ্নিপতি ওমর ফারুক বলেন, তিনি হয়তো জলদস্যুদের জাহাজে ওঠার সময় ফোন দিয়ে ভাবিকে এ কথা জানিয়েছিলেন। পরিবার চিন্তা করবে বলে তিনি হয়তো জলদস্যুদের কথা বলেননি। পরে জানাজানি হলে পরিবারের সঙ্গে ফোনে দু-একবার পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়। অডিও বার্তাও পাঠান। জাহাজের আরেক নাবিক তাঁর স্ত্রীকে ভিডিও পাঠালে সেখান থেকে মিনা আজমিনসহ পরিবারের সদস্যরা ঘটনা জানতে পারেন। সবাই তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন। আতিকের স্ত্রী ও মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তাঁর দুই মেয়ে বাবার জন্য কাঁদছে। বড় মেয়ে ইয়াশরা ফাতেমার তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। মেজ মেয়ে উনাইজা পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। ছোট মেয়ের বয়স দেড় বছর।

গতকাল মাগরিবের পর আতিক যখন শেষবার ফোন করেন, তখন স্ত্রী মিনা নামাজে দাঁড়িয়েছেন। তখন মেজ মেয়ে উনাইজা ফোন ধরে। আতিক মেয়েকে তখন শুধু বলেন, 'আম্মুকে বোলো দোয়া করতে।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিলাসী জীবন নিষিদ্ধ

ঢাকা, ১৩ মার্চ : ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ কমাতে এবং আদায় বাড়াতে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর অংশ হিসাবে প্রথমেই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের কঠোরভাবে শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের চিহ্নিত করার আইনি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। যারা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হবেন, তারা বিমান ভ্রমণ, ট্রেড লাইসেন্স, কোনো কোম্পানির নিবন্ধন এবং শেয়ার ছাড়ার অনুমোদনও পাবেন না। একই সঙ্গে বাড়ি, গাড়ি, জমি, ফ্ল্যাট কিনে নিবন্ধন করতে পারবেন না। অর্থাৎ কোনো সম্পদ বা কোম্পানি করে নতুন ব্যবসা করতে পারবেন না। ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিরুদ্ধে ঋণ আদায়ে অর্থঋণ আদালতে মামলার পাশাপাশি ফৌজদারি অপরাধে মামলাও চলবে। কোনো ব্যাংক বিধি ভঙ্গ করে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের ছাড় দিলে তাদের বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের জরিমানাসহ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার জারি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত খেলাপি ঋণের তথ্য অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি চি□তকরণের কাজ ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং খেলাপি ঋণ কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে, এর আলোকে এ নির্দেশনা জারি হলো।

সংশ্লিষ্টদের অনেকে মনে করেন, ইচ্ছাকৃত খেলাপির আওতায় কেবল ছোট বা দুর্বল ঋণখেলাপিরা আটকা পড়বেন। বিপরীতে প্রভাবশালী খেলাপিদের বেরিয়ে যাওয়ার ফাঁকফোকর রাখা আছে। কারণ, ইচ্ছাকৃত খেলাপি নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ব্যাংকের হাতে। এর ফলে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীসহ সমাজের বিগশর্টদের অনেকে ছাড় পেয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, প্রভাবশালীদের জোর তদবিরের মুখে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় অনেক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের কঠোর হওয়া কঠিন হবে। এজন্য ব্যাংক চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ পুনর্গঠন বা নবায়ন করে ছাড় দিতে পারবে। মূলত এ সুযোগ বন্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে সার্কুলারের মধ্যে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দিতে হতো। মোদ্দা কথা, ইচ্ছাকৃত খেলাপির সংজ্ঞায় যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান পড়তে যাচ্ছেন তাকে নতুন ঋণ দিয়ে কিংবা ঋণ পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া যাবে না। সম্ভাব্য ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বাঁচাতে ব্যাংক বড় ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গ্রাহকদের খেলাপি ঋণ বিশেষ ব্যবস্থায় নবায়ন বা নতুন ঋণ দিয়ে নবায়ন করার সুযোগ করে দিতে পারে। এতে খেলাপি ঋণ আদায় বাধাগ্রস্ত হবে। তবু ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের শনাক্ত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা ইতিবাচক। ব্যাংক বড়দের ছাড় না দিলে তারাও এর আওতায় পড়বেন।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে বলা হয়েছে, এখন থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হলে তিনি বা ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা বিমান ভ্রমণ করতে পারবেন না। তারা নিজ নামে সিটি করপোরেশন থেকে কোনো ট্রেড লাইসেন্স নিতে পারবেন না। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক অ্যান্ড কোম্পানিজ ফার্মস থেকে কোনো কোম্পানির নিবন্ধন পাবেন না। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকেও কোনো কোম্পানির শেয়ার ছাড়া বা বন্ড ইস্যুর অনুমোদন পাবেন না। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের তালিকা চূড়ান্ত করার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওইসব তালিকা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোয় পাঠাবে। আইন অনুযায়ী ওইসব দপ্তর ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের সংশ্লিষ্ট সেবাদানে বিরত থাকবে।

এতে আরও বলা হয়, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংক গাড়ি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, জমি ইত্যাদি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ প্রচলিত আইন অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিরা গাড়ি, বাড়ি, জমি বা ফ্ল্যাটের নিবন্ধন করতে পারবেন না। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিরা কোনো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা সম্মাননা পাবেন না। কোনো ইচ্ছাকৃত খেলাপি তার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করার পর ৫ বছর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারবেন না। কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে গণ্য হলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত

আইন মেনে তার পরিচালক পদ শূন্য ঘোষণা করতে পারবে বা তাকে অপসারণ করতে পারবে। সার্কুলারে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পর ওই তালিকার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আপিল না করলে বা তার করা আপিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে গৃহীত না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহকের কাছে সমুদয় পাওনা ফেরত চেয়ে ২ মাসের নোটিশ দিতে পারবে। নোটিশ প্রদানের দুই মাসের মধ্যে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ওই গ্রহীতার বিরুদ্ধে আদালতে ফৌজদারি মামলা করতে পারবে। এ মামলা করা হলেও ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতে দায়ের করা মামলার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে না, চলমান থাকবে।

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির তালিকা প্রতি ত্রৈমাসিকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অডিট কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে। কমিটি এতে মতামত বা সিদ্ধান্তসহ পর্ষদে উপস্থাপন করবে। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একটি টীকা আকারে তা প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, ঋণখেলাপিদের সুদ মওকুফ করার সুযোগ থাকলেও ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের কোনো ঋণ বা এর সুদ মওকুফ করা যাবে না। কোনো ইচ্ছাকৃত খেলাপির ঋণ হিসাব অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিনতে পারবে না। এই ঋণ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা ওই প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চি□ত হবেন। সার্কুলারে বলা হয়, কোনো ব্যাংক ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি সংক্রান্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা এবং অনধিক ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হবে। এরপরও লঙ্ঘন অব্যাহত পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত হিসাবে কমপক্ষে ১ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হবে। এত বলা হয়, ব্যাংক কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপি শনাক্ত ও চূড়ান্তকরণের পর এ সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে (সিআইবি) পাঠাতে হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে সিআইবিতে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসাবে চি□ত করা হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির সংজ্ঞা হিসাবে সার্কুলারে বলা হয়েছে, নিজের, তার পরিবারের সদস্যের, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির অনুকূলে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ, অগ্রিম, বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা এর অংশ বা এর ওপর আরোপিত সুদ বা মুনাফা তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ করা না হলে তিনি ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হবেন।

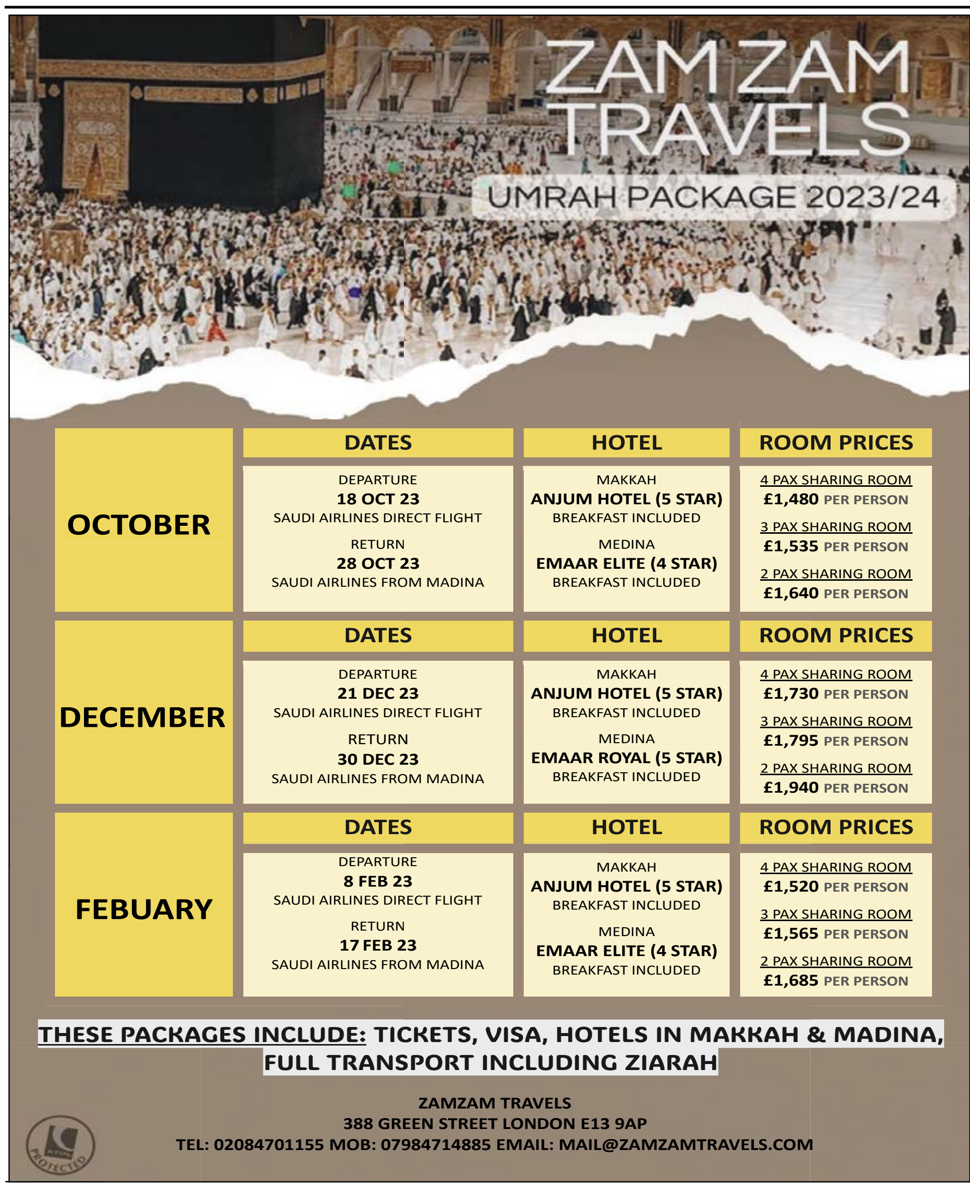

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

খোশ আমদেদ মাহে রমজান

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের বাণী নিয়ে বিশ্বের মুসলমানদের দুয়ারে আবারও উপস্থিত হয়েছে পবিত্র রমজান। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলমানরা এ তিন ধাপে ইবাদত-বন্দেগি করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রশান্তি লাভ করবেন। সারা বছর জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে তারা যে পাপ করেছেন, তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার মোক্ষম মাস হলো এ রমজান। সিয়াম সাধনার দ্বারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তারা যে নাজাতের পথ খুঁজবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। হাজার রজনির শ্রেষ্ঠ রজনি লাইলাতুল কদর রমজানকে করেছে বিশেষভাবে মহিমান্বিত। এ রাতেই রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল করেন। কুরআনের শিক্ষা হলো বিশ্বাসী মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে অশেষ কল্যাণ দান করা। কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মসংযমের এ মাসে তাই মানুষ আল্লাহর প্রদর্শিত পথে চলার ওয়াদা করেন, তাদের সবরকম গুনাহ্ মাফ করে দেওয়ার জন্য আকুল প্রার্থনা করেন। এ মাসে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কঠোর ত্যাগ, ধৈর্য, উদারতা ও সততা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

রমজানে একশ্রেণির মানুষ সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনের পরিবর্তে ভোগবিলাসে মেতে ওঠে। সম্পদশালীদের ভেতর চলে ইফতার পার্টির প্রতিযোগিতা। অথচ ভোগবিলাস ও যথেচ্ছাচার ত্যাগ করে সহজ, সুন্দর ও অনাড়ম্বর জীবনাচারে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় পবিত্র রমজানে। সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদেরও দায়িত্ব রয়েছে গরিবদের পাশে দাঁড়ানোর। গরিব-দুঃখীদের বিপদে তাদের সহায়তা দান রমজানের শিক্ষা। এ মাস মুসলমানদের জন্য আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতির সুযোগ এনে দেয়। এমন এক মাসে দেশের সব মুসলমান ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির আদর্শকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হবেন-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বেইলি রোড আগুনের দোষটা কার

নঈম নিজাম

সবকিছুর দাম বাড়ছে, মানুষের জীবন ছাড়া। বেইলি রোডের ভয়াবহ আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর দায় কার? ভবন মালিক, রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, ফায়ার সার্ভিস, রাজউক? নাকি আমাদের পুরো সিস্টেমের? কমবেশি সবার অবহেলার নিষ্ঠুর খেসারত দিতে হলো। কোনোভাবে এত মৃত্যু, এত আগুন মেনে নিতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।" দোজখের আগুনের বিভীষিকা দুনিয়ার মানুষকে দেখতে হলো। অসহায় নারী ও শিশুর আর্তনাদ শোনার কেউ ছিল না। ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার করল ৭৫ জনকে। বেঁচে থাকার আনন্দ দেখেছি তাদের চোখে-মুখে। মৃত্যু ও জীবনকে পাশাপাশি দেখেছে তারা। হয়তো সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে, এমন নরক যন্ত্রণা মানুষের জীবনে যেন আর না আসে। শুক্রবার ছুটির দিনে স্বজনহারাদের আহাজারিতে ভারাক্রান্ত ছিল ঢাকা মেডিকেল। জীবিতরা বাকি জীবন বাঁচবে শুধুই অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। ঘুমের ঘোরে তাদের চোখে ভাসবে আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখা ছুটে আসছে। সন্তানহারা বাবা-মায়েরা বয়ে বেড়াবেন নিষ্ঠুর স্মৃতি। তাদের চোখের জলের স্রোত কোনো দিন থামবে না। অসহ্য একটা কষ্ট সারা জীবন বয়ে বেড়াবেন। একটি পরিবারের পাঁচ সদস্য খেতে গিয়েছিলেন। আগুনে পুড়ে মারা গেলেন সবাই। ইতালি যাওয়ার কথা ছিল তাদের। পাসপোর্ট পড়ে আছে। তাদের আর যাওয়া হবে না ইতালি। অবুঝ সন্তানের খাওয়ার বায়না মেটাতে দুই সন্তানকে নিয়ে মা গিয়েছিলেন রেস্টুরেন্টে। কেউই আর ফিরলেন না। বুয়েটের দুজন মেধাবী ছাত্রছাত্রী মৃত্যুবরণ করল। তারাও গিয়েছিল অন্য সবার মতো। সাংবাদিকতায় আসা মেয়েটিও আর ফিরবে না সহকর্মীদের মাঝে। স্বপ্নগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুকভাঙা কষ্ট নিয়ে সন্তান হারানো বাবা-মায়েরা সারা জীবন অপেক্ষা করবেন। তাদের সন্তানরা আর ফিরবে না। কবি রফিক আজাদ লিখেছেন, ... "পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে।" একদিন আমরা কেউই থাকব না। চলে যাব এই দুনিয়া থেকে। তারপরও আগুনে পুড়ে এই অস্বাভাবিক মৃত্যু কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না। মেনে নেওয়া যায় না। এভাবে এতগুলো মানুষকে কেন আগুনে পুড়ে চলে যেতে হবে চিরতরে? কোন অনিয়মের ফাঁদে সর্বনাশ হলো অর্ধশত পরিবারের? এই ভয়াবহতার দায় কার?

জনঅরণ্যর ইটপাথরের নিষ্ঠুরতার এই শহরে বারবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে। আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখা কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন। তারপরও কেউ কোনো শিক্ষা নেয় না। প্রথম কিছুদিন কথা হয়। হইচই হয় কমবেশি। তারপর সবাই নিয়ম-অনিয়মের বেড়াজালে ভুলে যায় সবকিছু। পুরান ঢাকার বছর বছর আগুন দুর্ঘটনা কাউকে শিক্ষা দেয়নি। দুর্ঘটনা রোধে বাড়েনি মনিটরিং। ভবন মালিক, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, রাজউকের অতি লোভ সব শেষ করে দিচ্ছে। যত্রতত্র বহুতল ভবনের নামে গড়ে উঠছে অগ্নিকূপ। ১০ থেকে ৪৫ তলার অনুমতি মিলছে পরিবেশ বিবেচনা না করেই। নিয়মনীতির বালাই নেই। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা নেই। দায়িত্ববানদের অনিয়মে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। বেইলি রোডের আগুনে পোড়া ভবনে কোনো ফায়ার এক্সিট ছিল না। ত্রুটি ছিল বিভিন্ন তলায়। মানুষের বেরোনোর পর্যাপ্ত পথ ছিল না। যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন তারাও বিরানি আর ভাত বিক্রি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মানুষের জীবন নিয়ে ভাবেননি। নিজেদের রক্ষার কথাও চিন্তা করেননি। হিংসার দুনিয়াতে সবার সবকিছু আছে। শুধু মানুষকে রক্ষার কথা ভাবেন না কেউ। ব্যবসার সঙ্গে নেন না নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। মনিটরিংয়ের দায়িত্বরত সংস্থাগুলোর লোকজন পয়সা পেলেই চলে। কোনো কিছু দেখার প্রয়োজন মনে করে না। পরিবেশের ছাড়পত্র প্রদানকারীরা কোথাও যান না। রাজউকের কোনো ভালো কাজের সুনাম নেই। নির্মাণাধীন ভবনে তারা যান তোলা তুলতে। মানুষকে হয়রানি করতে। ভবন মালিকরাও থাকেন জোড়াতালিতে। অস্বস্তিকর পরিবেশ কেউ দূর করে না। দায় সবাইকে নিতে হবে। অনুমতি প্রদানকারী সিটি করপোরেশনকেও।

বেইলি রোডের ঘটনার রেশ ধরে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। জানি দুই দিন পর সবাই সব ভুলে যাবে। তদন্ত কমিটি লোকদেখানো একটা রিপোর্ট দেবে। ভবন মালিক কমবেশি দায়ী হবে। রাজউক, পরিবেশ অধিদফতর, সিটি করপোরেশন আড়াল হবে। রেস্টুরেন্টের অনুমতি প্রদানকারীদের ব্যর্থতা, অনিয়মে জড়িত থাকার রিপোর্টও হারিয়ে যাবে। অতীত ভীষণ নিষ্ঠুর। বঙ্গবাজার, চুড়িহাট্টা, নিমতলীর বিভীষিকার রেশ এখনো কাটেনি। পুরান ঢাকার বাসাবাড়ি থেকে কেমিক্যাল গোডাউন এখনো পুরোপুরি উচ্ছেদ হয়নি। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। মনিটর করার কেউ নেই। আর নেই বলেই ঢাকাজুড়ে বাণিজ্যিক ভবন আর পুরাতন মার্কেটগুলোর বেহাল দশা। সবাই ভবন গড়েন, ব্যবসা-বাণিজ্যর জন্য ভাড়া দেন, নিয়ম মানেন না। সিটি করপোরেশন কোনো কিছুর খবর রাখে না। রেস্টুরেন্ট অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের। পরিবেশ অধিদফতর দিয়েছিল ছাড়পত্র। কী করে সবাই অনুমতি দিলেন? তাজরীন গার্মেন্ট, রানা প্লাজা বড় শিক্ষা দিয়েছিল। তারপরও কেউই ঠিক হননি। সেই দিন একজন বললেন, মিডিয়ার বহর নিয়ে সিটি করপোরেশন খাল উদ্ধার অভিযানে নামে। দাবি করে খাল উদ্ধার করেছি। কিছুদিন পর দেখা যায় সেই খাল আবার দখল হয়ে গেছে। কেন এমন হয়? খাল উদ্ধারের পর সিটি করপোরেশন একটা হাঁটাপথ অথবা যান চলাচলের মতো সড়ক তৈরি করলে চিরতরে বন্ধ হয় দখল। এ কাজটি তারা করতে পারে না। বছর বছর লোকদেখানো উদ্ধার অভিযান করে সাময়িক বাহবা নেয়। তারপর সব আগের মতো হয়ে যায়।

বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। এগিয়ে যাবে। উন্নয়নের ঝড়োগতি দেশকে নতুন মাত্রা দিয়েছে বিশ্বে। এখন প্রতিষ্ঠানের পেছনের মানুষগুলোর পরিবর্তন জরুরি। মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট থাকলে চলবে না। মানুষকে রক্ষা করতে হবে। শহরকে বাঁচাতে হবে। যেখানে-সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। আশপাশের পরিবেশ, আগুন নেভানোর ব্যবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে। বড় দুর্ঘটনার পর জানতে পারি সেই গাড়ির ফিটনেস ছিল না। ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় সেই হাসপাতাল এতদিন চলেছিল অনুমোদন ছাড়া। ভয়াবহ আগুনে মৃত্যুর মিছিলের পর খবর বের হয় ভবনের নকশার ত্রুটি ছিল। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা ছিল না। দুর্ঘটনার আগে কোনো কিছু বের হয় না। জানি আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ। তারপরও নিয়ম বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়। দূষণমুক্ত শহর গড়া অসম্ভব নয়। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া মানুষ দরকার। যা আমাদের এখন কম রয়েছে।

নিয়ম সঠিকভাবে তৈরি হলে সবাই মানবে। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো হলে চলবে না। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দরের একটি দুবাই। ২৪ ঘণ্টা মানুষের ঢল লেগেই থাকে। দুবাই থেকে সারা দুনিয়াতে যাওয়া যায়। অথচ সেই বিমানবন্দরের বাথরুমগুলো সব সময় ঝকঝকে তকতকে থাকে। কী করে সম্ভব? কোনো রহস্য নেই এখানে। শুধু রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা সারাক্ষণ কাজ করছেন নীরবে। কোনো ঝামেলা নেই। উচ্চবাচ্য নেই। যার যার কাজ করে বাড়ি ফিরছেন। কেউ কাউকে দোষারোপ করছেন না। শাহজালালের সাধারণ বাথরুমগুলোতে যাওয়ার পরিবেশ নেই। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর কথা না-ই বললাম। এখানেও রক্ষণাবেক্ষণে লোক আছে। তারা তাদের কাজ করে না ঠিকভাবে। অথচ এ মানুষগুলো বিদেশ গিয়ে একই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছে। বাংলাদেশে মনিটরিং নেই বলেই সমস্যা হচ্ছে। অন্য কিছু নয়। সঠিকভাবে সবকিছুর মনিটরিং হলে মানুষের মনভাবনায় পরিবর্তন আসবে।

মানসিকতার পরিবর্তন না আনলে সমস্যা থেকেই যাবে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশে সমস্যার অভাব নেই। নিয়ম না মানলে সমাধান আসবে না। সেবা খাতগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। সারা দুনিয়াতে বড়দিন, ঈদ, পূজা-পার্বণে জিনিসপত্রের দাম কমে। ছাড় দেন ব্যবসায়ীরা। লাভ করেন কম। আমাদের ব্যবসায়ীরা হাঁটেন আরেক পথে। ধর্মীয় উৎসবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেন। রমজান এলে লম্বা টুপি লাগিয়ে মুনাফা লুটেন। বুট, খেজুর, চিনি, তেল, লবণের দাম হুট করে বেড়ে যায়। এভাবে মানুষকে জিম্মি করা ব্যবসায়ীরা ভাবেন না এই ভন্ডামির কারণে ইহকাল পরকাল সব যাবে। দুনিয়া আখেরাত বরবাদ হবে। তারা ভুলে যান সৃষ্টিকর্তা ওপর থেকে সব দেখছেন। পবিত্র কোরআনে বলা আছে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেবুঝে সত্যকে গোপন করো না (সুরা আল বাকারা, আয়াত ৪২)। শরীরের সব খানে ক্ষত থাকলে মলম কত স্থানে লাগাবেন? এই দেশের হাসপাতালে চিকিৎসক ইউটিউব দেখে খতনা করান। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কিছু মানুষ কাজ করার সুযোগ পেলে মগের মুল্লুক বানিয়ে ফেলেন। ব্যাংকের রক্ষক হয়ে ওঠেন ভক্ষক। ঠিকাদার কাজ পেয়ে বাজে নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করেন। মনিটরিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী কমিশন নিয়ে লিখে দেন সব ঠিক আছে। মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করা হাসপাতালগুলো এখন ব্যবসার আখড়া। সরকারি হাসপাতালের কেনাকাটার পুরোটাই ফাঁকি। বেসরকারি হাসপাতালে হয় শুধুই ব্যবসা। নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে আল্লাহর ফেরেশতা কাউকে সোজা করতে পারবে না।

উন্নত সমৃদ্ধির পথে হাঁটা এই বাংলাদেশকে ঠিকভাবে ধরে রাখতে মেশিনের পেছনের মানুষগুলোকে ঠিক হতে হবে। সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াটা গড়েছেন সুন্দর ও স্বাভাবিকতার জন্য। যুদ্ধবাজ, হিংসুটে মানুষ দুনিয়াটাকে অস্বাভাবিক করে রেখেছে। ১৮ কোটি মানুষের দেশ এমনিতে শত সমস্যায় জর্জরিত। নাগরিক ও ব্যক্তি সচেতনতা না বাড়লে রাষ্ট্রযন্ত্র হবে আরও অসহায়। চারপাশের সমস্যা দেখলে আমরা ভেঙে পড়ি। ভাবনায় আসে কোনো দিন কিছু স্বাভাবিক হবে না। শত সংকটেও বাঁচতে হয় আশার আলো নিয়ে। বাস্তবতায় থাকতে হবে। লোভকে বিসর্জন দিতে হবে। আলোর পথ খুঁজে নিতে হবে। সামাজিক সংকটগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা তৈরি করতে হবে। সেবা খাতগুলোকে আনতে হবে শৃঙ্খলায়। সেবা খাতে সমস্যা থাকলে ঝামেলার অবসান হবে না। অনিয়মে বারবার ঘটবে দুর্ঘটনা। মানুষের জীবন যাবে। প্রাণহানি বাড়বে। তাজরীন গার্মেন্ট ও নিমতলী, চুড়িহাট্টা, সজিব ফ্যাক্টরি, বনানীর মতো দুর্ঘটনা আলোড়ন তুলবে। কোনো কিছুর স্থায়ী সমাধান আসবে না। মালিকরা বীমা পাবেন। নিরীহ শ্রমিকরা প্রাণ হারাবেন। পরিবার নিঃস্ব হবে। অতি লাভ, অতি লোভ আর নয়। সচেতনতা, সতর্কতা বাড়াতে হবে।

সবকিছু এক দিনে ঠিক হবে বলছি না। সময় লাগবে। নেতিবাচক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আলোর পথ খুঁজতে হবে। নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনীতে লেখা একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আফ্রিকান ঝোসা সম্প্রদায়ের বিখ্যাত কবি স্যামুয়েল এমখাওয়ারি একবার সংসারবিবাগি হলেন। তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন দূরে কোথাও। বাউন্ডুলে এই কবি এক বছর পর বাড়ি ফিরলেন। দেখলেন তার স্ত্রী কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছেন। বাড়ি ত্যাগের সময় স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন বলে তার মনে পড়ছিল না। তাই সন্তানের খবর শুনে বিস্মিত হলেন। শুধু বিস্ময় নয়, ক্ষুব্ধও হলেন। তীব্র ক্ষোভ থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন শিশু ও তার মাকে খুন করবেন। সবকিছু শেষ করে দেবেন চিরতরে। ভোজালি হাতে প্রবেশ করলেন বেডরুমে। চোখে-মুখে আগুনের ফুলকি। শিশুর দিকে তাকালেন খুনির চোখে। দেখলেন ফুটফুটে শিশুটি তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে। কবি খেয়াল করলেন শিশুটি হুবহু তার চেহারা পেয়েছে। নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠলেন। তারপর শিশুটির দিকে তাকালেন অপার বিস্ময়ে। বললেন, ও জিনজিলে! তুমি ভালোভাবে এ পৃথিবীতে এসেছো? স্যামুয়েল এমখাওয়ারি শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। কোলে নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কবিতার ছন্দে শিশুটির নাম রাখলেন জিনজিশওয়া। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসা এক মানব শিশু।

মোবাইল কোর্ট বসিয়ে সাংবাদিককে কারাদণ্ড দেয়ায় নিন্দা-উদ্বেগ

ঢাকা, ১২ মার্চ : তথ্য চেয়ে আবেদন করার জেরে দেশ রূপান্তর-এর শেরপুর জেলার নকলা উপজেলা প্রতিনিধি শফিউজ্জামান রানাকে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় নিন্দা ও উদ্বেগ জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ।
সোমবার এক বিবৃতিতে সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে এই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পরিষদ সভাপতি মাহফুজ আনাম ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, এভাবে অবাধ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ নষ্ট ও গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করছে সম্পাদক পরিষদ।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় কেনা কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) কার্যালয়ে আবেদন করেন শফিউজ্জামান রানা। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ই মার্চ মঙ্গলবার দুপুরে এই তথ্য না পাওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে ইউএনও মোবাইল কোর্ট বসিয়ে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়ে জেলে পাঠান। এরপর নথি দিতে দেরি করে তার জামিনের পথ বিলম্বিত করা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, মোবাইল কোর্ট বসিয়ে একজন সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানোর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের চিরায়ত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যেখানে যেকোনো অপরাধে জামিন পাওয়া ন্যুনতম আইনি অধিকার, সেখানে তা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করছি- মোবাইল কোর্ট আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া ছাড়াই একতরফা শাস্তি দেয়ার সুযোগ করে দেয়। আসামিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার পর একপক্ষীয় জেরার মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। ফলে এ আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার পর একজন ব্যক্তিকে অবধারিতভাবে কারাগারেই যেতে হয়।
মুক্তমত ও মুক্ত গণমাধ্যমের স্বার্থে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর মোবাইল কোর্ট আইন প্রয়োগ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আমরা গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর এ আইনের ব্যবহার এই মুহূর্তে বন্ধের দাবি জানাচ্ছি। একইসঙ্গে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ও ব্যক্তিস্বার্থে যারা এই আইনের চরম অপব্যবহার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাচ্ছি।
তথ্য কমিশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং কমিশনের তদন্তে প্রকৃত ঘটনা বের হয়ে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আশা করি বিলম্বে হলেও সংশ্লিষ্টদের শুভ

সংকটেও বাড়ছে প্রকল্প, কাটছাঁট ১৮ হাজার কোটি টাকা

ঢাকা, ১২ মার্চ : সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার কমছে ১৮ হাজার কোটি টাকা। যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে না পারার পুরনো ব্যর্থতা নিয়েই এই অর্থ এডিপি থেকে কেটে নেয়া হচ্ছে। তাতে সব মিলিয়ে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিলের ১ লাখ ৬১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬৫ দশমিক ৯২ শতাংশ। এ ছাড়া বৈদেশিক সহায়তা থেকে ৮৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বা ৩৪ দশমিক ০৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে মূল এডিপি থেকে কাটছাঁট করা হচ্ছে ১৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিলের সাড়ে ৭ হাজার কোটি এবং বৈদেশিক সহায়তা থেকে সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা বাদ যাচ্ছে। তবে বরাদ্দ কমলেও বাড়ছে প্রকল্প সংখ্যা। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় এই খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়। আজ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে আরএডিপি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।
রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী ও এনইসি চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৫টি সেক্টরের আওতায় প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে ২ লাখ ২৩ হাজার ৬২৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। এ ছাড়া ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাতে মোট বরাদ্দ হচ্ছে ৩ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা এবং বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা খাতের থাকছে ১৮ হাজার ৫৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। এসব মিলে মোট বরাদ্দ দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি এই হিসাবের বাইরে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে ৯ হাজার ৩৯১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। সবমিলিয়ে হিসাব করলে মোট সংশোধিত এডিপি'র আকার হবে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৯১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি বরাদ্দ ১ লাখ ৬৯ হাজার ৭০২ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তার ৮৪ হাজার ৬৮৯ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।
বর্ধিত সভা সূত্র জানায়, ৫৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সংশোধিত এডিপিতে সরকারি তহবিলের ক্ষেত্রে ৩৬টির বরাদ্দ কমছে। ২টির বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে এবং ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বরাদ্দ বেড়েছে। এদিকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া ১০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ যথাক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
বর্ধিত সভায় জানানো হয়, চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দসহ মোট প্রকল্প থাকছে ১ হাজার ৪৮৮টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ ১ হাজার ৩৩৮টি, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ৩৫টি, কারিগরি সহায়তা ১১৫টি। তবে মূল এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা আছে ১ হাজার ৩৪০টি।
এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের এক কর্মকর্তা জানান, চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে বেশকিছু বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। এগুলো হলো- দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প, সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প এবং বৈদেশিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প। এ ছাড়া পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নগর ও পল্লী অবকাঠামো, তথ্য ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রকল্প অগ্রাধিকার পেয়েছে। আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের চেয়ে চলমান প্রকল্প শেষ করার ওপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)
SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA | Maestro | MasterCard
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS
Open 7 days: 9am-till late
17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

সিলেট আওয়ামী লীগে যে বিভক্তি

সিলেট ডেস্ক: গত বছরের শুরুতেই সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কে হচ্ছেন- সেটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বৃটেন থেকে নিয়ে আসা হয় মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে। আর নির্বাচনের পূর্বে সিলেটে পা দিয়েই কণ্টকাকীর্ণ পথে হাঁটা শুরু করেন তিনি। দলীয় সমর্থন প্রত্যাশীদের ভেতরে চাপা ক্ষোভ। তখন আনোয়ার কাছে পেলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল ও নগরের সহ-সভাপতি বিজিত চৌধুরী সহ হাতেগোনা কয়েকজন নেতাকে। মাঠ তার উলটো। আওয়ামী লীগকে তার সঙ্গে আনাই ছিল চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ উতরালেন আনোয়ার। হলেন মেয়র। নির্বাচনের আগে থেকেই সিলেট আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ছাত্রলীগের জেলা ও নগর কমিটি গঠন নিয়ে বিভক্তি ছিল।

এই বিভক্তিতে একদিকে ছিলেন শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, এডভোকেট রনজিত সরকার, বিধান কুমার সাহা সহ কয়েকজন নেতা। আর জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিল বিপরীত দিকে। ওই অংশে অবস্থান ছিল জেলার সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী, নগর সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমদ, জেলার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খানের। অবস্থান স্পষ্ট ছিল না নগর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেনের। আনোয়ার সিলেটে নামার পর দিনে দিনে সেই বিভক্তি কিছুটা হলেও কমে গিয়েছিল। সিটি নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ ছিল আওয়ামী লীগ। আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে ভোটের মাঠে নামেন। পরবর্তীতে সংসদ নির্বাচনেও একই ধারা বিদ্যমান ছিল। সংসদ নির্বাচনে জেলার সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী, নগর সভাপতি মাসুকউদ্দিনের পক্ষে ভোটের মাঠে সক্রিয় ছিলেন মেয়র আনোয়ার। সিলেট-২ ও সিলেট-৫ আসনে গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। আর নিজের একান্তজন হিসেবে শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, হাবিবুর রহমান হাবিব ও এডভোকেট রণজিত সরকারের পক্ষে ভোটের মাঠে প্রচারণা সহ সার্বিক বিষয় মনিটরিং করেন আনোয়ার। নির্বাচনে চমক দেখালেন নাদেল ও রণজিত। দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হলেন হাবিব। মনোনয়নপ্রাপ্তি সহ এই তিনজনের জয়ের নায়ক ধরা হচ্ছে মেয়র আনোয়ারকে। সিলেট-২ আসনে দ্বিতীয় বারের মতো সংসদ নির্বাচিত হয়ে আরও বেশি চমক দেখালেন জেলার সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। গত ২রা মার্চ সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীকে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। আর এই সংবর্ধনা থেকে নতুন করে বিভক্তি দেখা দিয়েছে সিলেট আওয়ামী লীগে।

সিলেটের নেতারা জানিয়েছেন- সংবর্ধনাস্থলে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, হাবিবুর রহমান এমপি, রণজিত সরকার এমপি সম্মান পাননি। তাদেরকে বক্তব্য দিতে না দিয়ে তড়িঘড়ি করে সংবর্ধিত অতিথি ও প্রধান অতিথির বক্তব্য দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে মঞ্চেই জেলার সভাপতি ও প্রতিমন্ত্রীকে বিষয়টি জানান মেয়র আনোয়ার। এতে কোনো সূরাহা না মেলায় মঞ্চেই তিনি উচ্চস্বরে জেলার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খানকে উদ্দেশ্যে করে কিছু কথা বলেন। তবে; ওই সময় নীরবতা পালন করেন নাসির উদ্দিন খান। এ ঘটনার পরপরই ছাত্রলীগের রণজিত বলয় পরিচিত নেতারা সমাবেশস্থলে চেয়ার ভাঙচুর করে চলে যান। নেতারা জানান- ঘটনার পর থেকে সিলেট আওয়ামী লীগে বিভক্তি বেড়েছে। এর প্রমাণ মিললো গত ৬ জানুয়ারি সিলেট সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেনকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ওই সভায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, হাবিবুর রহমান হাবিব এমপি, এডভোকেট রণজিত সরকার এমপি উপস্থিত হওয়া ছাড়াও বক্তব্যও রাখেন।

তবে অনুষ্ঠানে নগর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন ছাড়া জেলা ও নগরের শীর্ষ নেতারা যাননি। পরে অবশ্য জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের নেতারা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে জেলার সভাপতি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, নগর সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমদ ও জেলার সাধারণ সম্পাদক, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খান সহ সিলেট আওয়ামী লীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের নেতারা জানিয়েছেন- পরপর দু'টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে সিলেট আওয়ামী লীগে নতুন করে বিভক্তি বেড়েছে। এমনকি কেউ কারও অনুষ্ঠানে অংশ নেননি। সিটির সংবর্ধনায় যাননি জেলা ও নগরের নেতারা। আর জেলা ও নগরের নেতাদের ওখানে যাননি নাদেল, আনোয়ার সহ অপর অংশের নেতারা। এর ছাপ এসে পড়ছে যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ অঙ্গ-সংগঠনে। সংবর্ধনার পর থেকে নতুন করে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী ও মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতে এটি আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন নেতারা। আর দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এমপি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন খানের বিরোধ অনেক পুরনো। এই দু'নেতা ছাত্রলীগ থেকে একে- অপরের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। এখন আওয়ামী লীগে এসেও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে আগের মতোই। পুরনো বিরোধ নতুন করে তাদের দলীয় কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন নেতারা।

সিলেটে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে প্রবাসীর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে হঠাৎ মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে কাতার প্রবাসী এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গত ৩ মার্চ রোববার দুপুরে নগরের জেল রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম বাদশা আহম্মদ (৪৭)। তিনি নগরের দক্ষিণ সুরমার খোজারখলা এলাকার মছব্বির আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, জেল রোড এলাকায় আক্তার খিচুড়ি অ্যান্ড চা স্টলের সামনে বাদশা পানি খেয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা পুলিশের সহায়তায় তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেট সিটি করপোরেশনের ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তাকবির ইসলাম পিন্টু বলেন, 'বাদশা আহম্মদ সম্প্রতি কাতার থেকে ফিরেছেন। রোববার সকালে জেল রোড এলাকায় হঠাৎ করেই তিনি রাস্তায় পড়ে মারা গেছেন। এ বিষয়ে তাঁর পরিবারের কোনো অভিযোগের কথা তিনি শুনেননি।'

মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন বলেন, 'পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই হস্তান্তর করা হয়েছে।'

আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?

Community Development Initiative — Advancing to the next level

Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.

We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

সিলেটে সড়কের দৃশ্য বদলায় না

সিলেট ডেস্ক: সিলেটের ফুটপাথ এখন দখলমুক্ত। হকাররা মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর কথা শুনে চলে গেছেন পুনর্বাসন স্থান হকার মার্কেট মাঠে। তবুও থেমে নেই সিটি করপোরেশনের কাজ। ফুটপাথ হকারমুক্ত রাখতে চলছে সাঁড়াশি অভিযান। সিলেট নগরের হকার ছাড়া সড়কে ফুটে উঠেছে ভিন্ন চিত্র। যানবাহনে নেই কোনো শৃঙ্খলা। স্ট্যান্ডে গাড়ি বেড়েছে। এবড়ো-থেবড়ো রাখা যানবাহনের কারণে যানজট প্রকট আকার ধারণ করেছে। নগরের সড়কে এখন শৃঙ্খলা ফেরানো ট্রাফিক পুলিশের কাজ। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ এখনো ঘুমে।

গত ১১ মার্চ পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। তবে ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন; যেহেতু ফুটপাথ দখলমুক্ত হয়েছে সেহেতু শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। সিলেটের যানজট ও শৃঙ্খলার প্রধান অন্তরায় ছিল হকাররা। বিগত দুই যুগ ধরে এই অভিযোগ ছিল নির্বাচিত নগর পিতাদের বিরুদ্ধে।

এবার মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ক্ষমতা গ্রহণের পর অভিযোগটি আরও শক্ত হয়। এ নিয়ে এন্তার সমালোচনার মুখোমুখি ছিলেন মেয়র আনোয়ার। তবে, কথা রেখে কাজও করেছেন তিনি। রোববারই সিলেটের প্রায় ৫ হাজার হকারকে পুনর্বাসন করেছেন হকার মার্কেট মাঠে। হকারবিহীন নগরে ভিন্ন চিত্র এখন সিলেট নগরে। রাতের দৃশ্যপট ছিল আকর্ষণীয়। এতে প্রশংসায় ভাসছেন মেয়র আনোয়ার। কিন্তু সকাল হতেই নগরের ভিন্ন চিত্র। নগরে ফের যানজট। রমজানের বাজারের সড়কে ছিল চরম বিশৃঙ্খলা। নগরের প্রায় পয়েন্টে ছিল যানজট।

বিষয়টি নিয়ে সোমবার দুপুরে সিলেট চেম্বার মিলনায়নে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন চেম্বার সভাপতি তাহমিন আহমদ। সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রথমে ধন্যবাদ জানান মেয়র আনোয়ারুজ্জামানকে। একই সঙ্গে দোকানের সামনে ফুটপাথে যাতে হকাররা না বসতে পারে সে কারণে ব্যবসায়ীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। চেম্বার সভাপতি বলেন; ফুটপাথ দখলমুক্ত হওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে রিকশা এবং সিএনজির দখলে গেছে রাস্তা। এতে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছে। তিনি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন- রিকশা ও সিএনজি দ্বারা যেন আবার রাস্তা ও ফুটপাথ যাতে দখল না হয়। সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য তিনি বিনীত আহ্বান জানান।

সিলেট সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে- বহুল প্রতীক্ষিত ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের পুনবার্সন কার্যক্রমের পর ফুটপাথ দখলমুক্ত ও যানজট নিরসন করতে অভিযান করেছে সিলেট সিটি করপোরেশন। সোমবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সিসিক'র পক্ষ থেকে সতর্ক করে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের নগরভবন লাগোয়া লালদিঘীর পাড়ের নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বলা হয়। নির্দেশ অমান্য করায় কয়েকজন ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীর থেকে নগদ অর্থ জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান গতকাল বিকালে মানবজমিনকে জানিয়েছেন- আমাদের কাজ হচ্ছে ফুটপাথ দখলমুক্ত করা। সেটি আমরা করছি। এখন অভিযান চালানো হচ্ছে। যারা ফুটপাথে বসবে বা বসছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ফুটপাথকে হকারমুক্ত রাখতে তাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন- আশা করা হচ্ছে হকার নিয়ে আর নগরে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। পুনর্বাসন স্থানে ক্রেতারা গেলে হকাররাও আর সড়কে আসবে না। এজন্য হকার মার্কেট মাঠে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে।

এদিকে- চলতি মাসে সিলেট মেট্রো বিআরটিএ'র এমআরটিসি এবং জেলা বিআরটিএ'র আরটিসি'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি বৈঠকে সিলেটের যানজট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। এবং যানজট কমাতে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে ট্রাফিক পুলিশকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিআরটিএ'র পক্ষ থেকেও অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। নগরবাসী বলছেন; সিলেট নগরে অর্ধশতাধিক অবৈধ স্ট্যান্ড রয়েছে। প্রতিটি স্ট্যান্ডে শ' শ' গাড়ি রাখা হয়। এই গাড়িগুলো রাখার ব্যাপারে কোনো শৃঙ্খলা নেই। ফলে স্ট্যান্ড এলাকায় এখন যানজট বেশি। বিশেষ করে পরিবহন শ্রমিকরা আইন মানছেন না। পাশাপাশি অবৈধ পার্কিংও বেশি। নগরজুড়ে অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে যানবাহন সড়কেই থাকছে। এ কারণে যানজট কমছে না বলে জানান তারা।

তবে সিলেট সিটি করপোরেশনের ট্রাফিক বিভাগের প্রধান ও উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান জানিয়েছেন- সিলেটের মেয়রের সঙ্গে কয়েক দিন আগে পুলিশের বৈঠক হয়েছে। নগরের শৃঙ্খলা ফেরানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ফুটপাথ দখলমুক্ত করা। ফুটপাথ খালি হওয়ার কারণে অসঙ্গতিগুলো দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন- নগরের সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ কাজ করা হবে।

এদিকে- নগরের যানজট নিরসন সহ ৫ দফা দাবিতে গতকাল মেয়র, সিলেটের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে সিলেট কল্যাণ সংস্থা সহ কয়েকটি সংস্থা। সংস্থাগুলোর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সিলেট কল্যাণ সংস্থার কার্যকরী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ এহছানুল হক তাহেরের নেতৃত্বে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সংস্থার সভাপতি জানান- নগরে যানজট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, দিনের বেলা অস্থায়ীভাবে অনুমোদনহীন বিভিন্ন এলাকায় পর্দা দিয়ে ঘেরা খাবার হোটেল বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ, ধর্মীয় প্রচার ছাড়া সবধরনের মাইকিং বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, ছবি সংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও বিজ্ঞাপন অপসারণ, সবধরনের নাচ, গান ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে বিরত থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
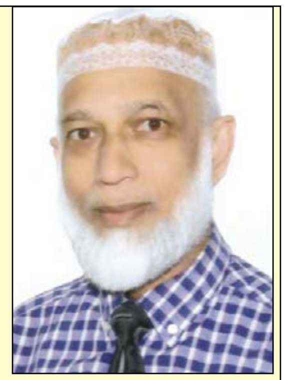
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
All Season Foods
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

লন্ডন ক্রিকেটলীগের সপ্তম গালা ডিনার ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

খালেদ মাসুদ রনি : লন্ডন ক্রিকেট লীগের সপ্তম গালা ডিনার এবং পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৬ মার্চ বুধবার রাতে হোয়াইচ্যাপলের ড্রিম ব্যাংকুইটিং হলে আয়োজিত অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন নাহিদ নেওয়াজ রানা। এবারে এলসিএলের ব্যবস্থাপনায় মিডিয়া কাপ ক্রিকেটসহ ৫ টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আবু ছুফিয়ান জিলান। পুরুস্কার বিতরনী পূর্বে সংগঠনকে গতিশীল করতে নতুন ৪ জন প্রেট্রন সংযোক্ত করা হয়। সংগঠনের চীফ প্রেট্রন ড.জাকির খান তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তারা হলেন, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, মনির আহমদ, তাফাজ্জল আলম, নাজিম উদ্দিন আহমদ।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খেলোয়ারদের হাতে পুরুস্কার তুলেদেন সাগির বক্স ফারুক, শেখ অলিউর রহমান, বশির আহমেদ, আব্দুস সামাদ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট সৈয়দ আহবাব হোসেন, শহিদুল আলম রতন, সংগঠনের চীফ এডভাইজার মুস্তাক আলী বাবুল, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, মনির আহমদ, তাফাজ্জল আলম, নাজিম উদ্দিন আহমদসহ অনেকে।লন্ডন ক্রিকেটলীগ ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন (৪০ ওভার) লন্ডন স্পরটিপ এবং রানার আপ এফএইচএস সিসি। লন্ডন ক্রিকেটলীগ ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন (টি২০) লন্ডন স্পরটিপ এবং রানার আপ ইউনাইটেড স্পোটিং ক্লাব। লন্ডন ক্রিকেটলীগ ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন (টি১০) এপেক্স সিসি এবং রানার আপ বিক্টোরিয়া পার্ক ক্রিকেট ক্লাব।মিডিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হয় চ্যানেল এস।

দ্য ওয়ান পাউন্ড হসপিটাল বিশ্বনাথের উদ্যোগে মতবিনিময়

দ্য ওয়ান পাউন্ড হসপিটাল বিশ্বনাথের উদ্যোগে কমিউনিটি ও দাতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ মার্চ রাতে হোয়াটচ্যাপলের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীর হল রুমে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারপার্সন ডাঃ সানুর আলী মামুন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর মোহাম্মদ আয়াছ মিয়া পরিচালনায় কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের ট্রেজার মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ। এতে আরো বক্তব্য রাখেন সংস্থার ট্রাস্টি আবুল হাসেম, ট্রাস্টি শাহ সোহেল আমিন, সংস্থার এডভাইজার ক্বারী আবদুল আহাদ, লন্ডন কো-অর্ডিনেটর মনির আহম্মদ, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর কবি শামসুল ইসলাম, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, ফাউন্ডার মেম্বার মোহাম্মদ সুলতান মিয়া, মাস্টার আমির উদ্দিন, ফারুক মিয়া, ক্বারী সাজ্জাদ মিয়া, গুলজার খান, আজম খান, রাজু মিয়া, আবদুস সালাম, হাবিবুর রহমান, সহিদ আলী, আলম শেখ, সালেহ আহমেদ, আশরাপ চৌধুরী, শরিফুল ইসলাম, খসরু মিয়া, লাল মিয়া, রফিকুল ইসলাম, শামীম তালুকদার, খালেদ মাসুদ রনি, রিপন মিয়া, রেজাউল করিম, মোহাম্মদ আলী, জহির উদ্দিন, সোহাগ আহমেদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সকল ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। উপস্থিতিদের মধ্যে থেকে ১০ জন ১ হাজার পাউন্ড করে দিয়ে ফাউন্ডার মেম্বার হওয়ার ঘোষনা দেন এবং মোহাম্মদপুর গ্রামের কৃতি সন্তান কবি শেখ সামসুল ইসলাম (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) তার পরিবারের পক্ষ থেকে ২০ ডিসিমল জমি হসপিটালে দান করার ঘোষনা দিয়েছেন। সংবাদ

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?

Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com

Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

গোলাপগঞ্জে হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে

গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটির যৌথ সভায় গোলাপগঞ্জে একটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তারা হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন, গোলাপগঞ্জের আশপাশে একমাত্র সিলেট ছাড়া ভালো কোনো হাসপাতাল না থাকায় অনেক রোগী উন্নত চিকিৎসাসেবা না পেয়ে পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করছেন। গোলাপগঞ্জে কোনো ব্লাড ব্যাংক, মৃতদেহ রাখার জন্য মর্গ সুবিধা না থাকাসহ বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করে শীঘ্রই একটি হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সভায় এই মহৎ কাজে সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

গত ৬ মার্চ, বুধবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে গোলাপগঞ্জ উপজেলা হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু। সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন উপদেষ্টা হাফিজ সহির উদ্দিন।

সভায় নবনিযুক্ত উপদেষ্টা এবং কো-অপ্ট কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হেলপিং হ্যান্ডসের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বর্তমান কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে উত্তর বাদেপাশা ইউনিয়নে মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং বাঘা ইউনিয়নে চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসাসেবায় উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। সভায় অতীতের মতো ভবিষ্যতে সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রমে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় সংগঠনের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটেনে অবস্থানরত গোলাপগঞ্জের সব নাগরিক এবং হেলপিং হ্যান্ডসের সদস্যদের নিয়ে যুগপূর্তি উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া রমজান প্রজেক্টে সবার অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

নবনিযুক্ত উপদেষ্টামন্ডলী বর্তমান কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে সমস্ত কার্যক্রমে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা শাজাহান চৌধুরী, উপদেষ্টা তছউর আলী, উপদেষ্টা মুজিবুর রহমান মুজিব, উপদেষ্টা হাফিজুর রহমান হাফিজ, উপদেষ্টা মকলু মিয়া, উপদেষ্টা রুহুল আমিন রুহেল, উপদেষ্টা আনোয়ার শাহজাহান, উপদেষ্টা পারভেজ কোরেশি, উপদেষ্টা আব্দুস সামাদ, উপদেষ্টা এনাম উদ্দিন আহমদ, উপদেষ্টা সিব্বির আহমেদ, উপদেষ্টা মাওলানা আশরাফ হোসেন, উপদেষ্টা আব্দুল হালিম চৌধুরী, উপদেষ্টা দেলওয়ার আহমদ শাহান, উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম নজরুল, উপদেষ্টা হাফিজ সহির উদ্দিন, উপদেষ্টা আকতার হোসেন বাবুল প্রমুখ।

সভায় নবনিযুক্ত কো-অপট সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আলম, সাবেক সভাপতি বেলাল হোসেন, মুর্শেদ আলম চৌধুরী রাহি, রোমান আহমেদ চৌধুরী, শিহাব উদ্দিন, আব্দুল লতিফ, জাকির হোসেন প্রমুখ। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ইকবাল হোসেন, মাহবুব হোসেন চৌধুরী ও দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম সামুন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলী হোসেন, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, ক্রীড়া সম্পাদক মুহিবুল হক, ফান্ড রাইজিং সেক্রেটারি কিবরিয়া ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক সৈয়দ নাদির আহমেদ, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাব্বির আহমেদ শাহেদ, মনজুর আহমদ শাহনাজ, হোসেন আলী তাজ, জি এম অপু শাহরিয়ার, এতোয়ার হোসেন মুজিব, জাহাঙ্গীর হোসেন, বাবরুল ইসলাম, আমির হোসেন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

"নারীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হোক বিনিয়োগ"-প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪। এসময় বক্তারা নারীর অধিকার সুরক্ষায় সকলকে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আসা নারীরা দিবসের প্রতীক বেগুনি শাড়ী পরে আসেন।

গত ৮ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা যৌথভাবে পরিচালনা করেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস সেক্রেটারি রুপি আমিন এবং ইসি মেম্বার পলি রহমান। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার তারিক চৌধুরী।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র সাংবাদিক নিলুফা হাসান, ডাক্তার জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, উর্মি মাযহার, শাহনাজ সুলতানা, লুৎফুন নাহার বেবি, হিমিকা ইমাম, অজন্তা রায় ও সিলভিয়া মশিউর। অনুষ্ঠানে নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ বক্তার বক্তব্য রাখেন নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, রেডব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলার সাঈদা চৌধুরী, জুনিয়র এন্টি সার্জন বদরুন্নেসা সুরভী শরীফ ও সাইক্লোজিস্ট শাশ্বতী হুসাইন।

আলোচনা সভায় নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আরো বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবু মুসা হাসান, মোসলে উদ্দিন আহমেদ, কাইয়ুম আব্দুল্লাহ, বুলবুল হাসান, জাকির হোসেন কয়েছ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হারিয়েছে

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা কর্তৃক আমার নিজ নামে বরাদ্দকৃত পূর্বাচল নতুন শহর আবাসিক প্রকল্পে প্লট আইডি নং- ০৩-৪০৮-০১৪, কোড নং ২১৮৭ এর আবেদনপত্র ক্রয় বাবদ ইউএস ডলার ১০, সোনালী ব্যাংক (ইউকে) লিঃ এর মূল মানি রিসিট নং ৬৮৩, তারিখ ০৩/০৭/২০০২ইং, জামানত বাবদ ইউ এস ডলার ২০০০, সোনালী ব্যাংক রাজউক ভবন শাখা, ঢাকা এর মূল মানি রিসিট নং ৩১৮৭২, তারিখ ২৯/০৭/২০০২ইং, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা কর্তৃক সাময়িক বরাদ্দপত্র যার স্বারক নং রাজউক/এষ্টেট/পূর্বাচল/১০২ পোঃ তারিখ ঃ ২৫/০২/২০০৩ইং, প্রথম কিস্তি বাবদ ইউ এস ডলার ১১০০০, জনতা ব্যাংক রাজউক ভবন করপোরেট শাখা, ঢাকা এর মূল মানি রিসিট নং ৩১৭ তারিখ ০৯/০৪/২০০৩ ইং, দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ৪৪৩৮ ইন্টারেস্টসহ মোট ৪৬৬৩ ইউএস ডলার, জনতা ব্যাংক রাজউক ভবন করপোরেট শাখা, ঢাকা এর মূল মানি রিসিট নং ২৬৬২২ তারিখ ১৭/০৮/২০০৬ ইং, ও তৃতীয় কিস্তি বাবদ ৫,১৪৩.৩৮ ইউএস ডলার, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ফরেন এক্সেঞ্জ শাখা, ঢাকা এর মূল মানি রিসিট নং উ০০০০০০০২০৮ তারিখ ০১/১২/২০১৫ ইং, গত ১৪/০২/২০২৪ ইং তারিখে হারিয়ে গেছে। এই oPot Kent police, Ashford police Station, UK. GI Lost Information No 620, Date : 14.02.2024

--মাহিদুর রহমান

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

২৪ বছর পর বিয়ানীবাজার উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা

সিলেট প্রতিনিধি: দুই যুগ পর বিয়ানীবাজার ছাত্রলীগের ৩টি ইউনিটের কমিটি ঘোষণা করেছে সিলেট জেলা ছাত্রলীগ। গত ১১ মার্চ সোমবার বিকেলে বিয়ানীবাজার উপজেলা, সরকারি কলেজ ও পৌরসভা ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় বিয়ানীবাজার ছাত্রলীগের মাঝে বইছে আনন্দ বন্যা।

বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল আহমদ শিপু ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম তাহমিদ, পৌর ছাত্রলীগের আশরাফুল আলম সাকেলকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রেদওয়ান আহমদ এবং কলেজ ছাত্রলীগে কামরুল আহমদ সভাপতি ও রাসেল রহমান রুমিকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন নেতার ছত্র ছায়ায় বেড়ে ওঠা দীর্ঘ দিন থেকে নেতৃত্ব শূন্য বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগ গত এক যুগ ধরে ৭ টি গ্রুপে বিভক্ত।

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গ্রুপে উপগ্রুপে বিভক্ত ছাত্রলীগে দীর্ঘ দুই দশক পর এসেছে নতুন নেতৃত্ব। ছাত্রলীগ উপজেলার নতুন দায়িত্বশীলদের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বিশেষ করে পদপদবী বঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে এক প্লাটফর্মে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা দুঃস্বাধ্য হবে।

বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের জুয়েল আহমদ শিপুকে সভাপতি ?ও জাহিদুল হক তাহমিদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করে জেলা ছাত্রলীগ। বিকাল ৩টা ৩৫ মিনিটে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ নিজের ফেসবুক ওয়ালে উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি পোস্ট করেন।

বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর ছাত্রলীগ পাবেল ও ছাত্রলীগ পল্লব গ্রুপের মধ্যে বইছে আনন্দের বন্যা।

বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের জুয়েল আহমদ শিপুকে সভাপতি ও জাহিদুল হক তাহমিদকে সাধারণ সম্পাদক করে উপজেলা কমিটি ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ও পৌর কমিটি ৭৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করে জেলা ছাত্রলীগ এবং বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। সোমবার (১১ মার্চ) বিকেলে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ নিজের ফেসবুক ওয়ালে উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি পোস্ট করেন।

এরআগে ১৯৯১ সালে আব্দুল বারি আহবায়ক ও দেলোয়ার হোসেনকে যুগ্ম আহবায়ক করে ঘোষিত কমিটি টানা তিন বছর দায়িত্ব পালন করলেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। পরবর্তীদের ১৯৯৩ সালে যুগ্ম আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন ইংল্যান্ড পাড়ি জমালে তখন আহবায়ক কমিটি পূর্ণগঠন করা হয়। পূর্ণঘটিত কমিটিতে যুগ্ম আহবায়ক হিসাবে স্থান পান আব্দুল কুদ্দুছ টিটু, ইকবাল হোসেন ও মাহমুদ হোসেন। দীর্ঘ সাত বছরে নানা জটিলতার কারণে আহবায়ক কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে রূপ পায়নি। পরে দেওয়ান মাকসুদুল ইসলামকে আহবায়ক ও ফারুকুল হক এবং আব্বাছ উদ্দিনকে যুগ্ম আহবায়ক করে ২০০০ সালে ঘোষণা করা হয় আহবায়ক কমিটি। ছাত্রলীগ রিভারবে□ ও প্রপার গ্রুপের দায়িত্বশীলরা দীর্ঘ আলোচনা পরও নানা কারণে পূর্ণাঙ্গ কমিটি পায়নি উপজেলা ছাত্রলীগ। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে আবুল কাশেম পল্লবকে সভাপতি ও জাকির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর এক বছর পর পুনরায় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে জামাল হোসেনকে আহবায়ক এবং আবুল কাশেম পল্লব ও জাকির হোসেনকে যুগ্ম আহবায়ক করে ঘটিত কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে রূপ লাভ করেনি।

সিলেটে পিকআপের ধাক্কায় ৩ বন্ধুর প্রাণহানি

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেট-তামাবিল সড়কের জৈন্তাপুরে পিকআপের ধাক্কায় দুই মোটসাইকেলের আরোহী তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও তিন জন। গত ৬ মার্চ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে

উপজেলার জাফলং ভ্যালি বোর্ডিং স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন জৈন্তাপুর থানার ওসি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

নিহতরা হলেন- জৈন্তাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম লিয়াকত আলীর ছেলে ফয়সাল রেজা (১৯), মোকামবাড়ি গ্রামের মোঃ আলা উদ্দিনের ছেলে সৈয়দ শিহাব আহমদ (২২) ও একই গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে সৈয়দ পাবেল আহমদ (২০)।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি বলেন, নলজুরীগামী একটি পিকআপ বেপরোয়া গতিতে জাফলং ভ্যালি বোর্ডিং স্কুলের সামনে একে একে দুটি বাইককে সজোরে ধাক্কা মেরে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। এতে দুটি বাইকে থাকা ছয় তরুণ আহত হন।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শিহাবকে মৃত ঘোষণা করেন। আর সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফয়সাল রেজা ও সৈয়দ পাবেল মারা যান। এ ঘটনায় বাকি আহতরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ওসমানী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

হবিগঞ্জ জেলার চেয়ারম্যান হলেন এমপিপত্নী আলেয়া আক্তার

সিলেট প্রতিনিধি: হবিগঞ্জ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য (এমপি) পত্নী আলেয়া আক্তার জয়ী হয়েছেন। আনারস প্রতীক নিয়ে মোট ৫৬৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন আলেয়া আক্তার। তিনি হবিগঞ্জ-৩ আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মো. আবু জাহিরের স্ত্রী।

আলেয়া আক্তারের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর চৌধুরী পেয়েছেন ৫০১ ভোট। আজ শনিবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত জেলার ৯টি উপজেলায় পৃথক কেন্দ্রে ইভিএমের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ হয়।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। জেলায় মোট ভোটার রয়েছেন ১ হাজার ১০২ জন। এ নির্বাচনে ভোটাররা হলেন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, সংরক্ষিত সদস্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা

ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত কাউন্সিলররা।

উল্লেখ্য, গেল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন মুশফিক হোসেন চৌধুরী। এতে পদটি শূন্য হয়।

সুনামগঞ্জে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে আওয়ামীলীগ নেতার নেতৃত্বে গণধর্ষণ

সিলেট প্রতিনিধি: সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় প্রেমিককে বেঁধে রেখে প্রেমিকাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। গত ৯ মার্চ শুক্রবার রাতে উপজেলার মান্নারগাঁও ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে এ অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দোয়ারাবাজার থানায় গণধর্ষণের মামলা হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন ও নির্যাতিতরা জানান, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ গ্রামের সুরুজ আলীর পুত্র নুরুজ্জামান (২৩) হবিগঞ্জের মাধবপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। বেশ কিছুদিন হয় ওখানে থাকার সময় ১৬ বছরের এক কিশোরীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুক্রবার ওই প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ে করে ঘর বাঁধার আশায় সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারের কামারগাঁওয়ে বন্ধু আফাজ উদ্দিনের বাড়িতে যাবার জন্য রওনা দেয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় দোয়ারাবাজারের আজমপুর খেওয়াঘাটে

একই গ্রামের সিএনজিচালক আব্দুল করিমের সঙ্গে তাদের কথা হয়। আব্দুল করিম তাদের আফাজ উদ্দিনের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে সিএনজিতে তোলেন। রাতে জালালপুর গ্রামের ভেতরে গিয়ে সিএনজিতে গ্যাস নেই জানিয়ে এদের দুজনকে নামিয়ে দেন চালক। নামিয়ে দেওয়ার আগে জালালপুরের লিয়াকত আলীর ছেলে মান্নারগাঁও ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আফছর উদ্দিনকে (৩৫) ডেকে আনেন। আফছর উদ্দিন ওই দুজনকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে বলেন- তোমাদের কাছে কোনো কাবিননামা নেই। তোমরা একসঙ্গে কিভাবে থাকবে। তোমাদের পুলিশে দেওয়া হবে। ভয়ে বন্ধুর বাবা মিয়াজান আলীকে ফোন দেয় নুরুজ্জামান। মিয়াজান আলী ঘটনাস্থলে গেলে আফছর আলী জানান, রাতের বেলা এদের এভাবে দেওয়া যাবে না, সকালে পুলিশে দেওয়া হবে বলে মিয়াজান আলীকে বিদায় করে দেন আফছর। পরে রাত ১টায় ওই দুজনকে জালালপুরের ময়না মিয়ার ছেলে ফয়জুল বারীর বাড়িতে নিয়ে যান। ওখানে নুরুজ্জামানকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আফছর উদ্দিন, ফয়জুল বারী (৪৫), কামারগাঁওয়ের ইদ্রিছ আলীর ছেলে আব্দুল করিম (৩৫) ও জালালপুরের হায়াত আলীর ছেলে ছয়ফুল ইসলাম (৩০) পালাক্রমে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে বলে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের কাছে জানায় নির্যাতিতা কিশোরী। এ ঘটনার পর অসুস্থ কিশোরী ও তার প্রেমিক নুরুজ্জামানকে সিএনজিতে তুলে ভোর রাতে সুনামগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেন চালক আব্দুল করিম। শনিবার ভোর সাড়ে ৪টায় কাটাখালি বাজারের পাশে এসে সিএনজি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে জানিয়ে ওই দুজনকে নেমে পেছন দিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ওরা নেমে পেছন দিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য যেতেই দ্রুত সিএনজি নিয়ে সটকে পড়েন চালক করিম। শেষে সকাল পর্যন্ত একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় ওই কিশোরীসহ নুরুজ্জামান। সকালে স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য সিকান্দার আলীর সহযোগিতা চায় নির্যাতিতা কিশোরী ও তার প্রেমিক। তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া দুটি মোবাইল ও আট হাজার টাকা উদ্ধারের কথা জানিয়ে আইনি সহযোগিতা করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যকে অনুরোধ জানায় তারা।

পুলিশ সদস্য সিকান্দার আলী জানান, শনিবার দুপুরে তিনি দুজন ইউপি সদস্যকে খবর দিয়ে ঘটনা জানান এবং পুলিশকে খবর দেন। বিকালে পুলিশ এসে নির্যাতিতা মেয়েটিসহ তার প্রেমিককে তাদের হেফাজতে নিয়ে যান। আফছর উদ্দিনসহ অভিযুক্ত চারজনের ফোন বন্ধ থাকায় এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য জানা যায়নি। তবে ফোন বন্ধ করার আগে স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে ফোন দিয়ে নিজেকে রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছেন আফছর উদ্দিন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল খালেক বলেন, আওয়ামী লীগের কেউ এ ধরনের ঘৃণ্য ঘটনায় যুক্ত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) রাজন কুমার দাস বলেন, পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে কাজ করছে। এর আগে দোয়ারাবাজার থানার ওসি ও সহকারী পুলিশ সুপার (ছাতক সার্কেল) ঘটনাস্থলে যান। তারা নির্যাতিতার বক্তব্যও শুনেছেন।

১১৭ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ

এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইহুদি সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে ৫৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের ঘোষণা দেয় বৃটেন। মুসলিমদের পাশাপাশি ইহুদিদের বিরুদ্ধেও হেনস্থামূলক ঘটনা বাড়ছে। ২০২৩ সালে ৪ হাজারেরও বেশি ইহুদি-বিদ্বেষী ঘটনা রেকর্ড করা হয়। এই সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। কমিউনিটি সিকিউরিটি ট্রাস্ট (সিএসটি) জানিয়েছে, গত বছর যত হামলা হয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশই ৭ই অক্টোবরের পর হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে কেয়ারকর্মীদের মানবেতর দিনযাপন

প্রত্যাহারের হুমকি দেওয়া হয়। নিয়োগদাতার হাতে একাধিকবার ধর্ষিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন আফ্রিকা থেকে আসা আবেনা। তিনি এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে সহায়তাও চাননি। এক পর্যায়ে পেশাদার সম্পর্ক বজায় রাখতে বলায় নিয়োগদাতা তাকে কাজ দেওয়াই বন্ধ করে দেন।

সিটিজেনস অ্যাডভাইস ব্যুরো জানিয়েছে, গত বছর তাদের কাছে স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের কর্মীদের সহায়তা চাওয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়েছে। সিটিজেনস অ্যাডভাইস ও টিবিআইজে তাদের সাক্ষাৎকারে যেসব অভিযোগ পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো, মজুরি চুরি করা, কাজ দেওয়ার জন্য অবৈধভাবে ৩০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত নেওয়া, কর্মঘণ্টার প্রতিশ্রুতি বজায় না রাখা, প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে ও শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে তাদের থাকতে বাধ্য করা।

তাদের অনেকে এরইমধ্যে খাবার, বাড়িভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধের জন্য ঋণ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে ভিসার শর্তের কারণে বিপদে পড়া এই অভিবাসীরা সরকারি ভাতা বা বাসস্থানের সুবিধাটুকুও পান না।

নিয়োগদাতার মর্জির ওপর নির্ভরতা :

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ভিসা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে স্বাস্থ্য ও সেবাকর্মীরা সম্পূর্ণ তাদের নিয়োগদাতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ২০২২ সালে যুক্তরাজ্য সরকার স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি মোকাবিলায় এই ভিসা পদ্ধতি চালু করে। এর আওতায় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য খাতের পেশাজীবী কিংবা বয়স্কদের সেবাদাতারা যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সুযোগ পান।

যুক্তরাজ্য সরকারের হিসাবে ২০২৩ সালে এক লাখ ২১ হাজার ২৯০ জনকে স্বাস্থ্য ও সেবাকর্মীর ভিসা দেওয়া হয়েছে; যা তার আগের বছরের প্রায় তিনগুণ বেশি। ২০২২ সালে সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ১৯৪ জন। আগতদের মধ্যে ওপরের দিকে আছেন ভারত, নাইজেরিয়া, জিম্বাবুয়ে, ঘানা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকরা। বৃটেনের হেলথ ফাউন্ডেশনের হিসাবে চাহিদা পূরণে ২০৩০ সালের মধ্যে আরও এক লাখ ২২ হাজার সেবাকর্মীর প্রয়োজন।

এই ভিসা পাওয়ার শর্ত হিসেবে আবেদনকারীর কাছে অবশ্যই অনুমোদিত কোনও নিয়োগদাতার পাঠানো চাকরির প্রস্তাব থাকতে হবে; যারা মূলত স্পন্সর নামে পরিচিত। শর্ত অনুযায়ী, নিয়োগদাতা যুক্তরাজ্য পৌঁছানো মাত্রই তার কাজের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ভিসা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে তারা পুরোপুরি স্পন্সরকারীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ওয়ার্কার রাইটস সেন্টার নামের একটি সংস্থার প্রধান নির্বাহী ডোরা অলিভিয়া ভিকল জানান, এই ব্যবস্থাটির কারণে বিপদে পড়ার ভয়ে নিপীড়নের বিষয়ে কর্মীরা কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগ করার সাহস পান না।

চারদিক থেকে তারা বন্দি :

ভিসাবিধির কারণে নানা জটিলতায় পড়েন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা। চাকরি ছাড়লে সরকারি কোনও ভাতা তাদের মেলে না। বরং চাকরি ছাড়ার মাত্র ৬০ দিনের মধ্যে নতুন কাজ যোগাড় করতে হয়। বাসস্থানের জন্যও তাদের নিয়োগদাতার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিছুক্ষেত্রে চাকরি থেকে ইস্তফা দিলে নিয়োগ ব্যয় পরিশোধেও তারা চুক্তিবদ্ধ থাকেন।

সিটিজেনস অ্যাডভাইসের নীতিবিষয়ক পরিচালক কাইলে হিগনেল বলেন, 'এই ব্যবস্থায় আনুমানিক কয়েক হাজার মানুষ আটকা পড়েছেন যারা নিপীড়ন, হুমকির মুখে ঝুঁকির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, যাদের অভিযোগ জানানোর ক্ষমতা নেই এবং অনেক সময় কয়েক হাজার পাউন্ড লোকসানে পড়েন।'

ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে তিনি বলেন, 'এই মানুষেরা দক্ষ পেশাজীবী যারা আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাটি চালু রাখছেন অথচ বিপদের সময় তাদেরই কোনো নিরাপত্তা নেই।'

পরিরবারের সদস্য আনতে মানা :

এদিকে সোমবার ব্রিটিশ সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অপব্যবহারের কারণে এখন থেকে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা তাদের ভিসার আওতায় পরিবারের সদস্য বা নির্ভরশীলদের যুক্তরাজ্যে আনতে পারবেন না।

এক বিবৃতিতে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, গত বছর ১ লাখ ২০ হাজার ভিসার বিপরীতে তারা ১ লাখ জনকে যুক্তরাজ্যে এনেছেন। এটিকে অস্বাভাবিক উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি বলেছেন, 'সেবাকর্মীরা আমাদের সমাজে অসামান্য অবদান রাখেন, প্রয়োজনের সময়ে আমাদের প্রিয়জনদের যত্ন নেন।'

কিন্তু এই ভিসার 'স্পষ্ট অপব্যবহার ও কারসাজি' হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি তা চলতে দেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা কোনও অভিবাসীকে স্পন্সর করতে চাইলে তাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কেয়ার কোয়ালিটি কমিশনে নিবন্ধন করতে হবে।

সূত্র : ইনফোমাইগ্রেন্টস

বিটকয়েনের দরজা খুলল যুক্তরাজ্য

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গত ১১ মার্চ সোমবার একেকটি বিটকয়েনের দাম ৭১ হাজার ডলারে পৌঁছায়। মুদ্রাটির ইতিহাসে যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দাম।

এ বিষয়ে এনবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের আর্থিক পরিচালনা কর্তৃপক্ষ (এফসিএ) গত ১১ মার্চ সোমবার একটি নোটিশ জারি করে। এতে বলা হয়েছে-ক্রিপ্টো মুদ্রা দ্বারা মূল্যায়িত নোট বা ইটিএনের জন্য তালিকাভুক্ত মার্কেট সেগমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিনিয়োগ এক্সচেঞ্জের অনুরোধে আপত্তি করা হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ট্রেডিংকে সুশৃঙ্খল এবং পেশাদার বিনিয়োগকারীদের যথাযথ সুরক্ষা দিতেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের সিদ্ধান্তের পর যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকেই বিটকয়েনের দাম ৩ শতাংশ বেড়ে ৭১ হাজার ৭২৬ ডলারে পৌঁছায়। এটিই এখন পর্যন্ত একটি বিটকয়েনের সর্বোচ্চ দাম। একইভাবে ২ শতাংশ দাম বেড়ে ডিজিটাল মুদ্রা ইথারের মূল্য পৌঁছায় ৪ হাজার ১৪ ডলারে।

এদিকে আর্থিক পরিচালনা কর্তৃপক্ষের (এফসিএ) সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সোমবার একটি পৃথক বিবৃতিতে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে, তারা চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-মে-জুন) থেকেই বিটকয়েন এবং ইথার ইটিএন যুক্ত করার জন্য আবেদন গ্রহণ করবে।

যুক্তরাজ্যের আর্থিক পরিচালনা কর্তৃপক্ষ (এফসিএ) স্পষ্ট করেছে-শুধুমাত্র পেশাদার বিনিয়োগকারীরাই ইটিএন কিনতে সক্ষম হবে। যুক্তরাজ্য বর্তমানে খুচরা বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টো সম্পর্কিত ইটিএন বা ডেরিভেটিভ কেনার অনুমতি দেয় না। কারণ ভোক্তাদের জন্য এগুলোকে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করা হয় দেশটিতে।

এ বিষয়ে এফসিএর বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে-'লোকেদের আবারও মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ক্রিপ্টোসেটগুলো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এবং মূলত অনিয়ন্ত্রিত। যারা বিনিয়োগ করেন তাদের সমস্ত অর্থ হারানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

গাজায় ক্ষুধার্ত শিশুদের হাহাকার

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস। ইবাদতসহ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মাসটি পালন করবেন সারা বিশ্বের মুসলিমরা। তবে এবারের রমজানে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের চিত্রটা যেন ভিন্ন।

ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে রমজানের শুরুতে আগের চেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ৫০ বছর বয়সি আউনি আল-কায়য়াল।

আলজাজিরাকে নিজেদের বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন, জানেন আমাদের কাছে খাবার নেই।

রমজানের শুরুই দুঃখজনক এবং অন্ধকারে ঢেকে আছে। চারদিকে রক্তের গন্ধ ও স্বাদ বিরাজমান। ইফতার করার মতো আমাদের কাছে কোনো খাবার নেই। ইসরাইল চায় না রমজানে আমরা খুশি থাকি।

আলজাজিরার খবরে আরও বলা হয়েছে, গুরুতর অপুষ্টি ও পানিশূন্যতার কারণে নতুন করে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ার কামাল আদওয়ান হাসপাতালে শিশুদের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অনাহারে ২৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বর্তমানে উত্তর গাজা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। কারণ এলাকাটিতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও খাদ্য সহায়তায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসরাইল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমানে গাজার উত্তরাঞ্চলে প্রতি ছয়জনের মধ্যে অন্তত একজন অপুষ্টির শিকার।

অনাহার যেন যুদ্ধের অস্ত্র

গাজায় অনাহারকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রধান জোসেফ বোরেল। তিনি অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে সহায়তার অপ্রতুল প্রবেশকে 'মানবসৃষ্ট' বিপর্যয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধে জর্জরিত গাজা উপত্যকায় দুর্ভিক্ষের প্রান্তে থাকা ফিলিস্তিনিদের জন্য ২০০ টন খাদ্যদ্রব্যবাহী একটি জাহাজ ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশ সাইপ্রাস থেকে রওনা হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরের দিকে সাইপ্রাসের লারনাকা বন্দর থেকে রওনা দেয় 'ওপেন আর্মস' নামের সেই ত্রাণবাহী জাহাজটি।

কিন্তু জাতিসংঘ বলেছে, স্থলপথে সাহায্য বিতরণের বিকল্প হতে পারবে না ওই জাহাজ। এদিকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দক্ষিণ গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

এই অঞ্চলে সাহায্য সরবরাহের দ্রুততম ও সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো রাস্তা দিয়ে সহায়তা পাঠানো। কিন্তু সাহায্য সংস্থাগুলো বলছে, ইসরাইলি নিষেধাজ্ঞার মানে হচ্ছে– যে পরিমাণ সাহায্য প্রয়োজন, তার কেবল একটি ভগ্নাংশই সেখানে প্রবেশ করছে।

আর তাই সড়কপথে সহায়তা পাঠানোর পরিবর্তে সমুদ্র এবং আকাশ থেকে সহায়তা সরঞ্জাম নিচে ফেলার মতো বিকল্প বিভিন্ন পন্থার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ইসরাইল বলেছে, গাজার খাদ্য সংকটের জন্য তারা দায়ী নয়; কারণ তারা দক্ষিণে দুটি ক্রসিং দিয়ে সাহায্য প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে।

তবে মঙ্গলবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভাষণ দেওয়ার সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রধান জোসেফ বোরেল বলেন, কার্যকর স্থলপথের অভাবের কারণে এই অঞ্চলে মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা এখন এমন জনসংখ্যার মুখোমুখি হচ্ছি, যারা নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। গাজায় মানবিক সহায়তার প্রয়োজন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই সহায়তা সেখানে পাঠাতে যতটা সম্ভব কাজ করছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলি এ হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। গাজায় ইসরাইলের আক্রমণের ফলে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও প্রায় ৭০ হাজার মানুষ।

তারাবিতেও বাধা ইসরাইলের

রমজানেও আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ইসরাইল। রোববার চাঁদ দেখা যাওয়ায় সোমবার থেকে ফিলিস্তিনিরা রোজা পালন করছেন।

কিন্তু রোববার সন্ধ্যায় তারাবি নামাজের জন্য হাজার হাজার ফিলিস্তিনি আল-আকসায় প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের বাঁধা দেওয়া হয়। বিশ্বজুড়ে মুসল্লিরা তারাবি নামাজ আদায়ের মাধ্যমেই রোজার প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। কিন্তু পূর্ব জেরুজালেমে আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের নামাজ আদায়ের অধিকারও কেড়ে নিয়েছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী।

এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী ফিলিস্তিনি পুরুষ এবং ফিলিস্তিনি তরুণীদের আল-আকসায় প্রবেশে বাঁধা দিয়েছে। সেখানে ৪০ বছরের বেশি বয়সী লোকজনকেই শুধু নামাজ আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে

সৌদি বাদশাহর আহ্বান

ফিলিস্তিনের গাজায় নৃশংস অপরাধ বন্ধ এবং নিরাপদ মানবিক করিডোরের ব্যবস্থা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিজেদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। সোমবার থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়া উপলক্ষ্যে এই বক্তব্য দেন সালমান বিন আবদুল আজিজ।

সৌদি বাদশাহ তার বক্তব্যে বলেন, এ বছর রমজান মাস এমন এক সময় এসেছে, যখন ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইয়েরা হামলার শিকার হচ্ছেন, এটা আমাদের জন্য বেদনাদায়ক।

এবারের রমজানে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার চিত্রটা ভিন্ন হতে যাচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতিতে উপত্যকাটির বাসিন্দারা রমজানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যখন সেখানে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। মৃত্যুকূপের মধ্যেই মাহে রমজানকে স্বাগত জানাতে বিভিন্নভাবে সাজিয়েছেন ফিলিস্তিনিরা।

৯ হাজার নারীকে হত্যা করা হয়েছে

গাজায় গত ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরাইলের হামলায় অন্তত ৯ হাজার নারী নিহত হয়েছেন। নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেনে (সিএসডব্লিউ) অংশ নেওয়া ফিলিস্তিনের নারীবিষয়ক মন্ত্রী আমাল হামাদ সাংবাদিকদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানান। খবর আলজাজিরার।

সাক্ষাৎকারে তিনি পৃথিবীর সকল নারীকে ফিলিস্তিন নারীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

এখন পাসপোর্ট ছাড়াই যাওয়া যাবে সৌদি আরবে

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ ২০২৪ : সাধারণত নতুন কোনো দেশে বাণিজ্য বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গেলে সঙ্গে রাখতে হয় নিজের

পাসপোর্ট। কিন্তু এখন থেকে সঙ্গে পাসপোর্ট না থাকলেও যাওয়া যাবে সৌদি আরবে! এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।

পাসপোর্ট ছাড়া ভ্রমণের সুযোগ দিতে সৌদি আরব এরই মধ্য ডিজিটাল নথি তৈরি করে ফেলেছে। খবর অ্যারাবিয়ান বিজনেসের।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, সৌদি আরবের পাসপোর্ট বিভাগের জেনারেল ডাইরেক্টরেট রিয়াদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ ২০২৪ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্যাভিলিয়নে সৌদি আরবে আগত দর্শনার্থীদের সামনে ওই ডিজিটাল নথিটি প্রদর্শন করছেন।

এই ডিজিটাল ডকুমেন্ট সার্ভিস সৌদি নাগরিক, বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীসহ সুবিধাভোগীদের দেয়া ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত সমাধানগুলোর একটি। এর আওতায় থাকা ব্যক্তিরা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ পরিষেবাগুলো পাবেন।

মূলত পরিষেবাটির লক্ষ্য হলো একটি ইউনিফাইড নম্বর দেয়ার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সৌদি আরবে আগমন প্রক্রিয়া সহজতর করা। দর্শনার্থী বা ভ্রমণকারীরা দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'অ্যাবশার' ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম থেকে তারা নিজেদের ডিজিটাল পরিচয় বা ইউনিফাইড নম্বর বের করার সুযোগ পাবেন।

এই ডিজিটাল পাসপোর্ট ব্যক্তির মোবাইল ফোনে থাকবে। এর মাধ্যমে ভ্রমণকারী দেশটির কোথায় অবস্থান করছেন তাও জানা যাবে। ফলে কোনো কাগুজে পাসপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি সম্মেলন লিপ ইয়ার ২০২৪-এ সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অংশ নিয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ডিজিটাল সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) গুরুত্ব তুলে ধরে।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য নিরাপত্তা, ভিড় ব্যবস্থাপনা, মানব ও পরিবেশগত নিরাপত্তা, বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানগুলোকে উন্নত করার পাশাপাশি সৌদি আরবের

কেন হাজার হাজার টন আঙুর ধ্বংস করছে অস্ট্রেলিয়া

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ ২০২৪ : অস্ট্রেলিয়ায় আঙুরের দাম কমে গেছে। এর কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে, আঙুরের অধিক ফলন। তাছাড়া বিশ্বজুড়ে কমছে মদের চাহিদাও। এতে হুমকিতে পড়েছে আঙুর চাষী ও মদ প্রস্তুতকারকদের জীবিকা। ফলে উৎপাদনের রাশ টেনে ধরতে চাষীরা ভেঙে ফেলছেন আঙুরক্ষেত। এতে হাজার হাজার টন আঙুর ধ্বংশ হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে মদের চাহিদা কমতে থাকায় অস্ট্রেলিয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষত, সস্তা লাল মদের (রেড ওয়াইন) চাহিদা দ্রুত কমায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ, অস্ট্রেলিয়ায় লাল মদই বেশি তৈরি হয়।

সাম্প্রতিক কয়েক বছরে চীনের বাজারের ওপরই অস্ট্রেলিয়ার মদ সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধের কারণে চীন ২০২০ সালে মদ আমদানি বন্ধ করায় বিপত্তি দেখা দিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ওয়াইন রপ্তানিকারক দেশ। ২০২৩ সালের মধ্যভাগে দেশটিতে ২০০ কোটি লিটারের বেশি মদ ছিল। অর্থাৎ, প্রায় দুই বছরের উৎপাদন মজুত ছিল। এ পরিস্থিতিতে কিছু মদ নষ্ট হচ্ছে। অনেক মদ উৎপাদকই যে কোনও দামে বাজারে মদ ছেড়ে দিতে উদ্যত হচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিফিথ শহরে চতুর্থ প্রজন্মের আঙুর উৎপাদক জেমস ক্রেমাসসো খননযন্ত্র

দিয়ে আঙুরক্ষেত ভাঙতে ভাঙতে বলেন, এভাবে বেশি উৎপাদন করে আর কতদিন লোকসান দেওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ায় আঙুরের দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হয় এই গ্রিফিথ শহরের মতো জায়গায়। ১৯৫০-এর দশকে ইতালির অভিবাসীরা আঙুর চাষের কৌশল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

ট্রেজারি ওয়াইনস ও কার্লাইল গ্রুপের মতো মদ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন দামী মদ উৎপাদনে জোর দিয়েছেন। কারণ,দামী মদই বিক্রি হচ্ছে ভাল। ফলে সস্তা লাল মদের আঙুর জোগানদাতা চাষিরা বিপত্তিতে পড়েছেন। গাছে শুকিয়ে যাওয়া আঙুর দিনের পর দিন বাড়ছেই।

অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেতে স্তূপাকারে পড়ে থাকা বিপুল পরিমাণ আঙুর তুলে পরিষ্কার করাটাও এখন কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রিফিথ অঞ্চলে প্রায় ১১ লাখ আঙুরগাছের অবশেষ রয়েছে। যতদূর চোখ যায় স্তূপাকারে পড়ে থাকতে দেখা যাবে এই অবশেষ।

এ পদক্ষেপ নেওয়া হলে ১২ হাজার হেক্টর এলাকাজুড়ে ধ্বংস হবে ২ কোটিরও বেশি আঙুরক্ষেত; যা অস্ট্রেলিয়ার মোট আঙুরক্ষেতের প্রায় ৮ শতাংশ। ওয়াইন অস্ট্রেলিয়ার হিসাব অনুযায়ী এই পরিসংখ্যান দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

অন্যান্য অঞ্চলের আঙুরচাষী এবং মদ প্রস্তুতকারকরাও আঙুরক্ষেত নষ্ট করছেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার কোনও কোনো চাষী বলছেন, অস্ট্রেলিয়ার অর্ধেক আঙুর তুলে ফেলা হলেও সংকটের সমাধান নাও হতে পারে। অনেক চাষী এখনো বাজার আবার ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় আঙুরক্ষেত নষ্ট করতে চাইছেন না।

বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে তারা কম অ্যালকোহল পান করছে বা পান করলেও দামী

রাশিয়ার হামলা, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন জেলেনস্কি

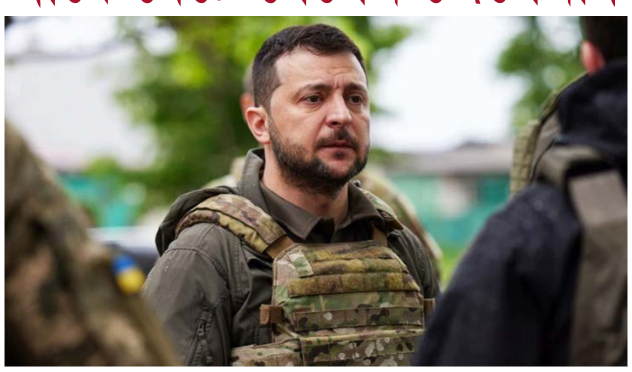

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ ২০২৪ : ইউক্রেনের বন্দর নগরী ওডেশাকে লক্ষ্য করে বুধবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, ওই ক্ষেপণাস্ত্রটি জেলেনস্কির কাছ থেকে মাত্র ১ হাজার ৫০০ ফুট দূরে পড়েছে। সে সময় তার সঙ্গে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী ক্রায়াকোস মিসোতাকিস ছিলেন। হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, দুই নেতার গাড়ি বহর হামলার তীব্রতা টের পেয়েছে এবং তারা ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হতে দেখেছেন।

ইউক্রেনের নৌবাহিনীর মুখপাত্র দিমিত্রো প্লেটেনচুক সিএনএনকে জানিয়েছেন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাঁচজন নিহত হওয়ার পাশাপাশি অনেকে আহত হয়েছেন। হামলায় জেলেনস্কি ও গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কেউই আহত হননি। তবে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার এতটাই কাছে ছিলেন যে এটির শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে বলেছেন, আমরা আজ হামলা হতে দেখেছি। আপনারা দেখেছেন কারা এগুলো মোকাবিলা করছে। আমি বিস্তারিত এখনো জানি না। কিন্তু আমি এটা জানি অনেকে আহত ও নিহত হয়েছেন। আমাদের দ্রুত এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। আর নিজেদের রক্ষায় সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

রমজান উপলক্ষ্যে এরদোগানের বার্তা

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ ২০২৪ : পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে বিশ্ব মুসলিমের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। রোববার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সারাবিশ্বের মুসলমানদের প্রতি এই বার্তা দেন তিনি। খবর ইয়েনি সাফাক।

এরদোগান বলেন, 'আমি আশা করি রমজান মাস, যার শুরুতে রয়েছে রহমত, মাঝামাঝিতে মাগফিরাত এবং এর শেষে রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি। এই মাস ইসলামি বিশ্ব এবং আমাদের জাতির জন্য উপকারী হবে। এই রমজান আমাদের একটি বরকতময় রমজান হোক।'

তুরস্কের ধর্মবিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান আলি এরবাসও রমজান মাস উপলক্ষ্যে বার্তা দিয়েছেন। তিনি তার বার্তায় 'গাজা এবং পূর্ব তুর্কিস্তানের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখকষ্টের অবসানের জন্য বিশ্বের সব মুসলমানের প্রার্থনা করার' আহ্বান জানিয়েছেন।

আলি এরবাস বলেন, 'আসুন, আমরা পবিত্র রমজান মাসের রহমতের আবহাওয়ার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও পূর্ব তুর্কিস্তানে দুর্ভোগ, নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির অবসানের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। '

বিশ্বের মুসলিমদের রমজানের শুভেচ্ছা বাইডেন ও ট্রুডোর

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ ২০২৪ : পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বিশ্বের সব মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। একই সাথে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি এবং বাইডেনের স্ত্রী জিল বাইডেনও। এক বার্তায় বাইডেন বলেন, নতুন চাঁদ ওঠার মাধ্যমে ইসলামের পবিত্র রমজান মাসের সূচনা হয়েছে এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য তিনি ও মার্কিন ফার্স্ট লেডি তাদের শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

তিনি বলেন, 'পবিত্র এই মাসটি প্রতিফলন এবং নিজেকে ফিরে পাওয়ার একটি সময়। এই বছর এই মাসটি অপরিসীম বেদনার একটি মুহূর্তে আমাদের সামনে এসেছে। গাজার যুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগণকে ভয়ানক দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেছে। হাজার হাজার শিশুসহ ৩০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। কেউ কেউ আমেরিকান মুসলমানদের পরিবারের সদস্য, যারা আজ তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে নিয়ে গভীরভাবে শোকাহত।'

মার্কিন এই প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যুদ্ধের কারণে প্রায় ২০ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন; অনেকেরই খাদ্য, পানি, ওষুধ এবং আশ্রয়ের জরুরি প্রয়োজন। মুসলমানরা রোজার মাসজুড়ে ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্ভোগের কথা স্মরণে রাখবে। একইভাবে এটা আমারও মনে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র গাজায় আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য সম্ভাব্য একটি চুক্তির অংশ হিসেবে কমপক্ষে ছয় সপ্তাহের জন্য অবিলম্বে এবং টেকসই যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য অবিরাম কাজ চালিয়ে যাবে বলেও জো বাইডেন রোববার পুনর্ব্যক্ত করেন।

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ট্রুডো

এ দিকে রমজান এই মাস উপলক্ষে মুসলমানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য মহিমান্বিত ও শান্তিপূর্ণ রমজান কামনা করেছেন। স্থানীয় সময় রোববার কানাডার প্রধানমন্ত্রীর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই শুভেচ্ছা জানান উত্তর আমেরিকার এই দেশটির প্রধানমন্ত্রী।

রমজানের মাসআলা-মাসায়িল

মাওলানা তোফায়েল গাজালি

এলো মাহে রমজান। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের এ মাসে খোদার করুণায় সিক্ত হবে মুমিনের হৃদয়। আগামী সোমবার ১১ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে রমজানের চাঁদ দেখা গেলে ১২ মার্চ মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা। রমজানের মাসআলা-মাসায়িল, গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে লিখেছেন-মাওলানা তোফায়েল গাজালি

আত্মশুদ্ধির মাস

মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার রমজান। আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্ম উন্নয়নের চেতনায় জীবনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের অফুরান ভান্ডার নিয়ে আসে রমজান। প্রিয় নবি (সা.) এ মাসকে 'শাহরুন আজিম' মহান সম্মানিত মাস এবং 'শাহরুম মোবারক' বরকতময় মাস নামে আখ্যায়িত করেছেন।

নবি কারিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানসহ সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানসহ সওয়াবের আশায় কিয়ামে রমজান অর্থাৎ তারাবির নামাজ আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় শবেকদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে তারও পূর্ববর্তী গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। (বোখারি শরিফ ১/২৫৫, মুসলিম শরিফ ১/২৫৯, মেশকাত শরিফ ১/১৭৩)।

তাৎপর্য

হজরত সালমান ফারসি (রা.) বর্ণনা করেন, শাবান মাসের শেষ দিনে নবি কারিম (সা.) মিম্বরে বসে বলেন, হে লোকজন! তোমাদের ওপর এক মহা ও বরকতময় মাস আগত প্রায়। এমন মাস, যার মধ্যে এমন একটি রাত (শবেকদর) আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। (অর্থাৎ ওই এক রাতের ইবাদতের সওয়াব হাজার মাসের থেকে বেশি) আল্লাহতায়ালা এ মাসে দিনেরবেলা রোজা ফরজ করেছেন আর রাতে ইবাদতকে করেছেন নফল। এ মাসে যে ব্যক্তি নেক আমলের দ্বারা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য অর্জনে প্রত্যাশী হবে, তার অবস্থা এরূপ যে, কেমন যেন সে অন্য মাসে ফরজ আদায় করেছে। অর্থাৎ নফলের সওয়াব ফরজের সমতুল্য হবে। আর যে ব্যক্তি এ মোবারক মাসে কোনো ফরজ আদায় করবে তার অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান সওয়াব হবে। অর্থাৎ রমজানে এক ফরজের সওয়াব সত্তর গুণ বেড়ে যায়। রমজান সবরের মাস, আর সবরের সওয়াব ও বদলা হলো জান্নাত। এ মাস মানুষের সঙ্গে সদাচার ও কল্যাণকামিতার মাস। এ মাসে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা মিলবে। সঙ্গে সঙ্গে রোজাদারের সওয়াব কম করা ছাড়াই ইফতার করানো ব্যক্তি রোজার অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যাদের এ সামর্থ্য নেই যে, তারা অন্যকে ইফতার করাবে, আর এমন সওয়াব লাভ করবে। এ প্রশ্ন শুনে নবি কারিম (সা.) এমন জওয়াব দিলেন যা শুনে তাদের হতাশা ও কষ্টগুলো আশা এবং আনন্দে পরিণত হলো। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহতায়ালা এসব পুরস্কার ওইসব ব্যক্তিদেরও দেবেন, যারা কোনো রোজাদারকে এক ঢোক দুধ, একটি খেজুর, এমনকি এক ঢোক পানি পান করাবে। তবে যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে আল্লাহতায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন আমার হাউজে কাওসার থেকে এমন পানি পান করাবেন যে, তারপর চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের আগে তার আর পিপাসা লাগবে না। এরপর নবি কারিম (সা.) বলেন, রমজান এমন মাস, যার প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাত আর শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। যে ব্যক্তি এ মাসে তার গোলাম (কর্মচারী, চাকর, এক কথায় অধীনস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি) থেকে কাজের বোঝা বা দায়িত্ব হালকা করে দেবে আল্লাহতায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। হে লোকজন! এ মাসে চারটি জিনিসের ওপর খুব গুরুত্ব দাও এবং বেশি বেশি করে করো। ১. কালিমা তাইয়্যেবা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ২. ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা। ৩. জান্নাত চাওয়া। ৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করা। (মেশকাত শরিফ : ১/১৭৪, বায়হাকি, শুয়াবুল ইমান ৩/৩০৫)।

প্রতিদান

মহানবি (সা.) বলেন, 'রোজার প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই দেবেন এবং বিনা হিসাবে দেবেন।' [বোখারি শরিফ হাদিস ১৮৯৪]। আল্লাহতায়ালা রোজাদারকে কিয়ামতের দিন পানি পান করাবেন। [মুসনাদে বাজজার হাদিস : ১০৩৯]। 'রোজা হলো জান্নাত লাভের পথ'। [মুসনাদে আহমদ, হাদিস ২৩৩২৪]। 'রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ'। [মুসনাদে আহমদ হাদিস, ১৪৬৬৯]। 'রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত। [বুখারি হাদিস-১৯০৪]। এ ছাড়া আরও অনেক হাদিসে রোজার বিশেষ ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

রোজার নিয়ত

রোজার নিয়তের জন্য মুখ দিয়ে নির্ধারিত শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা জরুরি নয়। বরং অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। এমনকি রোজার জন্য সেহরি খাওয়াটাও নিয়তের স্থলাভিষিক্ত। কিছু লোক আরবিতে রোজার নিয়ত করাকে আবশ্যকীয় মনে করে থাকেন অথচ তা সঠিক নয় (জাওয়াহিরুল ফিক্হ ১/৩৭৮)। তবে আরবি নিয়ত করলে অসুবিধা নেই।

প্রত্যেক রোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত করা জরুরি (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৯৫)। অর্ধ দিনের আগে নিয়ত করলে রোজা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৯৫)।

আরবিতে : নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম মিন শাহরি রমাদানাল মুবারাকি ফারদাল্লাকা, ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।

বাংলায় : হে আল্লাহ! আমি আগামীকাল পবিত্র রমজানের তোমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরজ রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ (নিয়্যত) করলাম। অতএব, তুমি আমার পক্ষ থেকে (আমার রোজা তথা পানাহার থেকে বিরত থাকাকে) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

রোজা ভঙ্গের কারণগুলো

রোজা অবস্থায় অসুস্থতার কারণে ইনহেলার ব্যবহারের দ্বারা রোজা ভেঙে যায় [শামি ৩/৩৬৬]। রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বমি করা বা মুখে বমি চলে আসার পর তা পরিমাণে অল্প হলেও ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে রোজা ভেঙে যাবে [মুসান্নাফে আব্দুর রাজজাক ৪/১৯৭]। যদি নাশিকা দিয়ে রক্ত বের হওয়ার পর মুখে চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে [তাতারখানিয়া ৩/৩৮৩। রোজাদার যদি মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে আর এমতাবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে যায় ও পানের কিছু অংশ পেটে চলে যায়, তাহলে তার রোজা হবে না। পরে কাজা করতে হবে। কাফফারা দেওয়া লাগবে না [শামি ৩/৩৭৪]। কুলি করার সময় যদি অনিচ্ছাকৃত পানি গলা দিয়ে পেটে চলে যায় তাহলে রোজা কাজা করতে হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি রোজার কথা স্মরণই না থাকে, পানি মুখে নিয়ে খেয়ে ফেলে তাহলে রোজা ভাঙবে না [তাতারখানিয়া ৩/৩৭৮]। নাক অথবা কানের মধ্যে তেল দেওয়ার দ্বারা রোজা ভেঙে যাবে। তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না [হেদায়া ১/২২০]। যদি কোনো ব্যক্তি কারও ধমকের কারণে অথবা ভুল করে যেমন রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে অতঃপর রোজা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছা করে পানাহার করল, তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাজা করা জরুরি [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৬/১৪৯]। পাথরের কণা, মাটি, ঘাস, কাগজ ইত্যাদি মোটকথা যা সাধারণ আহারযোগ্য নয় বা কোনো উপকারে আসে না তা খেলেও রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা করতে হবে [বাযযাযিয়া, ৪/৯৯]। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে যদি থুতুর সঙ্গে ভেতরে চলে যায়। আর রক্তের পরিমাণ যদি থুতুর সমান বা বেশি হয় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে [বোখারি ১/২৬০]। বিড়ি সিগারেট, হুঁকা পান করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা করা জরুরি [শামি ৩/৩৬৬]।

কঠিন অসুস্থতার ফলে যদি কোনো মানুষ রোজা ভেঙে ফেলে, তাহলে শুধু কাজা করতে হবে। কাফফারা দেওয়া লাগবে না [তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/১৮৯]। যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত রোজা ভেঙে ফেলে অতঃপর খুব অসুস্থ হয়ে যায় অথবা কোনো নারীর প্রিয়ড হয়, তাহলে শুধু কাজা করতে হবে। কাফফারা দেওয়া লাগবে না [হিন্দিয়া ১/২০৬]। রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে তার স্বামী জোর করে সহবাস করলে স্ত্রীকে শুধু কাজা আদায় করতে হবে। কাফফারা নয় [তাতারখানিয়া ৩/৩৯৪]। যদি কোনো ব্যক্তি রোজা অবস্থায় সফর করে তার জন্য কোনো ওজর ছাড়া রোজা ভেঙে ফেলা অনুচিত। যদি ভেঙে ফেলে তাহলে শুধু কাজা জরুরি, কাফফারা নয় [আলমগিরি ১/২০৬]। যদি কোনো পুরুষের প্রস্রাবের রাস্তায় কোনো ওষুধ দেওয়া হয় আর অণ্ডকোষ পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে অন্যথায় নয় [তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/১৮৩]। কোনো নারীর লজ্জাস্থানে ওষুধ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই রোজা ভেঙে যাবে [বাহরুর রায়েক ২/৪৮৮।

ভঙ্গ হয় না যেসব কারণে

ভুল করে কোনো কিছু খেয়ে ফেললে রোজা ভঙ্গ হবে না [বোখারি শরিফ ১/২৫৯]। মশা-মাছি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃত পেটের ভেতর ঢুকে গেলেও রোজা ভাঙবে না [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৬/৩৪৯]। অনিচ্ছাকৃত বমি হলে [এমনকি মুখ ভরে হলেও] রোজা ভাঙবে না। তেমনি বমি মুখে এসে নিজে নিজেই ভেতরে চলে গেলেও রোজা ভাঙবে না [তিরমিজি ১/১৫৩]। রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোজা নষ্ট হবে না। তবে রোজা স্মরণ হওয়ামাত্র পানাহার ছেড়ে দিতে হবে [মুসলিম ১/২০২]। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে পেটের মধ্যে না গেলে রোজা ভাঙবে না [শামি ৩/৩৬৭]। কোনো খাদ্যদ্রব্য বুট বা ছোট ছোলার কম পরিমাণ যদি দাঁতের সঙ্গে লেগে থাকে ও গলার ভেতর চলে যায়, তাহলে রোজা ভাঙবে না [হিন্দিয়া ১/২০২]। হ্যাঁ, দাঁত থেকে বের করে হাতে নিয়ে স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেললে রোজা নিশ্চিতভাবে ভেঙে যাবে [হিন্দিয়া ১/২০২]। অতিরিক্ত গরম বা পিপাসার কারণে যদি গোসলের মাধ্যমে শরীরকে ঠান্ডা করে তাহলেও রোজার কোনো ক্ষতি হবে না [হিন্দিয়া ১/২০৩]। কুলি করার পর পানির অবশিষ্ট আর্দ্রতা থুতুর সঙ্গে গিলে ফেললে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না [হিন্দিয়া ১/২০৩]। ঘাম অথবা চোখের অশ্রুর দু-এক ফোঁটা যদি অনিচ্ছায় মুখে চলে যায়, তাহলে রোজা নষ্ট হবে না [হিন্দিয়া ১/২০৩]। কানের ময়লা বের করার দ্বারাও রোজা ভাঙবে না [মারাকিল ফালাহ ৩৪২]। যদি পান খাওয়ার পর খুব ভালোভাবে কুলি করার পরও রোজা অবস্থায় থুতুর সঙ্গে লাল রং বের হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই [হিন্দিয়া ১/২০৩]। নাক এত জোরে সাফ করা, যার ফলে কফ গলার মধ্যে চলে যায়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই [দুররে মুখতার ৩/৩৭৩। রোজা অবস্থায় আতর বা ফুলের ঘ্রাণ নিলেও কোনো সমস্যা নেই [মারাকিল ফালাহ, ৩৬১]। শরীর বা মাথায় তেল ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না, বরং তা বৈধ [মুসান্নাফে আব্দুর রাজজাক ৪/৩১৩]। রোজা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত মুখের মধ্যে ধুলাবালি ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না [দুররে মুখতার ৩/৩৬৬]। যদি রোজাদারের গোসল করার সময় অথবা বৃষ্টিতে ভেজার সময় কানের মধ্যে অনিচ্ছায় পানি চলে যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে রোজা নষ্ট হবে না [ফাতহুল কাদির ২/৩৪৭]। সুস্থ অবস্থায় রোজার নিয়ত করার পর যদি অজ্ঞান, অচেতন বা পাগল হয়ে যায়, তাহলে রোজা নষ্ট হবে না [সুনানে কুবরা বায়হাকি ৪/২৩৫]।

বরকতময় সেহরি

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে দিনের রোজা পূর্ণ করার জন্য সাহায্য নাও এবং দুপুরে ঘুমের মাধ্যমে রাতের নামাজের জন্য সাহায্য নাও।' (ইবনে মাজাহ : ১৬৯৩)। পেটে ক্ষুধা না থাকলেও সেহরি খাওয়া উচিত।

হজরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত-হাদিসে নবি (সা.) বলেছেন, 'সেহরি খাওয়া বরকত। একে পরিত্যাগ করো না, যদিও এক ঢোক পানির মাধ্যমে হয়। আল্লাহ ও ফেরেশতা সেহরি ভক্ষণকারীদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।' (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল : ১১১০১)।

যদি কোনো ব্যক্তি সেহরি খাওয়া ছাড়াই রোজার নিয়ত করে নেয়, তথাপিও তার রোজা হয়ে যাবে। তবে সে সেহরির বরকত পাবে না। [শামী ৩/৪০০]।

ইফতারের ফজিলত

ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উত্তম। ইফতারের আগেই ইফতারি সামনে নিয়ে অপেক্ষা করা এবং যথাসময়ে ইফতার করা সুন্নাত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রোজাদারের দোয়া আল্লাহর কাছে এতই আকর্ষণীয় যে আল্লাহতায়ালা রমজানের সময় ফেরেশতাদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন, 'রমজানে তোমাদের পূর্বের দায়িত্ব মওকুফ করা হলো এবং নতুন দায়িত্বের আদেশ করা হলো, তা হলো আমার রোজাদার বান্দারা যখন কোনো দোয়া মোনাজাত করবে, তখন তোমরা আমিন! আমিন!! বলতে থাকবে।' (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)।

মহানবি (সা.) বলেছেন, 'রোজাদারের জন্য দুটি খুশি; একটি ইফতারের সময়, অপরটি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।' (মুসলিম)। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন, 'আমার বান্দাদের মধ্যে তারা আমার বেশি প্রিয়, যারা দ্রুত ইফতার করে।'

---- বাকি অংশ ২০ নং পৃষ্ঠা ...

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৫	৪:৩৪	৬:১১	১২:১৪	৪:১০	৬:০৯	৭:৩০
শনিবার	১৬	৪:৩২	৬:০৯	১২:১৪	৪:১১	৬:১১	৭:৩২
রবিবার	১৭	৪:২৯	৬:০৬	১২:১৪	৪:১৩	৬:১২	৭:৩২
সোমবার	১৮	৪:২৭	৬:০৪	১২:১৪	৪:১৪	৬:১৪	৭:৩৪
মঙ্গলবার	১৯	৪:২৫	৬:০২	১২:১৩	৪:১৫	৬:১৬	৭:৩৬
বুধবার	২০	৪:২৩	৫:৫৯	১২:১৩	৪:১৭	৬:১৮	৭:৩৮
বৃহস্পতিবার	২১	৪:২১	৫:৫৭	১২:১৩	৪:১৮	৬:১৯	৭:৩৮

জাকারবার্গরা কি মধ্যযুগীয় জমিদার হয়ে যাচ্ছেন

ক্যাথরিন গিনেস, গ্রান্ট বোলমার ও টম ডয়েগ

২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ওয়্যারড নামের মার্কিন ম্যাগাজিন একটি প্রতিবেদনে বলেছে, ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটার প্রধান নির্বাহী ধনকুবের মার্ক জাকারবার্গ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাউয়াই দ্বীপের একটি বিশাল অংশ কিনে নিচ্ছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাকারবার্গ এবং তাঁর স্ত্রী প্রিসিলা চ্যান দ্বীপপুঞ্জটির বিশাল অংশ জুড়ে কো'ওলাউ র?্যাঞ্চ নামের একটি খামার গড়ে তুলছেন।

এই র?্যাঞ্চ বা খামার বাড়ির কাজ চলছে। কাজটি যখন শেষ হবে তখন এর পেছনে সব মিলিয়ে প্রায় ২৬ কোটি মার্কিন ডলার খরচ হবে।

এই র?্যাঞ্চটির আয়তন প্রায় ৫৫ লাখ বর্গমিটার। দুই মিটার উঁচু পুরু দেয়াল দিয়ে ওই এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে এবং অসংখ্য নিরাপত্তাকর্মী সেই দেয়ালের বাইরে সাগরের পাড় ঘেঁষে সব সময় টহল দিচ্ছেন।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকশ কর্মী জাকারবার্গের এই র‍্যাঞ্চে কাজ করছেন। তবে তাঁরা সংখ্যায় কতজন এবং আসলে তাঁদের কী কাজ, দ্বীপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জাকারবার্গের করা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তা প্রকাশ করা হয়নি।

ওয়্যার্ড-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাকারবার্গের র?্যাঞ্চে একটি বিশাল আকৃতির ভূগর্ভস্থ বাংকার নির্মাণ করা হবে।

জাকারবার্গের ভূগর্ভস্থ বাংকার নির্মাণের খবর প্রকাশ হতেই নানা ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের ভূগর্ভস্থ ঘরকে অনেকে অ্যাপোক্যালিপস্ বাংকার বা রোজ কিয়ামতকালীন ভূগর্ভস্থ ঘর বলে অভিহিত করছেন।

লোকে প্রশ্ন করছে মার্ক জাকারবার্গ কেন হাওয়াই দ্বীপে গিয়ে ব্যক্তিগত অ্যাপোক্যালিপস্ বাংকার তৈরি করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরও প্রশ্ন করছেন, জাকারবার্গ এবং তাঁর মতো ধনকুবেররা আসলে কী এমন গোপন কথা জানেন যা সাধারণ মানুষ জানে না? ২০২৪ সালে এমন কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যা আমাদের তাঁরা বলছেন না?

অ্যাপোক্যালিপস্ বাংকার বর্তমান সময়ে মার্কিন পপ কালচারে একটি জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু জাকারবার্গ নন; তাঁর মতো প্রথম সারির ধনকুবেরদের অনেকেই এই ধরনের ভূগর্ভস্থ বিলাসবহুল ঘর নির্মাণ করছেন।

তবে কাউয়াই দ্বীপে জাকারবার্গ তাঁর র?্যাঞ্চের মধ্যে আরও যেসব স্থাপনা নির্মাণ করছেন, তা যথেষ্ট কৌতূহল জাগাচ্ছে। এই কমপ্লেক্সে বিশাল বিশাল কয়েকটি প্রাসাদ থাকছে। থাকছে ফুটবল মাঠ। দড়িতে ঝোলানো সেতুর সঙ্গে যুক্ত থাকা কমপক্ষে ১১টি ট্রি হাউস থাকছে। সাগরের পানি বিশুদ্ধ করে সুপেয় পানিতে পরিণত করার যাবতীয় সরঞ্জাম এবং বিশাল খাদ্য ভান্ডার এখানে থাকছে।

ইতিমধ্যেই জাকারবার্গ তাঁর অনলাইন অনুসারীদের জানিয়ে দিয়েছেন, সেখানে তিনি নিজস্ব খামারে গরু পালন করছেন। একটি ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেছেন, তাঁর গরুগুলো পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার পাউন্ড খাবার প্রতিবছর খেয়ে থাকে।

জাকারবার্গের এই ধরনের ফেসবুক পোস্ট দেখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে বলছেন, করপোরেট ধনকুবেররা মূলত মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।

নিজের শিশুসন্তানকে নিয়ে তোলা ছবি পোস্ট করে জাকারবার্গ বলেছেন, এটি তাঁর সব প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের প্রকল্প। কিনে নেওয়া এই র?্যাঞ্চের মধ্যেই জাকারবার্গ এবং তাঁর স্ত্রী চ্যান বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, স্থানীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণ কেন্দ্র, অরগানিক হলুদ ও আদার খামার, ইত্যাদি গড়ে তুলছেন।

কাউয়াই দ্বীপের স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণে এসব পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞরা মত দিচ্ছেন।

জাকারবার্গ একাই যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এই ধরনের বিশাল আকৃতির কম্পাউন্ড নিয়ে আবাসস্থল গড়ছেন, তা নয়। আরও অনেক ধনকুবের একই পথে হাঁটছেন।

বিশ্বখ্যাত উপস্থাপক অপরাহ্ উইনফ্রে ২০০২ সালে এই দ্বীপপুঞ্জের মাত্রই দ্বীপে ১৬৩ একর নিয়ে একটি র?্যাঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন। এখন সেই খামারের আয়তন সাড়ে ছয় লাখ বর্গমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রযুক্তি কোম্পানি ওরাকল-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন ২০১২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের লানাই দ্বীপের প্রায় পুরোটাই কিনে নিয়েছেন।

দুই বছর আগে জাকারবার্গের র?্যাঞ্চের দক্ষিণ দিকে ধনকুবের ফ্রাঙ্ক ভান্দেরস্লুত দুই হাজার একরের একটি র?্যাঞ্চ কিনেছেন।

দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এই সব ছোট ছোট দ্বীপ কিনে নিচ্ছেন। এর ফলে সেখানকার স্থানীয় মানুষ সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

তাঁদের এসব স্থাপনা দেখলে মনে হবে যেন বিংশ শতকে হলিউডের সিনেমাগুলোতে কেয়ামতের সময় পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার যেসব দৃশ্য দেখানো হতো, সেই ছবি দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং নিজেদের নিরাপত্তায় তারা এসব দ্বীপপুঞ্জে সুরক্ষিত বাড়িঘর তুলছেন।

আদতে মোটেও তা নয়। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে তাঁরা এসব খামার বাড়ি গড়ে তোলেননি।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, তাঁদের এসব বাড়িঘরে প্রচণ্ড শক্তিশালী ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো সুরক্ষিত বাংকার এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাকারবার্গের র?্যাঞ্চে ভূগর্ভস্থ টানেল দিয়ে বহু দূরের ভূগর্ভস্থ অনেক বড় আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কিন্তু আদতে জাকারবার্গ, উইনফ্রে, এলিসন এবং অন্যরা মূলত আরও অনেক বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকল্প মাথায় রেখে এসব এলাকায় স্থাপনা গড়ছেন।

আসলে তাঁরা সেখানে এমন এক নিজস্ব সাম্রাজ্য গড়ে তুলছেন যেখানে তাঁরা নিজেরাই হবেন সর্বেসর্বা। সেখানকার ইকোসিস্টেম তাঁদের দখলে থাকবে। সেখানকার জমির একচ্ছত্র মালিকানা তাঁদের হাতে থাকবে। কৃষি তাঁদের হাতে থাকবে।

সেখানকার সমস্ত পরিবেশ প্রতিবেশের মালিক হবেন তাঁরা। সেখানে যাঁরা কর্মী হিসেবে কাজ করবেন, তাঁরা মূলত থাকবেন তাঁদের প্রজা।

মধ্যযুগীয় সামন্তদের মতো তাঁরা একুশ শতকের এই পুঁজিবাদী জমিদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন।

অনেকে যুক্তি দিয়ে ভুলতে পারেন, এই সময়ে 'টেকনো ফিউডালিজম' বা প্রযুক্তি অমাত্যতন্ত্র অথবা নব্য সামন্ততন্ত্র পুরোটাই উপাত্ত ঔপনিবেশিকতার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই ডেটা কলোনাইজেশন বা উপাত্ত উপনিবেশ তাঁদের কার্যত সবকিছুর নিয়ন্তা হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

আমরা তাঁদের কথায় একমত। কিন্তু হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যা ঘটছে তা একেবারেই আদিম সামন্ততন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানে জাকারবার্গ স্থানীয় মানুষকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের নামে বুঝিয়েছেন, তাঁদের জীবন যাপন আগের মতোই অটুট থাকবে। কিন্তু সংরক্ষণের নামে পুরো এলাকা দেয়াল ঘিরে তিনি যেভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে এই বিজনেস মডেলটি সরাসরি সামন্তবাদের দিকে নিয়ে যাবে।

মধ্যযুগে ইউরোপে রাজার মালিকানা ছিল প্রায় সবকিছুতেই। সে সময় জনগণের নিজস্ব সম্পদ বলে কোনো কিছু ছিল না। কৃষকেরা খাজনার বিনিময়ে রাজার রাজ্যে বাস করতেন। তাঁরা জমিতে চাষাবাদ করতেন। কিন্তু সেই জমির মালিকানা তো দূরের কথা, যে হাল দিয়ে তাঁরা জমি চাষ করতেন, তাঁর মালিকানাও তাঁদের ছিল না। তাঁরা সরাসরি ক্রীতদাস হয়ে থাকতেন।

কো'ওলাউ র?্যাঞ্চ বানাতে চাওয়া এবং এর আগে ধনকুবেরদের ভবিষ্যতের কেয়ামত থেকে বাঁচার জন্য র?্যাঞ্চ বানাতে চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে।

এর আগে পে-পাল-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা পিটার থিল নিউজিল্যান্ডের সাউথ আইল্যান্ডের এওতিয়ারোয়া দ্বীপে একটি ভূগর্ভস্থ ঘর বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি সক্ষম হননি। এর জন্য তিনি সেখানে ৭৩ হাজার ৭ শ বর্গমিটার জায়গা কিনেছিলেন।

কিন্তু থিল এবং স্থানীয় কাউন্সিলের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় তাঁর সেই প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়।

কিন্তু জাকারবার্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সেখানে এই ধনকুবের এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা যাচ্ছে না।

এখানে জাকারবার্গ স্থানীয় মানুষকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের নামে বুঝিয়েছেন, তাঁদের জীবন যাপন আগের মতোই অটুট থাকবে। কিন্তু সংরক্ষণের নামে পুরো এলাকা দেয়াল ঘিরে তিনি যেভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে এই বিজনেস মডেলটি সরাসরি সামন্তবাদের দিকে নিয়ে যাবে।

এসব ধনকুবেরদের বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের দখলে নিয়ে নিজের মত করে সাজানোর কারণ হিসেবে অনেকে বলছেন, এই বড়লোকেরা শুধুমাত্র ভূগর্ভস্থ সুরক্ষিত ঘর বানিয়েই নিজেরা এখন আর নিরাপদ করছেন না; বরং নিজের চারপাশের ইকো সিস্টেমকে পর্যন্ত নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তাঁরা নিজেদের সুরক্ষিত করার চিন্তা ভাবনা করছেন।

---- ১৯ নং পৃষ্ঠার পর ...

(তিরমিজি, আলফিয়্যাতুল হাদিস : ৫৬০, পৃষ্ঠা : ১৩১।

কী দিয়ে ইফতার করব

খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত; যে কোনো ফল দ্বারা ইফতার করলেও সুন্নাত আদায় হবে। মিষ্টান্ন দ্বারা ইফতার করলেও সুন্নাত পালন হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ রোজা রাখলে খেজুর দিয়ে যেন ইফতার করে, খেজুর না হলে পানি দ্বারা; নিশ্চয়ই পানি পবিত্র।' (তিরমিজি ও আবু দাউদ; আলফিয়্যাতুল হাদিস : ৫৬২, পৃষ্ঠা : ১৩১-১৩২)।

ইফতার করানোর সওয়াব

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং রোজাদারের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব সে লাভ করবে। তবে ওই রোজাদারের সওয়াব কম করা হবে না।' সাহাবায়ে কিরাম বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমাদের অনেকেরই রোজাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য নেই।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'পানিমিশ্রিত এক পেয়ালা দুধ বা একটি খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারাও যদি কেউ কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, তাতেও সে পরিমাণ সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তিসহকারে আহার করাবে, আল্লাহতায়ালা তাকে আমার হাউজে কাউসার থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত হবে না।' (মুসনাদে আহমাদ।

ইফতারের দোয়া

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিজিকের মাধ্যমে ইফতার করছি।

তারাবিহের নামাজ

রমজানে এশার নামাজের পর বিশ রাকাত তারাবিহ দশ সালামের সঙ্গে আদায় করা পুরুষ ও মহিলা সবার জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ [দুররে মুখতার ২/৪২৯]।

তারাবিহের নিয়ত

তারাবিহের নামাজ এবং সব সুন্নাত ও নফল নামাজের জন্য সাধারণভাবে নামাজের নিয়ত করলেও যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও সতর্কতাবশত তারাবিহ নামাজের জন্য অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করে নেওয়া উত্তম [দুররে মুখতার২/৮৬]। তারাবিহের মধ্যে কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করা সুন্নাত। আর একবারের অধিকবার পড়া মুস্তাহাব [দুররে মুখতার ২/৪৩৩, আলমগিরী ১/১৭৭]।

ইতিকাফ

হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাত শবেকদর। প্রত্যেক মুমিনের উচিত এ রাতে ইবাদত বন্দেগি করে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। হজরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন- নবি কারিম (সা.) রমজান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন (বুখারি, মুসলিম)। হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন-আল্লাহর রাসূল (সা.) রমজানের মধ্যের দশকে ইতিকাফ করতেন। এক বছর এভাবে ইতিকাফ করছিলেন যখন একুশের রাত এলো, যে রাতের সকালে তিনি তার ইতিকাফ থেকে বের হবেন, তখন তিনি বললেন, যারা আমার সঙ্গে ইতিকাফ করেছে, তারা যেন শেষ দশকেও ইতিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এ রাত (শবেকদর) দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ওই রাতের সকালে আমি কাদাপানির মাঝে সিজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বিজোড় রাতে তালাশ কর। পরে এ রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনির। ফলে মসজিদে টপটপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একুশের রাতের সকালে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কপালে কাদাপানির চি□ আমার এ দুচোখ দেখতে পায় [বোখারি শরিফ]। এ জন্য প্রত্যেক শবেকদর সন্ধানকারীর উচিত রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা।

ইতিকাফের পরিচয়

শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ বলা হয়-ইতিকাফের নিয়তে পুরুষের এমন মসজিদে অবস্থান করা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা হয় এবং কোনো মহিলার নিজ গৃহে নামাজের স্থানে অথবা ঘরের এক কোণে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে।

মহিলাদের ইতিকাফ

কোনো মহিলা ইতিকাফ করতে চাইলে সে বাড়ির কোনো একটি কামরায় ইতিকাফ করতে পারে। আর ওই কামরা তার জন্য মসজিদের মতো। অর্থাৎ ওই কামরা থেকে প্রয়োজন ছাড়া বের হতে পারবে না। যদি বের হয়, তাহলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে [আলমগিরী ১/২১১]।

আধুনিক মাসআলা

চোখে ওষুধ, ড্রপ বা সুরমা ইত্যাদি লাগালে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। [আবু দাউদ-১/৩৩২]। রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের করে টেস্ট বা পরীক্ষা করালে রোজা ভঙ্গ হয় না। [আলমগিরি ১/১৯৯]। হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতার ফলে যে ওষুধ জিহ্বার নিচে রাখা হয় তার দ্বারা রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে তা বিগলিত হয়ে থুতুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গলা বা পেটের মধ্যে ঢুকে গেলে রোজা ভেঙে যাবে [শামি ৩/৩৬৭]। যদি রোজা অবস্থায় এমন ইঞ্জেকশন গ্রহণ করে যা পেটের মধ্যে অথবা মস্তিষ্কের মধ্যে চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে [জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৭৯]। শরীরে স্যালাইন লাগানোর দ্বারা রোজা নষ্ট হবে না। তবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া দেওয়া অনুচিত [তাতারখানিয়া ৩/৩৭৯]। ডায়ালাইসিস করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না [তাতারখানিয়া ৩/৩৭৯]। রোজা অবস্থায় অক্সিজেন নেওয়ার দ্বারা রোজা নষ্ট হয় না [আয়েনায়ে রমজান ৬৫]। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না [মারাকিল ফালাহ ৫৪৩]। যদি পেট পরীক্ষা বা টেস্টের জন্য পেটের মধ্যে নাক বা গলা দিয়ে কোনো নল প্রবেশ করানো হয় আর তার মধ্যে কোনো ওষুধ মিশ্রিত করা হয়, তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে [মুফতিরাতিস সিয়ামুল মুআ'সারাহ ৪৫-৫২]।

মাকরুহ হয়ে যায়

রোজা অবস্থায় মুখের মধ্যে থুতু জমা করা [হিন্দিয়া ১/১৯১]। বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছুর স্বাদ নেওয়া বা চিবানো (শামি ৩/৩৯৫)। টুথপেস্ট অথবা কোনো মাজন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা (শামি ৩/৩৯৫)। প্রত্যেক ভারী কাজ যার ফলে রোজা ভেঙে ফেলার উপক্রম হয় [দুররে মুখতার ৩/৪০০]। রোজা অবস্থায় গুনাহের কাজ করা [তিরমিজি ১/১৫০]। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় অতিরঞ্জন করা [হিন্দিয়া ১/১৯৯]। সন্দেহযুক্ত সময়ে সেহরি করা [হিন্দিয়া ১/২০০]। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোজা রাখা [হিন্দিয়া ১/২০১]। রোজা অবস্থায় লিপস্টিক দেওয়া মাকরুহ। কেননা তা মুখের মধ্যে চলে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তবে মাথায় মেহেদি লাগানোতে কোনো সমস্যা নেই (তাতারখানিয়া ৩/৩৯৫)।

মুসলমানদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা

মাসুম মুরাদাবাদী

মনে হচ্ছে বর্তমানে ভারতে মুসলমানদের কষ্ট দেয়া একটি স্বতন্ত্র নীতি হয়ে গেছে। আগে এ কাজটা করত সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো। কিন্তু যখন থেকে এ শক্তিগুলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে, তখন থেকে পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে উদ্বেগজনক হয়ে গেছে। অথচ ভারতের সংবিধান এখন পর্যন্ত সেকুলার এবং দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কথাও বলা হচ্ছে। কিন্তু কার্যত সব কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে। মুসলমানদের এমনভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে যে, যেন তারা এ দেশের আসল নাগরিক নন, তারা ভিনদেশী কেউ, যাদের শেকড় উপড়ে ফেলা দেশের স্বার্থে জরুরি ধরে নেয়া হয়েছে। আগামীতে তাদের মানসিক ও আবেগী কষ্ট দিয়ে তাদের ভেতর ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে তারা নিজেদের বিছানাপত্র গোটানো শুরু করে দেয়। রামমন্দির উদ্বোধনের পর তো ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোর সাহস এত বেড়ে গেছে যে, মুসলমানদের মুছে ফেলতে তাদের প্রস্তুত দেখা যাচ্ছে। সরকারের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সব নাগরিকের মাঝে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা এবং জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা। কিন্তু এর বিপরীতে সরকার এমন গোষ্ঠীকে সাহস জোগানোর নীতির পথে হাঁটছে, যারা মুসলমানদের ক্রমাগত ভীতসন্ত্রস্ত করে যাচ্ছে। এর কার্যকর প্রমাণ সম্প্রতি দেখা গেল, যখন দেশের সবচেয়ে বড় বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' তাদের দেয়া হয়েছে, যারা দেশে শুধু বিষময় পরিবেশ সৃষ্টি করেনি, বরং সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষকে এ দেশের স্বতন্ত্র নীতি বানিয়ে দিয়েছে। এবারের ভারতরত্ন পুরস্কার যেন মুসলমানদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।

সবাই জানেন, ভারতরত্ন হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় বেসামরিক পুরস্কার। এখন পর্যন্ত এটা তাদেরই দেয়া হয়েছে, যারা দেশের জন্য বড় ধরনের কোনো অবদান রেখেছেন। কিন্তু বিজেপি সরকারে এ পুরস্কারের অর্থ বদলে গেছে। এখন এ পুরস্কার এমন লোকদেরও দেয়া হচ্ছে, যারা শাসকদলের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহযোগী হয়েছেন। এ কারণে সম্প্রতি যাদের এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই জাতীয় অবদান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। কেননা এ পুরস্কার বিতরণের সময় শুধু রাজনৈতিক ফায়দাকে মাথায় রাখা হয়েছে। এ বছর ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত ব্যক্তিদের মাঝে কর্পুরি ঠাকুর, লাল কৃষ্ণ আদভানি, এম এস স্বামীনাথন, পি ভি নরসিমা রাও এবং চরণ সিংয়ের নাম রয়েছে। নরসিমা রাও কংগ্রেস পার্টির দ্বিতীয় নেতা, যিনি এ পুরস্কারে ভূষিত হলেন।

এর আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সিনিয়র কংগ্রেস নেতা প্রণব মুখার্জিকে ভারতরত্ন প্রদান করা হয়েছে। তিনি ভারতরত্ন অর্জনের আগে নাগপুর গিয়ে আরএসএস-এর সদর দফতরে হাজির হয়েছিলেন। যার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কংগ্রেসে থেকে আরএসএস-এর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে গেছেন। একেবারে হুবহু নরসিমা রাও এমনটাই করেছিলেন। এ কারণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওকে মৃত্যুর পর এ পুরস্কারে ভূষিত করা হলো। নরসিমা রাওয়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি তার শাসনামলে বাবরি মসজিদ শহীদ করান। বর্তমান সরকার তাকে তার বিনিময়স্বরূপ মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করেছে। একই রকমভাবে বাবরি মসজিদের শাহাদতের পথ সুগমকারী লালকৃষ্ণ আদভানিকেও পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। অথচ তাকে বহু দিন ধরে হিমাগারে রাখা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে ভারতরত্ন দিয়ে নতুন জীবন প্রদান করা হলো।

যদি আপনি লালকৃষ্ণ আদভানির জাতীয় অবদানের প্রতি নজর বুলান, তা হলে বেশ নৈরাশ্যজনক দৃশ্য ফুটে উঠবে। জাতীয় পর্যায়ে তার এমন কোনো অর্জনের রেকর্ড নেই, যার ভিত্তিতে তাকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার প্রদান করা যায়। সবাই জানেন, তিনি সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত বের করা রথযাত্রার সময় দেশে অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেন এবং দেশের দু'টি বড় সম্প্রদায়কে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আদভানির রথযাত্রার সময় দেশে ভয় ও ত্রাসের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি শব্দে বর্ণনা করা যাবে না। এ কারণেই অন্যতম হিন্দু সাংবাদিক রঘুবর সোরেন তাকে ভারতরত্ন প্রদানের পর অযোধ্যা থেকে তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'লালকৃষ্ণ আদভানিকে প্রদত্ত ভারতরত্ন মূলত রামমন্দির, রামনগরী ও কোটি কোটি রামভক্তের পুরস্কার। এটা বলতে গিয়ে তিন দশক আগের সেই সময়ের কথা মনে পড়ে, যখন মন্দির আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল এবং লালকৃষ্ণ আদভানিকে সেই আন্দোলনের নায়ক মনে করা হতো।' ওই সাংবাদিক আরো লিখেছেন, 'সবচেয়ে বেশি চূড়ান্ত পর্যায়ের ভূমিকায় তাকে সে সময় দেখা গেছে, যখন রামজন্মভূমির মুক্তির জন্য সোমনাথ থেকে রথযাত্রা নিয়ে তিনি অযোধ্যার দিকে রওনা হন। দিনটা ছিল ১৯৯০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। অথচ মন্দির আন্দোলন এর আগে থেকেই জনআন্দোলনরূপে হয়ে আসছিল। কিন্তু আদভানির রথযাত্রা সেই আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার জন্য সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।'

হিন্দি দৈনিক জাগরণের প্রতিবেদকের এই চুম্বকাংশ উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা যেন আদভানির মূল অবদানটা অনুমান করতে পারেন। অনুরূপভাবে পি ভি নরসিমা রাওকে ভারতরত্ন প্রদানের নেপথ্যে তার সেই নিন্দনীয় ভূমিকা রয়েছে, যা তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পথ সুগম করে দিতে পালন করেন। সবাই জানেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কেন্দ্র কল্যাণ সিং সরকারকে বরখাস্ত করে সেখানে প্রেসিডেন্ট শাসন জারি করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বাবরি মসজিদের স্থানে অস্থায়ী মন্দির বানাতে ছাড় দেয়া হয়। যদি নরসিমা রাওয়ের নিয়ত স্বচ্ছ হতো, তাহলে তিনি এমনটা হতে দিতেন না। কেননা যা কিছু ধ্বংস করা হয়েছিল, সেটা মসজিদ ছিল। আর তার অবশিষ্টাংশের ওপর রামমন্দিরের কাঠামো নির্মাণ করানো সরাসরি অন্যায়। নরসিমা রাওয়ের অপর বড় কীর্তি হচ্ছে জালিম দখলদার ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক কায়েম করা। তারই শাসনামলে ভারত-ইসরাইল বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে, যা বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় এজেন্ডা প্রমাণিত হয়। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ইসরাইলের সাথে ভারতের যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তা কারো কাছে গোপন নেই।

এখন আসুন চৌধুরী চরণ সিংয়ের ওপর একটু দৃষ্টিপাত করি, যিনি কৃষক নেতা হিসেবে পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি দেশে রাজনৈতিক দল বদলের রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার উত্তরাধিকারীরাও ওই নীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছেন। চৌধুরী চরণ সিংয়ের পর তার পুত্র অজিত সিং তার পথ অনুসরণ করেছেন। আর এখন তার পৌত্র জৈন্ত চৌধুরীও তার দাদার পদরেখার ওপর পথ চলছেন। চৌধুরী চরণ সিংকে ভারতরত্ন প্রদানের পর জৈন্ত চৌধুরী সমাজবাদী পার্টি থেকে তার ঐক্য ভেঙে দিয়ে বিজেপির সাথে হাত মিলিয়েছেন। তিনি তার দাদাকে ভারতরত্ন প্রদানকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'এখন কোন মুখে বাধা দেবো?' চৌধুরী চরণ সিং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাট কৃষক নেতা ছিলেন। ইউপির রাজনীতিতে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে উচ্চ জাতের আধিপত্য ছিল। রাজনৈতিক সঙ্কল্পে ভরপুর চৌধুরী ওই আধিপত্যকে সর্বাবস্থায় ধ্বংস করতে চাচ্ছিলেন। তিনি দলবদলের রাজনৈতিক যুগের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। এটা এমন এক সময় ছিল, যখন জনপ্রতিনিধিগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সরকারি ভিত মজবুত করার কাজ করতেন। এ কৃতিত্বের বদৌলতে চরণ সিং ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে কিছু সময়ের জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সফলতা অর্জন করেন।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী তাকেও কারাগারে প্রেরণ করেন। ১৯৭৭ সালে যখন ইন্দিরাবিরোধী জোয়ারের সময় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে, তখন চরণ সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এর পরে উপ-প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তিনি তাতেও তৃপ্ত হননি। তার দৃষ্টি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ১৯৭৯ সালে আবার দল বদল করে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার হাতিয়ে নিতে সফল হন। এটা নিয়মবহির্ভূত রাজনীতির চূড়ান্তরূপ ছিল। জনগণ ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতার নামে জনতা পার্টিকে বেছে নেয়। কিন্তু চরণ সিং এ বাস্তবতাকে শিকেয় তুলে রেখে সেই ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে মেনে নেন। কিন্তু এ চেয়ারেও তিনি খুব বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি। কেননা ইন্দিরা গান্ধী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার সমর্থন তুলে নেন। এ বাস্তবতার আলোকে চরণ সিংয়ের সবচেয়ে বড় অবদান এটাই বলা যেতে পারে যে, কোনো নীতি বা দর্শন ছাড়াই রাজনীতি করো। যেখানেই সুযোগ পাও সেখানেই দল বদল করে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার হাতিয়ে নাও। যদি এ ধরনের লোকই ভারতরত্নের প্রাপ্য হয়, তাহলে এ ধরনের পুরস্কারকে আমরা দূর থেকে সালাম জানাই।

লেখক : ভারতের সাংবাদিক ও কলামিস্ট। মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ইমরান খান ছাড়া নবাগতদের পিটিআই কেমন করবে পার্লামেন্টে

মালিক আসাদ

ইমরান খান, শাহ মেহমুদ কুরেশি, পারভেজ এলাহি ও রাজনীতিতে হেভিওয়েটদের অনুপস্থিতিতে একঝাঁক আইনজীবী এবার পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে পিটিআইকে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন। তাঁদের অনেকেই দলে নবাগত। যোগ দিয়েছেন ২০২২ সালের এপ্রিলে ইমরান খানের পতনের পর। পিটিআই সংসদে বিরোধীদলীয় বেঞ্চে বসতে যাচ্ছে।

অপেক্ষাকৃত মৃদুভাষী গহর আলী খান, আগুনে মেজাজওয়ালা শের আফজাল মারওয়াত এবং সাবেক পিপিপি নেতা সরদার লতিফ খোসার সমন্বয়ে তৈরি বিরোধী দল আগের বছরগুলোর তুলনায় সংসদে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

তবে দলের সিংহভাগ বিশ্বাসযোগ্য নেতা ও অনুগত কর্মী-সমর্থকেরা দলে নবাগতদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছেন না। পিটিআইয়ের পাক্কা অনুসারী হিসেবে দাবি করেন, এমন অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁদের এই অস্বস্তির একটাই কারণ। আর তা হলো এই আইনজীবীরা 'শর্টকাট' উপায়ে দলে ঢুকেছেন।

যদিও দলের এই নবাগতদের ইমরান খানকে সহায়তা করা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, পিটিআইয়ের সঙ্গে দশকের ওপর আছেন, এমন কর্মী ও সমর্থকেরা সংসদে নতুন মুখদের নিয়ে অস্বস্তিতে আছেন।

পিটিআই সাধারণ নির্বাচনে এত বেশিসংখ্যক আইনজীবীকে কেন মনোনয়ন দিল, তার পেছনে দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, দলের সিংহভাগ নেতা কারাগারে অথবা আত্মগোপনে ছিলেন। ফলে তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি।

আদিয়ালা কারাগারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইমরান খান তাঁর প্রার্থীদের নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, নির্বাচনে প্রথম ও দ্বিতীয় সারির নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারায় তাঁকে অনূর্ধ্ব-১৬ দল নিয়ে খেলতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, দলটির প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও আইনজীবী ছাড়া আর কারও যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। ইমরান খানের সঙ্গে দলের অন্যদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন আইনজীবীরা। একমাত্র তাঁরাই আদিয়ালা জেলে প্রবেশের অনুমতি পেতেন। ক্রমে তাঁরা ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

আদালতের সহকর্মীরা যখন একযোগে সংসদে ঢুকবেন, তখন তাঁদের মধ্যে পেশাগত বিদ্বেষ দেখা দিতে পারে, এ শঙ্কা আছে কারও কারও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শের আফজাল মারওয়াত পিটিআইয়ের আইনজীবী দলকে ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা করে এসেছেন। অল্প কদিন আগেই শোয়াইব শাহিন ও ব্যারিস্টার গহরকে তিনি যেভাবে বিঁধেছেন, তা সবারই মনে আছে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর ইমরান খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন শাহ মেহমুদ কুরেশিকে। পরে কুরেশি গ্রেপ্তার হলে ব্যারিস্টার গহর পার্টি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। তবে দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে ব্যারিস্টার গহর চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হলেও পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে এ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। সাধারণ নির্বাচনে দলটি তাদের প্রতীক 'ব্যাট'ও হারায়।

আগামী মাসে দলের নেতৃত্ব নির্বাচনে আরেক দফা ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার আলী জাফরকে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। কিন্তু আলী জাফর তাঁর পেশাগত ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে দলকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

ডন-এর সঙ্গে কথোপকথনে ব্যারিস্টার ও সিনেটর জাফর বলেন, যেহেতু তাঁকে ইমরান খানের মামলাগুলোয় মনোযোগ দিতে হচ্ছে, তাঁর পক্ষে এমন চ্যালেঞ্জিং কাজ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর মতে, ব্যারিস্টার গহরই চেয়ারম্যান হিসেবে থেকে যেতে পারেন।

শুরুতে ধারণা করা হচ্ছিল, ব্যারিস্টার গহর ও মারওয়াত জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলীয় নেতার আসনে বসবেন। তবে পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান দলের মহাসচিব ওমর আইয়ুব খানের নাম প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রস্তাব করেন। আলী জাফরের মতে, জাতীয় পরিষদে তিনিই হতে পারেন প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা। জাফর বলছেন, ওমর আইয়ুব খানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি একজন ঝানু ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক।

আদালতের সহকর্মীরা যখন একযোগে সংসদে ঢুকবেন, তখন তাঁদের মধ্যে পেশাগত বিদ্বেষ দেখা দিতে পারে, এ শঙ্কা আছে কারও কারও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শের আফজাল মারওয়াত পিটিআইয়ের আইনজীবী দলকে ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা করে এসেছেন। অল্প কদিন আগেই শোয়াইব শাহিন ও ব্যারিস্টার গহরকে তিনি যেভাবে বিঁধেছেন, তা সবারই মনে আছে।

আবার যেমন ইমরান খানের যে আইনজীবী প্যানেল রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল, এর মধ্যে লতিফ খোসা ছিলেন না। তারপরও আপিল করা হয়েছে, এমন এক ঘোষণা দিয়ে বসেন খোসা। এ নিয়ে যারপরনাই বিরক্ত হন ব্যারিস্টার জাফর। তিনি তাঁর অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি।

খোসার এ ঘোষণার কারণে কাগজপত্র ঠিকঠাক না করেই ব্যারিস্টার জাফরকে তাড়াহুড়া করে আপিল পেশ করতে হয়। নিবন্ধন অফিস ওই আপিলে বেশ কিছু অসংগতির কথা জানায়। ভুল সংশোধন করে আপিল করতে করতে আরও প্রায় এক সপ্তাহ পার হয়ে যায়।

মালিক আসাদ ডন-এর আদালত প্রতিবেদক পাকিস্তানের পত্রিকা ডন-এ প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

তাজমহল ধ্বংসের চেষ্টা ব্যর্থ হয় যেভাবে

সুমন পালিত

তাজমহল বিশ্বের সপ্তাচার্যের একটি। ভারতে পর্যটনের উদ্দেশে যারা যান তাদের বড় অংশের উদ্দেশ্য থাকে তাজমহল পরিদর্শন। বছরে ৪০ থেকে ৮০ লাখ পর্যটক দেখতে আসেন এ অনন্য সমাধিসৌধ। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের প্রিয় বেগম মমতাজ মহলের কবরের ওপর নির্মিত এ সমাধিসৌধের ওপর দিয়ে গত ৪০০ বছর একের পর এক ঝড় বয়ে গেছে। তাজমহলের ওপর প্রথম বিপদ আসে এর নির্মাণের ১০০ বছর পর। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ঘণ্টা ততদিনে বেজে উঠেছে। জাঠ সৈন্যরা দখল করে নেয় আগ্রা। তারা তাজমহলকে তাদের আস্তানা বানায়। হাড়কাঁপানো প্রচন্ড শীতে এ সমাধিসৌধের ভিতরে খড় পুড়িয়ে জাঠরা আগুন পোহাত। এর ফলে কালো ধোঁয়ায় মর্মর পাথরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বর্বর জাঠরা তাজমহলের বিভিন্ন স্থান থেকে মহামূল্যবান মণি-মুক্তা এবং রুপার তৈরি অনেক তোরণ খুলে নিয়ে যায়।

ইংরেজ আমলে নির্দয় লুটপাটের শিকার হয় তাজমহল। এ সমাধিসৌধ ভেঙে মণি-মুক্তা ও মর্মর পাথর বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে পরিকল্পনা থেকে সরে আসে ইংরেজরা। স্বাধীন ভারতে সাড়ে পাঁচ যুগ ধরে তাজমহলকে জাতীয় মর্যাদার প্রতীক হিসেবেই দেখা হতো। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শিবমন্দির ভেঙে তাজমহল তৈরির কল্পকথা রটায় হিন্দুত্ববাদীরা। তারা এ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু উচ্চ আদালত মতলববাজদের আবেদনে সাড়া দেয়নি।

তাজমহল তৈরির প্রায় ৪০০ বছর পরও দুনিয়াজুড়ে আলোচিত মুঘল সম্রাটের ভালোবাসার কেচ্ছা। যদিও মমতাজ মহল সম্রাট শাহজাহানের একমাত্র স্ত্রী ছিলেন না। এমনকি সম্রাটের উপপত্নীর সংখ্যাও কম ছিল না। তবে সম্রাট তার স্ত্রীর কবরের ওপর যে সৌধ নির্মাণ করেন তা অপকট ভালোবাসারই সাক্ষ্য দেয়। মুঘল সাম্রাজ্য কালক্রমে ইতিহাসের অংশ হয়ে দাঁড়ালেও তাজমহল টিকে আছে আপন মহিমায়।

সম্রাট শাহজাহান আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে মমতাজ মহলের সমাধির ওপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেন। বর্তমান তাজমহল যেখানে সে জায়গাটি তার পছন্দ হয়। সেখানে ছিল একটি হাভেলি বা প্রাসাদোপম বাড়ি, যার মালিক ছিলেন স্থানীয় হিন্দু শাসক জয় সিং। সম্রাট শাহজাহান জয় সিংয়ের কাছ থেকে জায়গাটি কিনতে চান। জয় সিং সন্তুষ্টচিত্তে তাতে রাজি হন। এ বিষয়ে জারি করা হয় একটি শাহি ফরমান। ইংরেজ ইতিহাসবিদ ডব্লিউ ই বেগলি ও জেড এ ডেসাহাসের বইয়ে শাহি ফরমান ও জমি ক্রয়ের দলিলের বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসবিদ রানা সাফভি বলেছেন, বইটি পড়লে বোঝা যায় মুঘলরা তাদের বিভিন্ন চুক্তি এবং ইতিহাস সংরক্ষণে বেশ যত্নবান ছিল।

তাজমহল তৈরি করতে গিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের কোষাগারে টান পড়ে। সম্রাট আওরঙ্গজেব তার মায়ের সমাধি তাজমহলের পেছনে বিশাল অর্থ ব্যয়কে ভালো চোখে দেখেননি। সম্রাট শাহজাহান তার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা দারা শিকোকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। আর তাতেই বেঁকে বসেন সম্রাটের অন্য পুত্ররা। ঐতিহ্যগতভাবেই জোর যার মুল্লুক তার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন মুঘলরা। ফলে সিংহাসন দখলে সম্রাটের জীবদ্দশায় শাহজাদারা একে অপরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন। আওরঙ্গজেব ছিলেন কৌশলী। কীভাবে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয় তা তিনি জানতেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হন এবং উত্তরাধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী সব ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙিয়ে সিংহাসনে বসেন। বাবা সম্রাট শাহজাহানকে রাখেন নজরবন্দি করে। তারপর ভাগ্যহত সম্রাটের জীবনের বাদবাকি ২০ বছর কেটেছে বন্দি অবস্থায়। এ সময় বড় মেয়ে জাহানারা বাবার সঙ্গে স্বেচ্ছা বন্দিজীবন বেছে নেন।

মুঘল শাসনের ট্র্যাজেডি হলো তারা সুষ্ঠু উত্তরাধিকার ব্যবস্থা চালু করতে পারেননি। ফলে একাধিক মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে পুত্ররাও বিদ্রোহী হয়েছেন সিংহাসনের লোভে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে পুত্র শাহজাহানের বিদ্রোহ ইতিহাসের একটি আলোচ্য বিষয়। এমনকি সম্রাট আকবরের আমলে রাজকন্যারাও ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। ফলে মুঘল রাজকন্যাদের সাধারণত বিয়ে দেওয়া হতো না। তারা যাতে ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে না পড়েন সে জন্য ছিল এ বিধান। জাহানারা ছিলেন চিরকুমারী। একদিকে রাজকন্যা অন্যদিকে বিদুষী ছিলেন তিনি। তারপরও তিনি ঘর-সংসার করতে পারেননি। সিংহাসনের দাবিদার হয়ে উঠবেন এই ভয়ে বিয়ে না দেওয়ার জংলি বিধানের শিকার হন এই গুণী রাজকন্যা।

বলছিলাম তাজমহলের কথা। তাজমহল বিশ্বের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিসৌধ। সম্রাট শাহজাহান ওই প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হন। তার সমাধির ওপর নির্মাণ করেন চোখজুড়ানো এক সমাধি। যা তৈরিতে লেগে যায় ২২ বছর। ২০ হাজার শ্রমিক ও কারিগর জড়িত ছিলেন তাজমহল নির্মাণে। সারা দুনিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল মার্বেল পাথরসহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী। এ সমাধি নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৬৩২ সালে। ১৬৫৩ সালে মূল ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়। খুঁটিনাটি অন্যসব কাজ সম্পন্ন হতে সময় নেয় আরও দুই বছর। তাজমহল তৈরিতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খরচ হয়েছিল প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। বর্তমান সময়ে তা লাখ কোটি টাকার সমান। ১০০০ হাতির সাহায্যে বহন করা হয়েছে তাজমহল নির্মাণের মালামাল। অতুলনীয় এই ভবন নির্মাণের পর কারিগরদের হাত কেটে ফেলা হয়েছিল এমন কথাও বলা হয়েছে কোনো কোনো ইতিহাসে। যাতে কেউ তাজমহলের মতো কোনো ভবন নির্মাণের সুযোগ না পায়।

তাজমহল নির্মাণ করতে গিয়ে অর্থ সংকট দেখা দেয় মুঘল রাজ কোষাগারে। সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার পেছনে পুত্র আওরঙ্গজেবের অজুহাতগুলোর একটি ছিল অপচয় বন্ধ করা। এ কথা ঠিক, সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মিতব্যয়ী এবং সব ধরনের অপচয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্ষমতালিপ্সু। ভাইদের হত্যা এবং পিতা সম্রাট শাহজাহানকে ক্ষমতাচ্যুত করে আমৃত্যু বন্দি রাখেন আওরঙ্গজেব। পদচ্যুত সম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি যে কুৎসা রটিয়েছেন তা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অঙ্কের হিসাবে আওরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তারপর থেকে এ শাসন ক্রমাগতভাবে ক্ষয়ে যেতে থাকে। শেষ সম্রাট শাহ আলম জাফরের আমলে এর আয়তন ছিল দিল্লি নগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি ছিলেন মূলত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাতাভোগী।

তাজমহল নির্মাণের কারণে সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসন কেড়ে নেন পুত্র আওরঙ্গজেব। এটা সত্যি না মিথ, তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে স্বীকার করতেই হবে তাজমহলের ওপর একের পর এক ফাঁড়া যেন নিয়তির লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমাধিসৌধের ওপর সবচেয়ে বড় বিপদ নেমে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ইংরেজ আমলে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের পাশাপাশি তাজমহলেরও ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে ইংরেজ বেনিয়ারা। তারা এটিকে প্রমোদ কাননে রূপান্তর করে। সমাধিসৌধের পবিত্রতার লঙ্ঘন ঘটিয়ে মূল ভবন চত্বরে আয়োজন করা হতো বল নাচ। তাজমহলের দুই প্রান্তের দুই মসজিদ মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য ভাড়া দেওয়া হতো। মধুচন্দ্রিমা করতে আসা ইংরেজ তরুণ-তরুণীরা সমাধিসৌধের বিভিন্ন স্থান থেকে হাতুড়ি ও ছেনি ব্যবহার করে মণি-মুক্তা লুটে নিয়ে যায়। তাজ্জব ব্যাপার হলো- ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা এসব অপকর্ম প্রতিরোধ করার বদলে উৎসাহ জুগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে লর্ড কার্জনের কথা বলা যেতে পারে। যিনি ছিলেন ভাইসরয় বা গভর্নর জেনারেল। তিনি নিজেকে প্রত্নতত্ত্বের সমঝদার হিসেবেও দাবি করতেন। অথচ এ হেন ব্যক্তিটি বলেছিলেন আমোদ উল্লাসের উন্মাদনায় নন্দন বিলাসীরা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সমাধির উপরিস্থলের চাঁদোয়া থেকে ছেনি ও হাতুড়ির সাহায্যে আকিক ও মণি-মুক্তার টুকরোগুলো খুলে নিয়ে গেলে এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা খোঁজা ঠিক হবে না। ব্রিটিশ বেনিয়ারা তাজমহলসহ বিভিন্ন মুঘল স্থাপত্য ভেঙে সেগুলো থেকে মণি-মুক্তা ও মূল্যবান পাথর আহরণ করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল বেন্টিংসকে তাজমহল ভেঙে ফেলার জন্য গঠিত এক কমিটির সভাপতি করা হয়। তার আমলে মুঘল স্থাপত্যগুলোর ওপর নেমে আসে অভিশাপ। দিল্লি ও আগ্রার নানা স্থাপনা থেকে দামি পাথর অপসারণের কাজ শুরু হয়। সেগুলো জাহাজে করে পাঠানো হয় ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ বরাবর। তাজমহল ভাঙার জন্যও নেওয়া হয় প্রস্তুতি। কিন্তু এ সমাধিসৌধ রক্ষা পায় ভাগ্যগুণে। তাজমহলের মূল্যবান রত্নরাজি বিক্রির জন্য লন্ডনে নিলাম ডাকা হয়। তাতে যে সর্বোচ্চ ডাক ওঠে, তা দিয়ে এ সমাধিসৌধ ভাঙার খরচও পোষাবে না বুঝতে পারে ইংরেজরা। তাই লন্ডন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় তাজমহল ভাঙার কাজ যেন স্থগিত রাখা হয়।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। তাজমহলসহ ভারতে বিভিন্ন আমলে নির্মিত মহামূল্যবান স্থাপত্যগুলো বিদেশি দখলদারদের লুটপাটের বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এরপর সাড়ে ছয় দশকের বেশি সময় ধরে সেগুলো জাতীয় গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

২০১৪ সালে ভারতের শাসন ক্ষমতায় আসে হিন্দুত্ববাদীরা। ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় তারা। বাবরি মসজিদের মতো তাজমহলকেও বিতর্কিত স্থাপনা বলে দাবি করে সাম্প্রদায়িকতার কীটরা। তাদের আবিষ্কার তাজমহল ছিল একটি হিন্দু মন্দির। ১৯৮৯ সালে বিকৃত মস্তিষ্ক এক ইতিহাসবিদ পি এন ওক 'তাজমলে দ্য ট্রু স্টোরি' বইতে দাবি করেন তাজমহলের আসল নাম তেজো মহল। এটি ছিল একটি হিন্দু মন্দির। একজন রাজপুত শাসক এ স্থাপনাটি তৈরি করেন। তবে ভারত সরকার এবং অন্য ইতিহাসবিদরা পি এন ওকের প্রলাপকে গুরুত্ব দেননি। ২০০৭ সালে বিজেপির একজন এমপি বিনয় কাটিয়ার হিন্দু মন্দির দাবি করে তাজমহলের নাম পরিবর্তনের দাবি জানান। এ ব্যাপারে তিনি আদালতেরও শরণাপন্ন হন। কিন্তু আদালত তার দাবিতে সায় দেওয়ার গরজ অনুভব করেননি। ভারতের শাসন ক্ষমতায় মতলববাজদের আবির্ভাব ঘটলেও সে দেশের বিচারব্যবস্থা ধর্মান্ধদের কাছে নিজেদের বিবেককে এখনো যে বিকিয়ে দেয়নি আদালতের রায় তারই প্রমাণ।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক

বাইডেন যেসব কারণে আমেরিকার সবচেয়ে অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট

রস ডোথ্যাট

গ্যালাপের জরিপে দেখা গেছে, ডোয়াইট আইজেনআওয়ার থেকে শুরু করে ডোনালড ট্রাম্প পর্যন্ত যে কেউ দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করার সময় যতটা জনসমর্থন পেয়েছেন, সে তুলনায় বাইডেনের অ্যাপ্রুভাল রেটিং কম। তবে তারপরও বাইডেনের বাজে পোলিং নম্বর ঘিরে রহস্যময়তা ছড়িয়ে আছে।

দ্য ওয়াশিংটন ফ্রি বিকন নামের একটি সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইটে নিজের প্রতিবেদনে সাংবাদিক জো সিমোনসন সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন, বেশির ভাগ মার্কিন মিডিয়া এবং জনসংস্কৃতির বদৌলতে আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন না, বাইডেনের ক্ষমতায় থাকার জন-অনুমোদনের রেটিং ঐতিহাসিকভাবে কতটা ভয়ানক অবস্থায় আছে।

আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন না, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যে বাজে জন-অনুমোদন রেটিং ছিল, বাইডেনের রেটিং তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে।

বাইডেনের বার্ধক্যজনিত উদ্বেগের বিষয়ে সাধারণ মানুষ একমত হলেও প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকার বিষয়ে বাইডেনের মধ্যে কী খামতি আছে, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐকমত্য নেই।

সম্ভবত এ কারণেই বাইডেনের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণকে একটি সরব সাফল্য হিসেবে ঘোষণা করার জন্য তাড়াহুড়া করা হয়েছিল। মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর পরিবেশনার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, বাইডেনের ঠিকঠাকভাবে যে কাজগুলো অবশ্যকরণীয় ছিল, তার মধ্যে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে উচ্চ স্বরে কথা বলা একটি।

বাইডেনের আগের অন্য 'সাম্প্রতিক' প্রেসিডেন্টদের জনপ্রিয়তা যখন কমেছিল, তখন তার পেছনে কোন কোন বিষয় কাজ করেছিল, তার একটা পরিষ্কার ধারণা সবার ছিল।

যেমন ট্রাম্পের অজনপ্রিয়তাকে তাঁর খামখেয়ালি ও পাগলামি আচরণ এবং কর্তৃত্ববাদী কাজকারবারের প্রতিফল হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। জরিপে জর্জ ডব্লিউ বুশের জনসমর্থনের পারদ পড়ে যাওয়ার গল্পটি ইরাক এবং হারিকেন ক্যাটরিনাকে ঘিরে আবর্তিত ছিল।

এ অবস্থায় বাইডেনের পুনর্নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে জনপ্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, তা প্রথমে আমলে নিতে হবে এবং সে বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে। তা না হলে তিনি শেষ পর্যন্ত গদি হারিয়ে বসতে পারেন।

বারাক ওবামা যখন ভোটাভুটির সময় চাপে ছিলেন, তখন বেশির ভাগ পর্যবেক্ষক তাঁর সময়ের বেকারত্বের হার এবং তাঁর চালু করা স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ওবামাকেয়ারের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে দায়ী করেছিলেন। বিল ক্লিনটন যখন চাপে ছিলেন, তখন তাঁর কর্মসম্পাদনে শৃঙ্খলার অভাব এবং হোয়াইট হাউসে তাঁকে জড়িয়ে সংঘটিত কেলেঙ্কারির বিষয়ে একটি স্পষ্ট মিডিয়াভাষ্য ছিল।

তবে বাইডেনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়ে আনার জন্য তাঁর সংগ্রামকে খুবই সহমর্মিতা দিয়ে সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাত ও মেরুকরণের অভিযোগ উঠলেও সেগুলোকে ব্যাখ্যার জন্য একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। ফলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল না। এমনকি তাঁর বয়সের সমস্যাটি শুধু গত কয়েক মাসে আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে।

এই রহস্যময়তা সমসাময়িক পরিস্থিতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদার সংবাদমাধ্যমগুলোর পক্ষপাতকে প্রতিফলিত করে। বিশেষ করে অভিবাসন ও সীমান্তের বিষয়গুলোকে সামনে আনার বিষয়ে উদার সংবাদমাধ্যমের অনাগ্রহ অনেকটাই স্পষ্ট।

উগ্র ট্রাম্পবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র বাধা হিসেবে দাঁড়ানো একজন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কিছু বলতে তাদের মধ্যে যে দ্বিধা কাজ করে, সেটিই তাদের সেই অনাগ্রহের কারণ হতে পারে।

তবে এই রহস্যময়তার বিষয়ে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি মনে করি, বাইডেনের রেকর্ডে বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে এবং বাইডেন সমর্থকেরা তাঁদের প্রেসিডেন্টের আমলের অর্থনীতিকে যতটা সোনালি হিসেবে দেখাতে চান, আদতে ততটা নয়। সেই আমিই তাঁর অ্যাপ্রুভাল রেটিংয়ের দিকে চেয়ে তাঁর নম্বর দেখে অবাক বিস্ময় নিয়ে ভাবি, বাইডেনের অবস্থা আসলেই কি এতটা খারাপ?

আমি এ-ও মনে করি, আমরা যে রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস টের পাচ্ছি, সেখানে শ্রেণি ও শিক্ষার ভিত্তিতে কে ডানপন্থী, কে বামপন্থী, তা ঠিক করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানবিরোধী রাজনৈতিকভাবে আরও বেশি ডানপন্থার দিকে মোড় নিচ্ছে। এ অবস্থায় এ ধরনের মিডিয়া রহস্যময়তাই আপনি আশা করতে পারেন।

এই রাজনৈতিক রূপান্তরের অর্থ হলো, যে রিপাবলিকান ভোটারদের সমর্থন বাইডেন কখনোই পাননি বা পাবেন না, তাঁরা ক্লিনটন বা ওবামার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগের সময়ের রিপাবলিকান ভোটারদের তুলনায় উদারপন্থীদের থেকে সাংস্কৃতিকভাবে অনেক বেশি দূরে সরে যাবেন।

সুইং ভোটাররা বাইডেনের অনুমোদনের রেটিংকে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রবণতাকে সাংস্কৃতিক এবং মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের কাছে অপ্রত্যাশিত বলে মনে হচ্ছে।

অনেকে আছেন রাজনৈতিকভাবে মধ্যপন্থী সংখ্যালঘু ভোটার, বিশেষত নিম্নমধ্যবিত্ত হিসপানিক এবং আফ্রিকান-আমেরিকান ভোটার, যাঁরা বড় সংখ্যায় বাইডেনকে পরিত্যাগ করছেন বলে মনে হচ্ছে।

এ অবস্থায় বাইডেনের পুনর্নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে জনপ্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, তা প্রথমে আমলে নিতে হবে এবং সে বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে। তা না হলে তিনি শেষ পর্যন্ত গদি হারিয়ে বসতে পারেন।

নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

রস ডোথ্যাট, নিউইয়র্ক টাইমসের কলাম লেখক

খুলে দেওয়া হলো ইস্ট লন্ডন মসজিদের তৃতীয় এক্সটেনশন

এক্সিকিউটিভ অফিসার জুনায়েদ আহমদ। মোনাজাত করেন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তারাবিহ-ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান ইব্রাহিম। স্বাগত বক্তব্যে ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আমরা সাময়িকভাবে সম্প্রসারিত অংশ খুলে দিতে পেরেছি । এটি আমাদের ও কমিউনিটির জন্য একটি বিশাল অর্জন। তিনি বলেন,

সম্প্রসারিত অংশ শুধুমাত্র রমজানের জন্য খুলে দেওয়া হলো। বাকি কাজ সম্পন্ন করতে রমজানের পর আবার তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কমিউনিটির মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণেই ইস্ট লন্ডন মসজিদ আজ ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদগুলির মধ্যে একটি । বাকি কাজ সম্পন্ন করতে আপনাদের উদার সাহায্য অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশাবাদী। সারা মাসজুড়েই আমরা ফান্ডরেইজ করবো । আপনাদের সহযোগিতায় এই মসজিদ পূর্ব লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে ধর্ম, শিক্ষা এবং ঐক্যের আলোকবর্তিকা হিশেবে কাজ করে যাবে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনাইদ আহমেদ বলেন, রমজানে আমাদের কমিউনিটির জন্য মসজিদের সম্প্রসারিত অংশ সাময়িকভাবে খুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত । এই অস্থায়ী উদ্বোধন আমাদের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি প্রমাণ । সম্প্রসারিত অংশের কাজ সম্পন্ন করতে আমরা কমিউনিটির মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা চাই। তিনি বলেন, মসজিদের তৃতীয়ধাপের এই সম্প্রসারণ কাজে ব্যয় হচ্ছে ২.১ মিলিয়ন পাউন্ড। এর মধ্যে ৩শ হাজার পাউন্ড ডনেশন থেকে এসেছে । আর বাকি ১.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এসেছে কুরজে হাসানা থেকে। এই কুরজে হাসানা পরিশোধ করে মসজিদকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে আমরা সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা চাই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউক্রেনকে ১০ হাজারের বেশি ড্রোন দেবে যুক্তরাজ্য

জানান, ইউক্রেনকে নতুন প্রযুক্তির ড্রোন দিতে এগিয়ে আসছে যুক্তরাজ্য।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ইউক্রেনকে প্রায় ৭ বিলিয়ন পাউন্ড মূল্যমানের সামরিক সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এছাড়া ইউক্রেনকে দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করা প্রথম দেশও যুক্তরাজ্য। এদিকে রুশ এক সামরিক কর্মকর্তা বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপ জুড়ে বড় আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর আরো বড় ধরনের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

রুশ সামরিক বাহিনীর মিলিটারি একাডেমির প্রধান কর্মকর্তা কর্নেল-জেনারেল ভ্লাদিমির জারুদনিস্কি বলেছেন, আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের রুশ-বিদ্বেষী নীতি আমাদের রাষ্ট্রের জন্য প্রধান হুমকি সৃষ্টি করছে। তারা সম্ভাব্য সব উপায়ে রাশিয়াকে দুর্বল করার জন্য হাইব্রিড যুদ্ধ চালাচ্ছে।

পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব খর্ব করা এবং দেশটির অখ–তা ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। জেনারেল জারুদনিস্কি বলেন, যেসব ইউরোপীয় দেশ ইউক্রেন যুদ্ধে কিয়েভকে সহযোগিতা করছে সেসব দেশে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রাশিয়ার এই পদস্থ সেনা কর্মকর্তা বলেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদের দেশের নতুন নতুন সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমা দেশগুলো যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েও ইউক্রেনকে চাঙ্গা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে তখন এ হুঁশিয়ারি দিলেন রুশ জেনারেল। গত বছর আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোর প্রকাশ্য সমর্থন নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয় ইউক্রেন।

ইউরোপীয় দেশগুলো ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন করতে পারে বলে জল্পনার মধ্যে গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনে সেনা মোতায়েন করে পাশ্চাত্য পরমাণু যুদ্ধ উসকে দিতে চায়। সূত্র : ইত্তেফাক

বসন্তকালিন বাজেট ২০২৪: একটি পর্যালোচনা

পদক্ষেপ:

ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স: বিলেতে প্রপার্টি বিক্রয় এর পর যে প্রফিট হবে তার ওপর সরকারকে ট্যাক্স দিতে হবে এবং এই ট্যাক্সকে বলে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স। ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স (সিজিটি) হলো কোনও সম্পদ ক্রয় করার পর, পরবর্তীতে ওই সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেলে, সম্পদ বিক্রয় করার পর যে প্রফিট আসবে তার ওপর সরকারকে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে। বাজেটে হাই রেট ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ২৮% থেকে নামিয়ে ২৪% করা হয়েছে। লো রেট ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ১৮% এ অপরিবর্তন রাখা হয়েছে।

ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স (এনআই) রেট : স্প্রিং বাজেটে এমপ্লয়েড ব্যক্তিদের ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স (এনআই) রেট ১০% থেকে ৮% করা হয়েছে এবং সেলফ এমপ্লয়েড ব্যক্তিদের ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স (এনআই) রেট ৯% থকে ৬% করা হয়েছে।

ইউনিভার্সাল ক্রেডিট: ইনফ্লেশন এর কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর ইনফ্লেশনের ওপর ভিত্তি করে, আগামী এপ্রিল ২০২৪ থেকে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যা অটাম স্টেটমেন্ট ২০২৩-এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

চাইলড বেনিফিট ট্রাসহোলড : বাজেটে চাইলড বেনিফিট ট্রাসহোলড ৫০,০০০ পাউন্ড থেকে ৬০,০০০ পাউন্ড করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির আয় বার্ষিক ৬০,০০০ পাউন্ড হলে, তিনি তার সন্তানদের জন্য সম্পূর্ণ ১০০% চাইলড বেনিফিট পাবেন। বার্ষিক আয় ৬০,০০০ পাউন্ড থেকে ৮০,০০০ পাউন্ড এর ক্ষেত্রে চাইলড বেনিফিট পর্যায়ক্রমে কমতে থাকবে। কোনও ব্যক্তির আয় বার্ষিক ৮০০০০ পাউণ্ডের বেশি হলে তিনি কোনো চাইলড বেনিফিট পাবেন না।

ট্রাসহোলড সাপোর্ট ফান্ড (এইচএসএফ) : বর্তমান ট্রাসহোলড সাপোর্ট ফান্ড এর মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে শেষ হবে। কিন্তু বাজেটে এই ট্রাসহোলড সাপোর্ট ফাণ্ডের মেয়াদ আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এই ফাণ্ডের জন্য আরও ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করা হবে।

ফার্নিশ হলিডে লেটিং (এফএইচএল) ট্যাক্স রেজিম এর বিলুপ্তিকরণ : বাজেটে ফার্নিশড হলিডে লেটিং ট্যাক্স রেজিম এর বিলুপ্তিকরণ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বর্তমান ফার্নিশ হলিডে লেটিং ট্যাক্স রেজিমে যেসকল প্রপার্টি মালিকগণ তাদের প্রপার্টি শর্টটার্ম লেটে ভাড়া দেয়, তারা বিভিন্ন ট্যাক্স সুবিধা পেয়ে থাকে এবং অন্যদিকে যে সকল ল্যান্ডলর্ডগণ তাদের প্রপার্টি লংটার্ম লেটে ভাড়া দিতো তারা এই সুবিধা পেত না। আগামী বছরের এপ্রিল থেকে ফার্নিশড হলিডে লেটিং ট্যাক্স রেজিম এর সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স (এসডিটিএল) মালটিপল ডিউলিং রিলিফ (এমডিআর) : আগামী পয়লা জুন ২০২৪ থেকে মালটিপল প্রপার্টি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স (এসডিটিএল) মালটিপল ডিউলিং রিলিফ (এমডিআর) সুবিধা পাওয়া যাবে না।

হাউজিং ইনভেস্টমেন্ট : বার্কিং রিভারসাইড এবং ক্যানারি ওয়ার্ফের বিভিন্ন হাউজিং প্রোজেক্টে ২৪২ মিলিয়ন পাউন্ড ইনভেস্টমেন্ট এর ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সেভিং প্রোডাক্ট : বিলেতের জনগণকে সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করতে ইউকে ইন্ডিভিজুয়াল সেভিংস একাউন্ট (আইএসএ) অ্যান্ড ব্রিটিশ সেভিংস বন্ডস এর আওতায় নতুন দুটি সেভিং প্রোডাক্ট এর ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

প্রপার্টি মার্কেট এবং প্রপার্টি মর্গেজ সম্পর্কে আপনাদের কোনও মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে বিনিকো ফাইন্যান্স এর সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

গর্ভাবস্থায়ও নিপীড়নের শিকার হন

খবর দ্য গার্ডিয়ানের। সম্প্রতি আমেরিকার টেক্সাসে আয়োজিত এসএক্সএসডব্লিউ নামের এক অনুষ্ঠানে মেগান তার অনলাইন অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'দুই সন্তান আর্চি ও লিলি গর্ভে থাকা অবস্থায় ও নবজাতক থাকাকালে আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইনে নিপীড়ন ও হেনস্তার শিকার হয়েছিলাম। ইন্টারনেট ও কিছু গণমাধ্যমে মানবতা নেই। এসব ক্ষেত্রে কথার বিষ ছড়ানো হয়েছে।'

মেগান বলেন, 'ওই সময়ের পরিস্থিতির কথা ভাবলে সত্যিই মাথা ঘুরে যাবে। কীভাবে মানুষ এত ঘৃণ্য হতে পারে। ডিজিটাল মিডিয়া ও গণমাধ্যমের কিছু অংশে আমরা আমাদের মানবতা ভুলে যাই। এটা পরিবর্তন করা দরকার।'

নিজের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে হ্যারি ও মেগান রাজ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তারা বর্তমানে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছেন।

রাজপরিবারের অংশ হয়ে থাকতে হ্যারি ও মেগানকে ওই সময় কী কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা নিয়ে কথা বলেছেন তারা। রাজ পরিবারের কঠিন সময়ে মেগান সেখানে যুক্ত হন। চার্লসের ক্যান্সারের চিকিৎসা ও হ্যারির বড় ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের স্ত্রী কেট মিডলটন তখন সবে অস্ত্রোপচার করান।

ব্রিটিশ রাজার ক্যান্সার বিষয়টি উল্লেখ করে হ্যারি বলেন, ওই সময় বাবার ক্যান্সারের চিকিৎসা পুরো পরিবারকে আবার কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে।

লন্ডনগামী ফ্লাইটে জন্ম নিল ৭৫তম শিশু

শুরু হলে ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে সহায়তা করেন হাসান।

গত ১১ মার্চ সোমবার এ বিষয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্ডান থেকে লন্ডনগামী ফ্লাইটটি আকাশে ওড়ার দুই ঘণ্টার মধ্যে বিমানের ক্রুরা চিকিৎসক হাসানের কাছে ছুটে যান। তাঁরা প্রসবব্যথায় কাতর এক মায়ের কথা জ নান তাঁকে।

অ্যাসেক্সের ব্যাসিলডন হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক হাসান জানান, তিনি প্রসবব্যথায় কাতর ওই নারীকে বিমানের ককপিটের বাইরে মেঝেতে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখেন। ততক্ষণে সন্তানসম্ভবা ওই মায়ের জল ভেঙে গিয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় সন্তানসম্ভবা মা ঘাবড়ে গেলেও হাসান তাঁকে অনুবাদকের সাহায্যে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সন্তান জন্ম দেওয়ায় তাঁর কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। পরে তাঁর আশ্বাস পেয়ে ওই নারীর আতঙ্ক কেটে যায় এবং বেশ সুস্থ-সবল এক মেয়ের জন্ম দেন।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরা হাসানকে সে সময় জানান, সদ্য জন্ম নেওয়া ওই মেয়েটি এখন পর্যন্ত কোনো বাণিজ্যিক ফ্লাইটে জন্ম নেওয়া ৭৫তম শিশু।

ডাক্তার হাসান জানান, ৩৮ বছর বয়সী ওই মা ও তাঁর শিশুকে যেন দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া যায় সে জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উইজ এয়ারের ওই বিমানটিকে দক্ষিণ ইতালির ব্রিন্ডিসি বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ফ্লাইটটি লন্ডনে পৌঁছাতে চার ঘণ্টা দেরি হয়ে যায়। দেরি হয় হাসানের কর্মস্থলে পৌঁছাতেও। পরে তিনি দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নেয় এবং শিশুটির অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায়।

বিষয়টিকে অলৌকিক আখ্যা দিয়ে হাসান আরও জানান, জর্ডানের ওই নারী ইংরেজি বলতে পারেন না। ফলে সন্তান জন্মের সময় তাঁকে একজন অনুবাদকের সহযোগিতা নিতে হয়। এ সময় শিশুটিকে পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রাখতে তিনি ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদের কাছে নবজাতকের আকারের অক্সিজেন মাস্ক, নাভির জন্য একটি ক্ল্যাম্প এবং একটি স্টেথোস্কোপ চেয়েছিলেন। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই বিমানে ছিল না। বলা যায়, জন্মের পরের মুহূর্তে সামান্য একটি তোয়ালে ছাড়া শিশুটির ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি। ইতালির যে হাসপাতালে মা ও শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা দুজনই এখন ভালো আছে।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

খুলে দেওয়া হলো ইস্ট লন্ডন মসজিদের তৃতীয় এক্সটেনশন

১০ হাজার মুসল্লির একসঙ্গে নামাজ পড়ার সুযোগ

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ ২০২৪ : রমজানকে সামনে রেখে ইস্ট লন্ডন মসজিদের মূল হল-সংলগ্ন সম্প্রসারিত অংশ খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন অতিরিক্ত আরো ১ হাজার মুসল্লিসহ পুরো মসজিদে প্রায় ১০ হাজার নারী পুরুষ জামাতে নামাজ পড়তে পারছেন। গত ৮ মার্চ শুক্রবার সকালে জুমার নামাজের আগে সম্প্রসারিত অংশ অনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয়। এর ফলে এখন মূল ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও মারিয়াম সেন্টার হল একসাথে মিশে গিয়ে একটি বিশাল হলে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসল্লিরা যে যেখানে দাঁড়াবেন, স্বস্থান থেকে ইমামকে সরাসরি দেখতে পারবেন।

উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ ও চীফ

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইউক্রেনকে ১০ হাজারের বেশি ড্রোন দেবে যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ১৫ মার্চ : রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করতে ইউক্রেনকে ১০ হাজারেরও বেশি ড্রোন পাঠাবে যুক্তরাজ্য। বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটির ডিফেন্স সেক্রেটারি গ্র্যান্ট শ্যাপস জানিয়েছেন, এ ড্রোনগুলোর পেছনে ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করছে দেশটি।

চলতি বছরের বিভিন্ন সময়ে এসব ড্রোন ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হবে। বেশির ভাগ হলো ফার্স্ট পার্সন ভিউ ড্রোন। এছাড়া ওয়ান-ওয়ে অ্যাটাক ড্রোন, সারভেইলেন্স ড্রোন এবং মেরিটাইম ড্রোন থাকবে। ঐ দিন কিয়েভ সফরের সময়ে শ্যাপস

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বসন্তকালিন বাজেট ২০২৪
একটি পর্যালোচনা

মোস্তাফিজুর রহমান

বিট্রিশ চ্যান্সেলর জেরমি হান্ট গত ৬ মার্চ বসন্তকালিন বাজেট ২০২৪ ঘোষণা করেছেন। এই বাজেট গত বছরের জানুয়ারীতে প্রধানমন্ত্রী রিসি সুনাক কর্তৃক অঙ্গীকারকৃত প্রধান তিনটি অঙ্গীকার- (ইনফ্লেশন কমানো, অর্থনীতির গতি বাড়ানো এবং ন্যাশনাল ডেবট কমানো) এর ওপর ভিত্তি করে ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেট ঘোষণার শুরুতে চ্যান্সেলর জেরমি হান্ট যুক্তরাজ্যের বর্তমান অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান বসন্তকালিন বাজেট হবে লংটার্ম গ্রোথ এর বাজেট। তিনি বলেন, তাঁর পলিসি উচ্চ বেতন এবং হাই স্কিলড অর্থনীতি তৈরি করবে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, পাবলিক সার্ভিসের উন্নতি হবে এবং ট্যাক্স কমে আসবে।

বাজেটে নতুন চাইলড বেনিফিট ট্রাসহোলড, ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স (এনআই) রেটের পরিবর্তন, হাউসহোলড সাপোর্ট ফান্ড, ফুয়েল ডিউটি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা এবং পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সরকারের পরিকল্পনা এবং

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আসুন, রমজানে মসজিদের পাশে দাঁড়াই

ইস্ট লন্ডন মসজিদ এখন আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। রমজানকে সামনে রেখে তৃতীয় এক্সটেনশন সাময়িক খুলে দেওয়ার পর অতিরিক্ত আরো ১ হাজার মুসল্লিসহ প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ জামাতে নামাজ আদায় করতে পারছেন। এক্সটেশন কাজে খরচ হচ্ছে ২.১ মিলিয়ন পাউণ্ড, যার মধ্যে ১.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এসেছে কুরজে হাসানা থেকে। আসুন, এই রমজানে মসজিদের পাশে দাঁড়াই। ২৩ মার্চ শনিবার চ্যানেল এস লাইভ ফান্ডরেইজিং অ্যাপিলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

শনিবার, ২৩ মার্চ ২০২৪
বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত
লাইভ অন চ্যানেল এস, স্কাই-৭৭৭

CHANNEL S
SKY 777

ইস্ট লন্ডন মস্ক ডনেশন হটলাইন : 020 8523 1666

MUSALLAH £300
MIHRAB £365
DONOR WALL £1000

নিজে দান করুন। পরিবারের সদস্য ও বন্ধু-বান্ধবদের দান করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

EAST LONDON MOSQUE & LONDON MUSLIM CENTRE

DONATE TODAY!

DONATE: HSBC | East London Mosque Sc 40-02-33 | Acc 91681966

For more information 020 7650 3000

ONLINE TELEPHONE POST

or visit us at www.eastlondonmosque.org.uk

Find Us On

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk